ইসলামি আকাইদ

প্রাককথন

প্রত্যেক মুসলমানের ইমানের প্রধান ভিত্তি ও মিলনকেন্দ্র হলো ইসলামি বিশুদ্ধ আকিদা। যার আকিদা যেমন, তার চিন্তা-গবেষণা ও কথাবার্তাও তেমন। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব আকিদানুযায়ী মত পেশ করে থাকে। তাই সবার আকিদা পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যেন সকলের চিন্তা-চেতনা স্পষ্ট ও ফলপ্রসূ হয়। মুসলমানের মন-মস্তিষ্ক তো হবে পরিশুদ্ধ ইসলামি আকিদার ওপর গঠিত। কেননা, এ আকিদাই তার জীবন চলার পথে আগত অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে আলোকবর্তিকা ও সব ধরনের পদস্খলন থেকে রক্ষার উপায়।

ইসলামি চিন্তা-চেতনার ফলে একজন মানুষ তার নিজের মাঝে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অনুভব করতে পারবে। ফলে সর্বদা তার নিকট এমন প্রতীয়মান হবে যে, তার প্রতিটি নড়াচড়া, কথাবার্তা ও শ্বাস-প্রশ্বাস আল্লাহ তাআলা দেখছেন এবং শুনছেন। সকল ক্ষেত্রে অর্জিত হবে সদা সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এমন জাগ্রত, উজ্জ্বল ও চমৎকার অনুভূতি সৃষ্টি হয় কেবল আল্লাহভীতির ফলে। তাকওয়ার এমন স্বাদ থেকে নির্বোধ ও মৃত অন্তরের অধিকারীরাই কেবল বঞ্চিত হয়, যারা লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপাচারিতায় লিপ্ত হতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই যারা প্রকৃতপক্ষে মুত্তাকি, তারা হয়ে থাকে সুস্থ চিন্তার অধিকারী। তাদের সামনে সত্য উদ্ভাসিত হয়।

আকাইদ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো আকিদা। আকিদা শব্দের অর্থ অন্তরে বিরাজমান ধর্মীয় বিশ্বাস।[১] মানুষের অন্তর, অনুভূতি, অস্তিত্বসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে হৃদয়ে বদ্ধমূল এমন বাস্তবিক বিশ্বাসকে আকিদা বলে। আকিদা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন : ইসলামি আকিদা, কুফরি আকিদা, শিরকি আকিদা, বৈজ্ঞানিক আকিদা, রাষ্ট্রীয় আকিদা, সামাজিক আকিদা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি আকিদার সংজ্ঞা, ধরন ও প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। আমরা এখানে শুধু ইসলামি আকিদা নিয়ে আলোচনা করব।

ইসলামের আবশ্যকীয় মৌলিক বিষয়াদির প্রতি ইমান আনয়ন করার নামই হলো ইসলামি আকিদা। অন্তর, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা সর্বোপরি মানুষের স্বভাবজাত ফিতরাত ও সুস্থ চিন্তাশক্তির সাথে এ সকল বিশ্বাস সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আকিদাই একটি জাতির চালিকাশক্তি। সুস্থ ও সঠিক আকিদা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর ভুল ও ভ্রান্ত আকিদা মানুষেকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়।

সন্দেহ নেই যে, সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে ইসলামি আকিদাই হলো শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে নির্ভুল আকিদা-বিশ্বাস। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য ও উন্নত সমাজব্যবস্থা। এর মাধ্যমেই মানুষ সকল প্রকারের জুলুম ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছে। কেননা, এ বিশ্বাসের মূলভিত্তি হলো ওহি, যা আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানিয়েছেন। তাই এর আকিদা-বিশ্বাস সব নির্ভুল ও পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ।

আকিদার অধ্যায়ে বিভিন্ন রকমের ভাগ রয়েছে। যেমন মৌলিক ও শাখাগত আলোচনা, তাওহিদের পরিচিতি ও প্রকারভেদ, তাওহিদ বা ইমান ভঙ্গের কারণসমূহ, আলা-ওয়ালা ওয়াল-বারাসহ বিভিন্ন আলোচনা। আমরা এ অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় এ বিষয়গুলো নিয়ে সামান্য আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

---

১. আল-মিসবাহুল মুনির : ২/৪২১ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহ

ইসলামি আকিদার মৌলিক ও প্রাথমিক বিশ্বাসের মধ্যে ছয়টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। এগুলোতে সন্দেহ-সংশয়ের মোটেও অবকাশ নেই। ইসলামি আকিদার সে ছয়টি ভিত্তি হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ইমান, ফেরেশতাদের প্রতি ইমান, আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান, নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান, কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান ও তাকদিরের প্রতি ইমান। আমরা এখানে ধারাবাহিকভাবে ইসলামের ছয়টি মৌলিক আকিদা সম্পর্কে সামান্য বিবরণ তুলে ধরছি।

এক. আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান

আল্লাহ তাআলাকে সকল বিষয়ের একমাত্র অধিপতি হিসাবে মেনে নেওয়া। তিনি ইলাহ, ইবাদতের উপযুক্ত একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। সবকিছুর পরিচালক। জগতের অধিপতি। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো জিনিস বা বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তিনিই অহংকার ও বড়ত্বের একমাত্র উপযুক্ত সত্তা। আসমান ও জমিনসহ সমগ্র জাহান তিনিই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে। তাঁর আদেশমতেই সব পরিচালিত হয়।

তিনি নিজেই তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করছেন :

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ - هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ - هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব জানেন। তিনি সীমাহীন দয়ালু, পরম করুণাময়। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র বাদশাহ, মহাপবিত্র, শান্তি বিধায়ক, নিরাপত্তাদাতা, সর্বনিয়ন্তা, মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রতাপশালী। তারা যাকে অংশীদার করে, আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।'[২]

দুই. ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহর তাআলার বিশেষ এক সৃষ্টি। তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেন না। তিনি যা বলেন, তাঁরা যথাযথভাবে তা পালন করেন। তাঁদের কাজই হচ্ছে সর্বদা এক আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তাঁদের যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই তাঁরা সর্বদা তাঁর ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। কেউ সিজদায়, কেউ রুকুতে, কেউ দাঁড়িয়ে, আবার কেউ বসে তাঁর ইবাদত ও তাসবিহ পাঠে সদা মশগুল। তাঁরা কেউ আল্লাহর নির্দেশ পালনে কষ্ট-ক্লেশ, ক্লান্তি বা দুর্বলতা অনুভব করেন না। এটাই তাঁদের স্বভাব, এটাই তাঁদের কাজ এবং এটাই তাদের ধর্ম। আল্লাহ তাঁদের এ কারণেই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

'আর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যত প্রাণী আছে সবাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে এবং ফেরেশতাগণও; তাঁরা অহংকার করে না।'[৩]

২. সুরা আল-হাশর : ২১-২৪
৩. সুরা আন-নাহল : ৪৯

তিন. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান

নবি-রাসুলদের ওপর অবতীর্ণ আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনা ইসলামি আকিদার অন্যতম ভিত্তি। আসমানি কিতাবসমূহ অনেক। তন্মধ্যে চারটি হলো বড় ও প্রধান কিতাব। তথা : তাওরাত, জাবুর, ইনজিল ও কুরআন। এই আসমানি গ্রন্থগুলোতে রয়েছে মানবতার হিদায়াত ও কল্যাণ, যা মানুষকে উভয় জাহানের শান্তি ও মুক্তির পথ দেখায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ - مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ

'তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন সত্যতার সাথে; যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের। আর তিনি এ কিতাবের পূর্বে মানুষের হিদায়াতের জন্য নাজিল করেছেন তাওরাত ও ইনজিল এবং অবতীর্ণ করেছেন কুরআন।'[৪]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

'আর আমি দাউদকে দান করেছি জাবুর।'[৫]

চার. নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান

অতঃপর নবি-রাসুলদের প্রতি ইমান আনা। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির কান্ডারি। মানবতার শান্তি ও সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শক। তাদের দান করা হয়েছে অদম্য মনোবল এবং অনন্য গুণাবলি। তাই তাঁরা আল্লাহ তাআলার রিসালাতের মহান দায়িত্ব আদায় করতে পেরেছেন। নিঃসন্দেহে নবি-রাসুলগণ ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট মানব। কারণ, তাঁরা ছিলেন এমন পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী, যার সামনে অন্য মানুষদের স্বভাব-চরিত্র একেবারেই নগণ্য।

এঁরাই হলেন রবের প্রেরিত দূত, মানবতার পথপ্রদর্শক, জগতের আলোকবর্তিকা। তাঁরা তাঁদের উচ্চ মনোবল, দৃঢ় ধৈর্যশক্তি ও পরিপূর্ণ ইমানের মাধ্যমে হতভাগ্য, দারিদ্র্য-দুর্দশাগ্রস্ত ও সংকীর্ণ একটি সমাজকে সুখী, সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় সমাজে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরাই পেরেছেন দেশ ও মানবতার সকল ক্লান্তি, অবসাদ ও নির্যাতন বিদূরিত করে একটি শান্তিময় ও সুখের রাজ্য উপহার দিতে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا

'আর আমি অনেক রাসুল পাঠিয়েছি, ইতিপূর্বে যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি এবং অনেক রাসুল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি। আর আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথোপকথন করেছেন।'[৬]

উল্লেখ্য যে, নবি-রাসুলদের কাউকে অস্বীকার করার অধিকার কারও নেই। সকলের প্রতিই ইমান আনতে হবে সমানভাবে। কারও প্রতি ইমান আনবে আর কারও প্রতি আনবে না; এমনটি করার সুযোগ নেই। অবশ্য শরিয়তগুলোর ক্ষেত্রে বর্তমানে শুধু শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর শরিয়তই বহাল আছে এবং পূর্বের নবিদের শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে। তাই শরিয়তের ক্ষেত্রে এখন শুধু শরিয়তে মুহাম্মাদিই মানতে হবে; অন্যথায় নাজাত মিলবে না।

পাঁচ. কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান

ইমানের মৌলিক বিষয়গুলোর অন্যতম হলো কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান রাখা। কিয়ামত হলো আল্লাহর সকল সৃষ্টির ধ্বংস শেষে বিচার দিবস। যেদিন আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলের যাবতীয় বিষয়ের হিসাব-নিকাশ করে ভালো-মন্দের

৪. সুরা আলি ইমরান : ৩-৪
৫. সুরা আন-নিসা : ১৬৩
৬. সুরা আন-নিসা : ১৬৪

ফয়সালা করবেন। যে দিবসে কারও সামান্য পাপ বা অপরাধ থাকলেও তা দৃষ্টিগোচর হবে এবং কারও সুঁই পরিমাণ পুণ্য থাকলে তাও দৃশ্যমান হবে। কোনো কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ - فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

'সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। অতএব কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তা-ও দেখতে পাবে।'[৭]

কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন স্থানে মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে বিশেষভাবে শুধু কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে...।' এর কারণ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে স্বাভাবিকত অন্যান্য বিষয়েও বিশ্বাস রাখে। এ ভিত্তিতে বলা যায়, মুমিনকে কাফির থেকে পৃথক করার জন্য এ দুটি আলামতই যথেষ্ট। অনেক কাফির আছে, যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী হলেও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী নয়। তাই মুমিন হতে হলে তাকে অবশ্যই কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে।

ছয়. তাকদিরের প্রতি ইমান

তাকদিরের প্রতি ইমান আনার অর্থ হলো, এই বিশ্বাস লালন করা যে, আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সহকারে পৃথিবী এবং তাতে অবস্থিত সকল জড় ও জীবকে সৃষ্টি করেছেন। হঠাৎ করে নিজে নিজে এ পৃথিবী সৃষ্টি হয়নি; বরং ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং পূর্ব নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসারেই আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি বস্তুর ভালো-মন্দ ও চূড়ান্ত ফলাফল তিনি লিখে রেখেছেন। কোনো জিনিসই তাঁর তাকদিরের বাইরে যেতে পারে না।

তিনি ইরশাদ করেন :

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

'তিনিই প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে শোধিত করেছেন।'[৮]

وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

'আর তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ ও সীমা রয়েছে।'[৯]

وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

'আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত।'[১০]

এখান থেকে যে স্বচ্ছ ধারণাটি পাওয়া যায় তা হলো, আল্লাহর নির্ধারিত নির্দেশ ব্যতীত কোনো কিছু সামান্য পরিমাণও নড়তে পারে না। কোনো ঘটনা ঘটা বা কোনো কিছু হওয়ার আগেই তা আল্লাহ তাআলার ইলমে বিদ্যমান রয়েছে।

অতএব তাকদির হলো, আল্লাহ তাআলার চিরন্তন জ্ঞানের প্রতি এ বিশ্বাস রাখা যে, কোনো কিছু ঘটা বা হওয়ার আগেই তিনি তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন।

আলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ : يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي بِالحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالمَوْتِ، وَبِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالقَدَرِ

৭. সুরা আজ-জিলজাল : ৬-৮

৮. সুরা আল-ফুরকান : ২

৯. সুরা আর-রাদ : ৮

১০. সুরা আল-আহজাব : ৩৮

‘চারটি বিষয়ের প্রতি ইমান আনা ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারে না। এক. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। তিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। দুই. মৃত্যুর প্রতি ইমান আনা। তিন. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ইমান আনা। চার. তাকদিরের প্রতি ইমান আনা।’[১১]

সারকথা

এগুলোই হলো ইসলামি আকিদার মূলভিত্তি, যার কোনো একটি বা তার আংশিক না থাকলে ইসলামি আকিদা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি কিংবা কমবেশ করার সামান্য পরিমাণও অবকাশ নেই। এগুলো ইমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ক। যে কারণে আল্লাহ তাআলা এই বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ সকল মৌলিক বিশ্বাসের অস্বীকারকারীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন :

وَمَن يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমূহ, রাসুলগণ ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট হয়ে সুদূর ভ্রান্তিতে নিপতিত হবে।’[১২]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

‘আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না, যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন।’[১৩]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

‘তারা কি জেনে নেয়নি, আল্লাহ তাদের রহস্য ও সলাপরামর্শ সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং সমস্ত গোপন বিষয় আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন?’[১৪]

ইসলামি আকিদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিপূর্ণ মানসিক স্বাধীনতা। এখানে মানুষ অন্য মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে নেয়। তাঁর অনুসরণ, ইবাদত, আনুগত্য ও নির্দেশ মেনে জীবন পরিচালনা করে। আর মুমিনের অভিভাবক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।

যেমন তিনি ইরশাদ করেন :

اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

‘আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করে তাদের বন্ধু হচ্ছে তাগুত। তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।’[১৫]

---

১১. সুনানুত তিরমিজি : ৪/২০, হা. নং ২১৪৫ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) - হাদিসটি সহিহ।

১২. সুরা আন-নিসা : ১৩৬

১৩. সুরা আল-মুজাদালা : ৭

১৪. সুরা আত-তাওবা : ৭৮

১৫. সুরা আল-বাকারা : ২৫৭

সুতরাং কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারবে না। আল্লাহর আইনের বিপরীতে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করতে পারবে না বা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে অজ্ঞ-মূর্খরাই সঠিকতার বিপরীত কাজ করে। তাই তারা সর্বদা শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। এই স্তরে এসে মানুষ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

প্রথম শ্রেণি : যারা আল্লাহকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছেন। এরাই হলো আল্লাহর খাঁটি বান্দা।

দ্বিতীয় শ্রেণি : এ শ্রেণি অভিভাবক গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক মত ও পথের অনুসরণ করে থাকে। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে। হতে পারে তা নির্জীব মূর্তি কিংবা তাগুত শাসক ও বিচারক। আবার হতে পারে জাতীয়তা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র বা সাম্যবাদের মতো বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

'এক দলকে তিনি পথপ্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্য পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা ধারণা করে যে, তারা সৎ পথে রয়েছে।'[১৬]

তিনি আরও বলেন :

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

'তোমরা অনুসরণ করো, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্য (বাতিল) অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। আর তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।'[১৭]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা বা অনুসরণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে আল্লাহ ইরশাদ করেন :

قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'আপনি বলে দিন, আমি কি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব?'[১৮]

এই আয়াতের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মুসলমান পরিপূর্ণ স্বাধীন বিবেকের অধিকারী। আর এটাই হলো প্রকৃত স্বাধীনতা, যা মন-মানসিকতায় আনে প্রশান্তি এবং অন্তরে জাগ্রত করে এক আল্লাহর মহত্ত্বের অনুভূতি। এই স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা জাগতিক রীতিনীতির সৃষ্ট পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুসলমানদের মুক্ত করে রাখে। তাই তো একজন প্রকৃত মুসলিম কোনো স্বৈরাচারের রক্তচক্ষুর পরোয়া না করে একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে।

উল্লিখিত আলোচনায় ইমানের মূল ভিত্তি ও ইসলামি আকিদার মৌলিক ছয়টি বিষয় ও তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত ইসলামি আকিদা শরিয়ার ব্যাপক ও বিস্তৃত একটি অধ্যায়, যার বিস্তারিত ও বিশদ বিবরণ এ সংক্ষিপ্ত কলেবরে সম্ভবপর নয়।

---

১৬. সুরা আল-আরাফ : ৩০

১৭. সুরা আল-আরাফ : ৩

১৮. সুরা আল-আনআম : ১৪

‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ’ এর আকিদাসমূহ

এক. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত আকিদা

আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি অবিনশ্বর। তিনি অনাদি ও অন্তহীন, যাঁর কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন। তিনি সবকিছু জানেন, কোনো জিনিস তাঁর থেকে গোপন নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, যা ইচ্ছা তা-ই করেন। তাঁর ইরাদা ও ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। তিনি সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান, তাঁর কোনো কাজ প্রজ্ঞা থেকে খালি নয়। তিনি সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সবাইকে রিজিক দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। তিনি কথা বলেন, হাঁসেন, খুশি হন, রাগান্বিত হন, তবে মাখলুকের মতো করে নয়; বরং তাঁর মর্যাদা ও শান মোতাবেক। তিনিই মাখলুকের জীবন দান করেন এবং তাকে পুনরায় মৃত্যুমুখে পতিত করেন। তিনিই বিধানদাতা, অন্য কারও বিধান তৈরি করার অধিকার নেই। তিনি অমুখাপেক্ষী, কিন্তু সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি যাকে ইচ্ছা দয়া করেন। তিনি ন্যায়পরায়ন, কারও প্রতি ন্যূনতমও জুলুম করেন না। তিনিই সবকিছুর ফয়সালাকারী, কেউ-ই তাঁর ফয়সালা প্রতিহত করতে পারে না। গাইবের চাবিকাঠি সব তাঁর কাছে। তিনি ছাড়া কেউ গাইব জানে না। তিনি আরশে আছেন এবং পুরো সৃষ্টিজগত তাঁর ইলম ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাঁর কোনো পরিবার তথা স্ত্রী, বাবা-মা ও ছেলেমেয়ে নেই। তিনি এগুলো থেকে পুতঃপবিত্র। তিনি খাবার খান না, তন্দ্রা যান না, নিদ্রা যান না। তিনি স্থান, কাল, দিক, সীমা, দেহ, অঙ্গ ইত্যাদি থেকে পবিত্র। তিনি মাখলুকের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি থেকে পবিত্র। কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তাঁর সবকিছুই তাঁর শান মোতাবেক। আল্লাহর ব্যাপারে ওতটুকুই বলা যাবে, যতটুকু কুরআন ও সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে এসেছে। এর অতিরিক্ত কোনো কিছু বলা এবং এ নিয়ে বির্তক ও গভীর চিন্তায় মগ্ন হওয়া জায়িজ নেই।

দুই. ফেরেশতা সম্পর্কিত আকিদা

ফেরেশতারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা। আল্লাহ ছাড়া তাদের সংখ্যা কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা তাদের এমন শক্তি দিয়েছেন, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তাঁরা নুরের তৈরি। তাঁরা আমাদের মতো খান না, ঘুমান না। আল্লাহ তাঁদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর হুকুম মেনে চলেন, কখনো তাঁর অবাধ্য হন না। তাঁরা পুরুষও নন, নারীও নন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন চারজন। যথা : জিবরাইল আ., মিকাইল আ., ইসরাফিল আ. ও আজরাইল আ.। জিবরাইল আ. হলেন ফেরেশতাদের সরদার। তিনি আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি ওহি নিয়ে আসতেন। দুনিয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর আজাবের ক্ষেত্রেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। মিকাইল আ. মেঘ-বৃষ্টি ও আসমানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং মাখলুকের রিজিক পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। ইসরাফিল আ. আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করেন। তাঁর দৃষ্টির সামনেই রয়েছে লাওহে মাহফুজ। কিয়ামতের সময় তিনিই শিঙ্গায় ফুৎকার দেবেন। আজরাইল আ., যাকে কুরআন-সুন্নাহর ভাষায় ‘মালাকুল মওত’ বলা হয়, তিনি সব প্রাণীর রুহ কবজ করার দায়িত্বে আছেন।

তিন. আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কিত আকিদা

আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর নির্বাচিত বিশেষ বান্দা। তাঁরা সমগ্র মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ। তাঁরা সত্তাগতভাবে মানুষ ও মাটির তৈরি, কিন্তু তাঁদের অন্তর আল্লাহপ্রদত্ত নুরের দ্বারা আলোকিত। তাঁরা আল্লাহ ও বান্দাদের মাঝে সংযোগকারী। তাঁরা আল্লাহর বাণী মানুষকে পৌঁছে দিতেন। প্রথম নবি হলেন আদম আ. এবং সর্বশেষ নবি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবে না। নবিদের মধ্যে সবার সরদার ও শ্রেষ্ঠ হলেন শেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আম্বিয়ায়ে কিরাম সবাই নিস্পাপ। তাঁদের কোনো গুনাহ নেই। কখনো তাঁদের অনিচ্ছাকৃভাবে ইজতিহাদি ভুল হলে আল্লাহ তাআলা সাথেসাথে তা সংশোধন করে দিয়েছেন। তাঁদের ওপর অর্পিত আমানত তাঁরা যথাযথভাবে উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের থেকে প্রকাশিত মুজিজা সত্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বশরীরে মিরাজ সত্য।

চার. কিতাবসমূহ সম্পর্কিত আকিদা

আল্লাহর কিতাবসমূহ সত্য। এগুলো বিভিন্ন সময়ে নবিদের ওপর নাজিল হয়েছিল। মোট কিতাবের সংখ্যা একশ চারটি। এর মধ্যে চারটি হলো প্রধান। যথা : তাওরাত, জাবুর, ইনজিল ও কুরআন। প্রথম তিনটি পূর্বের যুগের নবিদের ওপর নাজিল হয়েছিল, যা পরবর্তী উম্মতেরা পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলেছে। আর কুরআন নাজিল হয়েছে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত

নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর, যা এখনও অবিকৃত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কেননা, এর হিফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। কুরআন আল্লাহর কালাম ও অবিনশ্বর সিফাত। এটাকে মাখলুক বা সৃষ্ট বলা যাবে না।

পাঁচ. মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত আকিদা

মৃত্যুর পর নেককার মুমিনদের রুহ ইল্লিয়্যিনে শান্তির সহিত থাকে এবং ফাসিক ও কাফিরদের রুহ সিজ্জিনে কষ্টের মধ্যে থাকে। কবরের আজাব বাস্তব ও সত্য। কবরে মুনকার নাকিরের সুওয়াল-জবাব সত্য। কবর হয় জান্নাতের এক টুকরো হবে না হয় জাহান্নামের একটা গর্ত। নির্ধারিত সময় পর কবর থেকে পুনরুত্থান সত্য। হিসাব-নিকাশ সত্য। পুলসিরাত সত্য। মিজান সত্য। ডান হাতে বা বাম হাতে আমলনামা পাওয়া সত্য। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা নেককারদের জান্নাতে দেবেন, কাফিরদের জাহান্নামে দেবেন এবং গুনাহগার মুমিনদের অনেককে ক্ষমা করে দেবেন এবং অনেককে জাহান্নামে দিয়ে তারপর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

ছয়. জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত আকিদা

জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহর দুটি সৃষ্টি, যা চিরস্থায়ী, কখনো ধ্বংস হবে না। জান্নাত চিরসুখের আবাসস্থল আর জাহান্নাম চিরকষ্টের আবাসস্থল। নেককার ও আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্তগণ জান্নাতে যাবে। তারা তা থেকে কোনোদিনও বের হবে না। আর জাহান্নামে কিছু গুনাহগার মুমিন ও সকল কাফির যাবে। তবে মুমিনরা নির্দিষ্ট এক সময় পর বের হয়ে আসবে, কিন্তু কাফিররা স্থায়ীভাবে থেকে যাবে। জান্নাতে সব ধরনের নিয়ামত থাকবে। কল্পনাতীত নাজ-নিয়ামতের ভরপুর থাকবে। সেখানে যা ইচ্ছা, তা-ই পাওয়া যাবে। জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো আল্লাহর দিদার। আর জাহান্নামে সব ধরনের কষ্ট থাকবে। এমন শাস্তি থাকবে, যা মানুষের কল্পনা থেকে অনেক অনেক দূরে।

সাত. সাহাবা সম্পর্কিত আকিদা

সাহাবায়ে কিরাম হলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। তাঁদের মর্যাদা পরবর্তী যে কারও থেকে অনেক বেশি। তাঁরা হলেন সত্যের মাপকাঠি। তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা সর্বজনবিদিত। তাঁদের মহব্বত করা ইমানের আলামত। তাঁদের গালি দেওয়া বা সমালোচনা করা নিফাকির আলামত। তাঁদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাঁদের কারও কারও থেকে কখনও গুনাহ প্রকাশ পেলেও তাঁর তাওবাও ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তাঁদের ব্যাপারে আমরা আশা রাখি, আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।সাহাবিদের মধ্যে চারজন হলেন শ্রেষ্ঠ। যথা : আবু বকর রা., উমর রা., উসমান রা. ও আলি রা.। তাঁদের খিলাফত হক ও নবুওয়াতের মানহাজের ওপর ছিল। সাহাবিদের মধ্যে দশজন ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি। যথা আবু বকর রা., উমর রা., উসমান রা. ও আলি রা., তালহা রা., জুবাইর রা., সাদ রা., সাইদ রা., আবু উবাইদা রা., আব্দুর রহমান বিন আউফ রা.।

আট. মুমিনদের সম্পর্কিত আকিদা

মুমিনদের ভালোবাসা ও তাদের সাথে হৃদ্যতা রাখা ইমানের বৈশিষ্ট্য। তাদের কল্যাণকামনা, সাহায্য-সহযোগিতা করা মুমিনের কর্তব্য। তাদের মধ্যে মর্যাদার মাপকাঠি হলো তাকওয়া। মুমিনদের থেকে কারামত প্রকাশ পাওয়া সত্য। তাদের থেকে সুস্পষ্ট কুফরি প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত শুধু গুনাহের কারণে কাউকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। কুফর ও শিরক না করলে যত বড় গুনাহগারই হোক না কেন, চিরস্থায়ী জাহান্নামি হবে না। মৃত নেককার মুমিনদের ব্যাপারে ক্ষমা পাওয়ার সুধারণা রাখতে হবে এবং গুনাহগারদের ব্যাপারে আজাবের আশঙ্কা রেখে ইসতিগফার করতে হবে, নিরাশ হওয়া যাবে না।

নয়. শাসকদের সম্পর্কিত আকিদা

শরিয়তের সীমার মধ্যে হলে মুসলিম খলিফা ও শাসকের আনুগত্য করা আবশ্যক। খলিফা জালিম ও ফাসিক হলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়িজ নেই। জালিম হলেও তাদের পেছনে নামাজ পড়তে হবে। তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হবে। ন্যায়পরায়ণ শাসকদের অন্তর থেকে ভালোবাসতে হবে এবং জালিমদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ রাখতে হবে। ইসলামি শাসকের হাতে বাইআতবিহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু সমতুল্য। কোনো যুগে আল্লাহর জমিনে খিলাফত না থাকলে সকলের জন্য তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করা আবশ্যক।

দশ. বিবিধ সম্পর্কিত আকিদা

কিয়ামতের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওজে কাওসার সত্য। তাঁর শাফাআত সত্য। মুসলামানদের মধ্যে হক জামাআতের বিরোধিতা করে বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়িজ নেই। ইমান আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও দৈহিক আমলের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। আন্তরিক বিশ্বাস না থাকলে তার ইমানের কোনো মূল্য নেই। আর আন্তরিক বিশ্বাস থাকার পর মৌখিক স্বীকৃতি না থাকলে পার্থিব জগতে সে কাফির বলেই গণ্য হবে। আর আখিরাতের বিষয়টি আল্লাহই ভালো জানেন। আর আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি থাকার পর আমল না থাকলে তাকে মুমিন বলা হলেও তার ইমান অসম্পূর্ণ বলা হবে। শরিয়তের উৎসমূল চারটি। যথা : কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। তন্মধ্যে প্রথম দুটি হলো প্রধান। আর পরের দুটি তার শাখা ও অনুগামী। কিয়ামতের আলামতসমূহ, যথা দাজ্জালের আবির্ভাব, ইসা আ.-এর অবতরণ, দাব্বাতুল আরজের বহির্গমন, ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়া, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ইত্যাকার বিষয় সত্য। গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করা যাবে না।[১৯]

তাওহিদ ও তার ব্যাখ্যা

একজন মুমিন বান্দার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাওহিদ। আর তাওহিদ শুধু মুখে কিছু বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এতে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা ছাড়া তাওহিদ পূর্ণ হয় না। যেগুলো জানা না থাকলে তাওহিদ নিখুঁত হয় না। অজান্তেই অনেক সময় এতে শিরক প্রবেশ করে; অথচ সে উপলব্ধিও করতে পারে না। তাই প্রতিটি মুমিনের জন্য বিশুদ্ধ তাওহিদ জানার কোনো বিকল্প নেই। আমরা সংক্ষিপ্ত এ পরিসরে তাওহিদের পরিচিতি ও তার প্রকারভেদ নিয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব।

তাওহিদের আভিধানিক অর্থ

তাওহিদ (التوحيد) বাবে তাফয়িল থেকে وَحَّدَ يُوَحِّدُ تَوْحِيْدًا এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ, এক বলে স্বীকৃতি প্রদান বা একত্রিতকরণ বা একত্ববাদ।[২০]

তাওহিদের পারিভাষিক অর্থ

إِفْرَادُ اللهِ سُبْحَانَهُ بِمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ الرُّبُوْبِيَّةِ وَالْأُلُوْهِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

'রুবুবিয়্যা, উলুহিয়্যা এবং আসমা ও সিফাতকে এককভাবে আল্লাহ তাআলার সাথেই নির্দিষ্টকরণ।'[২১]

অর্থাৎ রব হওয়া, মাবুদ হওয়া এবং উত্তম নাম ও গুণাবলি একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করাকে তাওহিদ বলে। এতে অন্য কারও অংশীদারত্ব নেই।

তাওহিদের প্রকারভেদ

তাওহিদের তিনটি প্রকার রয়েছে। যথা :

১. توحيد الربوبية - তাওহিদুর রুবুবিয়্যা।

২. توحيد الألوهية - তাওহিদুল উলুহিয়্যা।

৩. توحيد الأسماء والصفات - তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত।

---

১৯. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর এসব আকিদার অধিকাংশই এসেছে 'আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা' গ্রন্থটিতে। দেখুন : আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা : ১-৩৩ (আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.-এর 'আল-আকিদা' গ্রন্থটিতেও অনেক আকিদা বর্ণিত হয়েছে। দেখুন : আল-আকিদা, আহমাদ বিন হাম্বল : ১০১-১২৮ (দারু কুতাইবা, দিমাশক) এছাড়াও ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর 'আল-ফিকহুল আকবার ও 'আল-ফিকহুল আবসাত' গ্রন্থ দুটিতেও রয়েছে বেশ কিছু আকিদা। দেখুন : আল-ফিকহুল আকবার : ৫-১৬৭ (মাকতাবাতুল ফুরকার, আল-ইমারাতুল আরাবিয়্যা) আল-ফিকহুল আবসাত : ১২১-১৬৭ (মাকতাবাতুল ফুরকার, আল-ইমারাতুল আরাবিয়্যা)

২০. আল-মুজামুল অসিত : ২/১০১৬ (দারুদ দাওয়াহ, ইসকানদারিয়া)

২১. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি উসাইমিন : ৯/১ (দারুল ওয়াতন)

এক. তাওহিদুর রুবুবিয়্যা

তাওহিদুর রুবুবিয়্যা অর্থ, আল্লাহর সৃষ্টি, রাজত্ব ও পরিচালনা ইত্যাদি গুণাবলি একমাত্র তাঁর জন্যই সাব্যস্ত করা। এতে অন্য কাউকে শরিক না করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

'আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর কর্মবিধায়ক।'[২২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

'বলুন, হে রাজাধিরাজ আল্লাহ, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। সকল কল্যাণ তো আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর যাকে চান বিনা হিসাবে রিজিক দান করেন।'[২৩]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

'নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। তারপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। যাবতীয় বিষয় তিনিই পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করবে এমন সাধ্য কার? তিনিই আল্লাহ; তোমাদের রব। সুতরাং তাঁর ইবাদত করো। তবুও কি তোমরা চিন্তা (অনুধাবন) করবে না?'[২৪]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

'আল্লাহ তাআলা-ই আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা তো তা দেখতেই পাচ্ছ। এরপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়মাধীন করেছেন যে, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করতে থাকবে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারো।'[২৫]

---

২২. সুরা আজ-জুমার : ৬২

২৩. সুরা আলি ইমরান : ২৬-২৭

২৪. সুরা ইউনুস : ৩

২৫. সুরা আর-রাদ : ২

দুই. তাওহিদুল উলুহিয়্যা

তাওহিদুল উলুহিয়্যা অর্থ, কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়া। সুতরাং ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই হতে হবে। আর ইবাদত হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছুর আদেশ-নিষেধ করেছেন, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনুগত্য করা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইবাদতের সংজ্ঞায় বলেন :

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ: مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ

'আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় সকল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কথা এবং কাজের সমষ্টির নাম হলো ইবাদত।'[২৬]

তাওহিদুল উলুহিয়্যাকে 'তাওহিদুল ইবাদাহ'-ও বলা হয়। কেননা, 'উলুহিয়্যা' শব্দ থেকে নির্গত مألوه (মালুহ) এর অর্থ হলো معبود (মাবুদ) বা ইবাদতের উপযুক্ত। তাওহিদুল উলুহিয়্যা-ই হলো সেই তাওহিদ, যার দিকে সকল নবি-রাসুল আহ্বান করেছেন এবং যার জন্য আসমানি কিতাবসমূহ নাজিল হয়েছে। এটা 'তাওহিদুর রুবুবিয়্যা'-কেও অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, 'তাওহিদুল উলুহিয়্যা' হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, যার কোনো শরিক নেই। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে যার একত্ববাদ মেনে নেওয়া হয়, প্রকারান্তরে সৃষ্টি, রাজত্ব, পরিচালনা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তার একত্ববাদকে মেনে নেওয়া হয়। তাই এ দুটি প্রকারের মাঝে তাওহিদুল উলুহিয়্যা-ই হলো আসল ও মূল।

এই তাওহিদের হাকিকত হলো, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে কথায় বা কাজে তাঁর কোনো সৃষ্টিকে শরিক না করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করো না এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণ করো।'[২৭]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

'তোমার রব এটা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।'[২৮]

তিন. তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত

কোনো ধরনের تَحْرِيْفٌ (তাহরিফ) বা বিকৃতিসাধন, تَعْطِيْلٌ (তা'তিল) বা নিষ্ক্রিয়করণ تَكْيِيْفٌ বা ধরন নির্ধারণ এবং تَمْثِيْلٌ (তামসিল) বা সাদৃশ্য প্রদান ব্যতীত আল্লাহ তাআলার নামসমূহ ও গুণাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

'আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। উত্তম সব নাম তো তাঁরই।'[২৯]

২৬. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ১০/১৪৯ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)
২৭. সুরা আন-নিসা : ৩৬
২৮. সুরা বনি ইসরাইল : ২৩
২৯. সুরা তহা : ৮

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন :

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ - هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

‘তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি অসীম দয়াময় ও পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তিদাতা, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। ওরা (কাফিররা) যাদের শরিক স্থির করে আল্লাহ তাআলা তা হতে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ। সৃজনকর্তা, অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা, উত্তম সব নাম তো তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’[৩০]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

الْإِيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}. فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفُوَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مَصْدُوقُونَ؛ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ؛ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ: مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ.

‘আল্লাহর প্রতি ইমানের অংশ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে নিজের জন্য যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, সেগুলোর প্রতি কোনো ধরনের তাহরিফ (বিকৃতিসাধন), তাতিল (নিষ্ক্রিয়করণ), তাকয়িফ (ধরন নির্ধারণ) ও তামসিল (সাদৃশ্য প্রদান) ব্যতীত ইমান আনা। বরং বান্দাগণ বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তাআলা এমন মহান, “তার মতো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সুরা আশ-শুরা : ১১] সুতরাং আল্লাহ নিজের জন্য যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলো অস্বীকার করা যাবে না, আল্লাহর কালাম বিকৃত করা যাবে না, আল্লাহর নাম ও আয়াতসমূহের অপব্যাখ্যা করা যাবে না, তাঁর কোনো আকৃতি বর্ণনা করা যাবে না এবং তাঁর গুণাবলির সাথে মাখলুকের গুণাবলির কোনো তুলনা করা যাবে না। কেননা, আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, নেই কোনো অংশীদার। সৃষ্টির দ্বারা তাঁকে অনুমান করা যাবে না। কেননা, তিনিই নিজের ব্যাপারে এবং অন্যের ব্যাপারে সৃষ্টির চেয়ে অধিক জ্ঞাতা, অধিক সত্যবাদী এবং সর্বোত্তম বর্ণনাকারী। ওই ব্যক্তিরা এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহর ওপর এমন বিষয় আরোপ করে, যা তারা জানে না। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, “ওরা যা আরোপ করে, তোমার রব তা হতে পবিত্র, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলদের প্রতি। প্রশংসা সব জগতসমূহের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।” [সুরা আস-সাফফাত : ১৮০-১৮২] তো নবি-রাসুলের বিরোধীরা আল্লাহর জন্য যেসব গুণ আরোপ করে, আল্লাহ সেগুলো থেকে নিজেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং রাসুলদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করেছেন। কেননা, তাঁরা

---

৩০. সুরা আল-হাশর : ২২-২৪

যা বলেন, তা দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নাম ও গুণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচকের সমন্বয় সাধন করেছেন। সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর জন্য রাসুলদের আনীত হিদায়াত থেকে ফেরার কোনো অবকাশ নেই। কেননা, এটাই হলো সিরাতে মুসতাকিম বা সরল পথ; তাদের পথ, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—আম্বিয়ায়ে কিরাম, সিদ্দিকিনে কিরাম, শুহাদায়ে কিরাম ও সালিহিনের পথ।'[৩১]

বি.দ্র. : এ তিনটি প্রকারের পাশাপাশি ইদানীং অনেকের মুখে তাওহিদুল হাকিমিয়্যা নামে আরেকটি প্রকারের কথা শোনা যায়। এর মর্মার্থ হলো, আইন বা বিধান একমাত্র আল্লাহরই। এটা প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার কেবল তাঁরই। এতে বান্দার কোনো শিরকত থাকতে পারবে না। আল্লাহ আইন করে দেবেন, আর বান্দা তা বাস্তবায়ন করবে। আল্লাহর আইন বা বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন প্রণয়ন করা স্পষ্ট শিরক। তাই এটাও বিশুদ্ধ তাওহিদের জন্য অতিআবশ্যক একটি শর্ত। তবে আমাদের উলামায়ে সালাফ এটাকে তাওহিদের তিন প্রকার থেকে অতিরিক্ত একটি প্রকার হিসাবে উল্লেখ করেননি; বরং এটাকে তাওহিদুর রুবুবিয়্যা বা তাওহিদুল উলুহিয়্যার অন্তর্গত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ছাড়া যেহেতু অন্য কারও আইন প্রণয়ন করা, আদেশ করা, নিষেধ করা ও পরিচালনা করার অধিকার নেই, সে অর্থে এটা তাওহিদুর রুবুবিয়্যার অন্তর্ভুক্ত। আর এসব আইন মানা ও বাস্তবায়ন করা যেহেতু বান্দার দায়িত্ব; তাই এ অর্থে এটা তাওহিদুল উলুহিয়্যা বা তথা তাওহিদুল ইবাদার অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং তাওহিদের প্রকার তিনটিই থাকছে। এর জন্য আলাদা একটি প্রকার বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তবে কেউ বোঝার সুবিধার্থে বা গুরুত্বের বিচারে তাওহিদকে চার ভাগে বিভক্ত করলেও মৌলিক কোনো সমস্যা নেই। কেননা, মাসআলাই মূল, সংখ্যা নয়।

৩১. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ৩/১২৯-১৩০ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

তাওহিদ বা ইমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

অজু ভঙ্গের যেমন কিছু কারণ আছে, নামাজ ভঙ্গের যেমন কিছু কারণ আছে, ঠিক তেমনই ইমান বা তাওহিদ ভঙ্গেরও কিছু কারণ আছে। আফসোসের বিষয় হলো, অজু-নামাজ-রোজাসহ বিভিন্ন আমল ভঙ্গের কারণ আমরা জানলেও ইমান ভঙ্গের কারণগুলো আমরা জানি না। অথচ ইমানের পর এর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। কেননা, যে জিনিস যতটা দামি, তার রক্ষণাবেক্ষণ ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মুমিনের জন্য যেহেতু ইমানই সবচেয়ে দামি, তাই এটা বিনষ্ট হওয়ার কারণসমূহ জেনে তা থেকে ইমানকে রক্ষা করাটাও তার কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

ইমান ভঙ্গের কারণ কয়টি, এ নিয়ে সংখ্যাগত কিছু মতভিন্নতা দেখা যায়। মূলত এটা তেমন মৌলিক ভিন্নতা বুঝায় না; বরং গুরুত্বের বিচারে কেউ কমসংখ্যক কারণ উল্লেখ করেন আর কেউ একটু বিস্তারিত বলতে গিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। কারও আলোচনায় একটার মধ্যেই একাধিক কারণ চলে আসে, আবার কারও আলোচনায় প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা করে বিচার করা হয়। এ জন্যই মূলত সংখ্যাগতভাবে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। অবশ্য দুয়েকটি বিষয়ে মৌলিক মতভিন্নতাও রয়েছে। আমরা সব কারণ যাচাই-বাছাই করে, এতে পরিমার্জন ও পরিশোধন করে মোট দশটি কারণ নির্ণয় করেছি। এ দশটির মাঝেই ইমান ভঙ্গের মৌলিক সব কারণ চলে এসেছে। তাই এ কারণগুলো মুখস্ত করে সর্বদা মনে রাখলে ইমানের পরিচর্যা করা এবং তা বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে, ইনশাআল্লাহ।

এক. উলুহিয়্যার ক্ষেত্রে শিরক

উলুহিয়্যার ক্ষেত্রে শিরক হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পূজা করা বা কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা। এটা কুফর হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। গাইরুল্লাহর ইবাদত বা এতে বিশ্বাস করা মাত্রই ব্যক্তি কাফিরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

'বলুন, আমার নামাজ, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ জগতসমূহের রব একমাত্র আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। আর আমাকে এই আদেশই করা হয়েছে এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।'[৩২]

শাইখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন :

وَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، وَغَيْرِهِمْ فِيْ بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ، عَلَى أَنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَهُوَ كَافِرٌ، أَيْ: عَبَدَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ.

'চার মাজহাবের উলামায়ে কিরাম এবং অন্য সকলেই 'মুরতাদের হুকুম' অধ্যায়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদত করবে, চাই তা যে প্রকারের ইবাদতই হোক না কেন, সে কাফির।"'[৩৩]

দুই. রুবুবিয়্যার ক্ষেত্রে শিরক

রুবুবিয়্যার ক্ষেত্রে শিরক হলো, এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, সৃষ্টির কর্তৃত্বকারী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ। যেমনটি জাহিল সুফিগণ অনেক অলিদের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস রাখে যে, তাদের হাতে বিভিন্ন বিষয়ের কর্তৃত্ব এবং বিপদ দূর করার ক্ষমতা রয়েছে; অনুরূপ ইমামিয়া, ইসমাইলিয়া ও বাতিনি সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টিজগতে তাদের ইমামদের অদৃশ্য ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে। এসব বিশ্বাস শিরকপূর্ণ। কোনো মুমিন এমন বিশ্বাস রাখতে পারে না। কেউ এমন বিশ্বাস রাখলে তার ইমান বিনষ্ট হয়ে যাবে।

---

৩২. সুরা আল-আনআম : ১৬২-১৬৩

৩৩. তাইসিরু আজিজিল হামিদ : ১৮৮ (আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'আর আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যে তা দূর করবে। আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে এমন কেউ নেই, যে তাঁর অনুগ্রহ রদ করবে। তাঁর বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৩৪]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তিনি ব্যতীত কেউ তা প্রেরণ করতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৩৫]

আল্লাহ তাআলা অপর এক আয়াতে বলেন :

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ

'বলুন, তোমরা তাদের ডাকো, যাদের তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে ইলাহ মনে করো। ওরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে ওদের কোনো অংশ নেই আর ওদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়।'[৩৬]

তিন. দ্বীনের অকাট্য কোনো বিধানকে মিথ্যারোপ বা অস্বীকার করা

একজন মুমিনের জন্য দ্বীনের অকাট্য সব বিধানের ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান আবশ্যক। যদি কেউ দ্বীনের এমন কোনো বিষয়ে মিথ্যারোপ বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

'তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিশ্চয়ই অপরাধীরা সফলকাম হবে না।"[৩৭]

আল্লামা ইবনে আবুল ইজ হানাফি রহ. বলেন :

فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ أَظْهَرَ إِنْكَارَ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَالْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ كَافِرًا مُرْتَدًّا

'মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ নেই যে, কোনো ব্যক্তি যদি দ্বীনের অকাট্য ও সুস্পষ্ট ওয়াজিব বা হারাম বা এ জাতীয় কোনো বিধানকে অস্বীকার করে; তাহলে তাকে তাওবা করতে বলা হবে। সুতরাং তাওবা করলে তো ভালো; নতুবা তাকে কাফির ও মুরতাদ হিসাবে হত্যা করা হবে।'[৩৮]

---

৩৪. সুরা ইউনুস: ১০৭
৩৫. সুরা ফাতির: ২
৩৬. সুরা সাবা : ২২
৩৭. সুরা আল-আনআম : ২১
৩৮. শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা : ২/৪৩৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

'তারা (ইহুদিরা) অন্যায়ভাবে ও সীমালঙ্ঘন করে নির্দেশগুলো প্রত্যাখ্যান করল; যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতঃপর দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।'[৩৯]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ

'অবশ্যই আমি জানি, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চয়ই কষ্ট দেয়; কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং জালিমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে।'[৪০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যার ওপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে, সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হবে এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেবে, তাদের ওপর আপতিত হবে আল্লাহর গজব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।'[৪১]

চার. অকাট্য হারামকে হালাল বা অকাট্য হালালকে হারাম মনে করা

শরিয়তের হারামকে হারাম জানা আর হালালকে হালাল জানা ইমানের জন্য অন্যতম শর্ত। অতএব, কেউ যদি দ্বীনের প্রমাণিত কোনো হারামকে হালাল দাবি করে বা অন্তরে হালাল মনে করে কিংবা প্রমাণিত কোনো হালালকে হারাম দাবি করে বা অন্তরে হারাম বলে বিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

'যে সমস্ত আহলে কিতাব আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ইমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন—তা হারাম মানে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় করজোড়ে জিজিয়া প্রদান করে।'[৪২]

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. বর্ণনা করেন :

وَقَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ فَقَالَ لِي: يَا عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ: أَلْقِ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ. وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ بَرَاءَةٍ حَتَّى أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} [التوبة: ٣١] قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَمْ نَتَّخِذْهُمْ أَرْبَابًا، قَالَ: بَلَى، أَلَيْسَ يُحِلُّونَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَتُحِلُّونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: تِلْكَ عِبَادَتُهُمْ.

---

৩৯. সুরা আন-নামল : ১৪
৪০. সুরা আল-আনআম : ৩৩
৪১. সুরা আন-নাহল : ১০৬
৪২. সুরা আত-তাওবা : ২৯

‘আদি বিন হাতিম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গলায় ক্রুশ ঝুলানো অবস্থায় আমি একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, হে হাতিমপুত্র আদি, তোমার গলা থেকে এ মূর্তি ফেলে দাও। আমি যখন তাঁর নিকট পৌঁছলাম তখন তিনি সুরা তাওবা তিলাওয়াত করছিলেন।অতঃপর তিলাওয়াত করতে করতে যখন এ আয়াত اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ [তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে। [সুরা তাওবা : ৩১] পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তো তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করিনি! তিনি বললেন, হ্যাঁ করেছ; তোমাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছিল, তারা কি তা হালাল করেনি, যদ্দরুন তোমরাও তা হালাল বলে গ্রহণ করেছ? আর তোমাদের জন্য যা হালাল করা হয়েছিল, তারা কি তা হারাম করেনি, যদ্দরুন তোমরাও তা হারাম বলে গ্রহণ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এটাই ছিল তাদের ইবাদত ও উপাসনা।’[৪৩]

শাইখ সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন :

وَأَمَّا اسْتِحْلَالُ الْمُحَرَّمَاتِ الْمُجْمَعِ عَلَى حُرْمَتِهَا أَوْ بِالْعَكْسِ فَهُوَ كُفْرٌ اِعْتِقَادِيٌّ لِأَنَّهُ لَا يَجْحَدُ تَحْلِيْلَ مَا أَحَلَّ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَوْ تَحْرِيْمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا مُعَانِدٌ لِلْإِسْلَامِ مُمْتَنِعٌ مِنْ اِلْتِزَامِ الْأَحْكَامِ غَيْرِ قَابِلٍ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.

‘আর ঐকমত্যপূর্ণ হারামকে হালাল মনে করা বা এর উল্টো ঐকমত্যপূর্ণ হালালকে হারাম মনে করা কুফরে ইতিকাদি বা বিশ্বাসগত কুফর। কেননা, একমাত্র ইসলাম বিদ্বেষী, বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতা অস্বীকারকারী ও কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা অগ্রাহ্যকারীরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হালালকে হালাল আর হারামকে হারাম মানতে অস্বীকৃতি জানায়।’[৪৪]

পাঁচ. ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া

ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া অর্থ দ্বীনের ব্যাপারে বিমুখতা প্রদর্শন করা। এভাবে বলা যে, আমার সাথে আল্লাহ ও রাসুলের বা ইসলামের কোনো শত্রুতাও নেই আবার কোনো বন্ধুত্বও নেই। আমি সবার ক্ষেত্রে সমতায় বিশ্বাসী ও সব ধর্মকেই সমান মর্যাদার চোখে দেখি। এমন কথা বলা বা বিশ্বাস করা নিঃসন্দেহে কুফরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

‘তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ তাআলা যা অবতরণ করেছেন তার দিকে এবং রাসুলের দিকে এসো, তখন মুনাফিকদের তুমি দেখবে যে, তারা তোমার নিকট হতে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।’[৪৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ - وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ - وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ - أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

‘তারা বলে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করলাম। কিন্তু এরপর ওদের একদল বিমুখতা প্রদর্শন করে। ওরা নিশ্চিত মুমিন নয়। যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে

৪৩. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহ : ২/৯৭৫, হা. নং ১৮৬২ (দারু ইবনিল জাওজি, সৌদিআরব)
৪৪. আত-তাওজিহ আন তাওহিদিল খাল্লাক : ৯৮ (দারু তাইয়িবা, রিয়াদ)
৪৫. সুরা আন-নিসা : ৬১

নেয়। আর যদি তাদের প্রাপ্য থাকে, তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসুলের নিকট ছুটে আসে। তাদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে? না তারা সংশয় পোষণ করে? না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ওদের প্রতিও জুলুম করবেন? বরং ওরাই তো জালিম।'[৪৬]

ইমাম ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া রহ. বলেন :

وَأَمَّا كُفْرُ الْإِعْرَاضِ فَأَنْ يُعْرِضَ بِسَمْعِهِ وَقَلْبِهِ عَنِ الرَّسُولِ، لَا يُصَدِّقُهُ وَلَا يُكَذِّبُهُ، وَلَا يُوَالِيهِ وَلَا يُعَادِيهِ، وَلَا يُصْغِي إِلَى مَا جَاءَ بِهِ الْبَتَّةَ

'কুফরে ইরাজ বা বিমুখতামূলক কুফর হলো, কর্ণ ও অন্তর দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সত্যায়নও না করা, আবার শত্রুতাও না করা এবং তাঁর আনীত দ্বীনের প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রুক্ষেপ না করা।'[৪৭]

ছয়. দ্বীনের কোনো বিধান অপছন্দ করা বা এর প্রতি বিদ্বেষ রাখা

ইমান ঠিক থাকার জন্য দ্বীনের সকল বিধানের প্রতি নিঃশর্ত সন্তুষ্টি ও আনুগত্য প্রকাশ আবশ্যক। অতএব কেউ যদি দ্বীনের সুসাব্যস্ত কোনো বিধানের ব্যাপারে নাক ছিটকায় বা কোনো আইনের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহলে তা যত ছোট বিধান-ই হোক না কেন, এতে তার ইমান বিনষ্ট হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

'যারা কুফরি করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা যা অবতরণ করেছেন, ওরা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।'[৪৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. শরিয়তের যে কোনো বিধান অপছন্দ করাকে 'নাওয়াকিজুত তাওহিদ' বা তাওহিদ ভঙ্গকারী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ উল্লেখ করে বলেন :

لِأَنَّهُ يَعْتَرِفُ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ وَيُصَدِّقُ بِكُلِّ مَا يُصَدِّقُ بِهِ الْمُؤْمِنُوْنَ لَكِنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَبْغَضُهُ وَيَسْخَطُهُ لَعَدَمِ مُوَافَقَتِهِ لِمُرَادِهِ وَمُشْتَهَاهُ وَيَقُوْلُ: أَنَا لَا أُقِرُّ بِذَلِكَ وَلَا أَلْتَزِمُهُ وَأَبْغَضُ هَذَا الْحَقَّ وَأَنْفِرُ عَنْهُ فَهَذَا نَوْعٌ غَيْرُ النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَتَكْفِيْرُ هَذَا مَعْلُوْمٌ بَالْاِضْطِرَارِ مِنْ دِيْنِ الْإِسْلَامِ وَالْقُرْآنُ مَمْلُوْءٌ مِنْ تِكْفِيْرِ مِثْلِ هِذَا النَّوْعِ.

'কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রদানকৃত সকল সংবাদ স্বীকার করে, মুমিনরা যা সত্যায়ন করে, সেও তার সবই সত্যায়ন করে; এতদসত্ত্বেও তার প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার চাহিদা মোতাবেক না হওয়ার কারণে সে তা অপছন্দ করে, এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। তখন সে বলে, আমি এটার স্বীকৃতি দেবো না এবং আঁকড়ে ধরব না। আমি এই হকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি এবং এটাকে ঘৃণা করি। এটা প্রথম প্রকার-ভিন্ন আরেকটি প্রকার। এই ব্যক্তির কুফরি ইসলামের সুনিশ্চিত দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং পুরো কুরআনে এ প্রকারের কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির বলার বিষয়টি ভরপুর।'[৪৯]

সাত. আল্লাহ, রাসুল ও দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা গালি দেওয়া

আল্লাহ, রাসুল বা দ্বীনের বড় থেকে ছোট কোনো বিধানের ব্যাপারে যদি কেউ ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা তুচ্ছ জ্ঞান করে কিংবা আল্লাহ বা তাঁর রাসুলকে গালি দেয়, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে ইমান থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে।

---

৪৬. সুরা আন-নুর : ৪৭-৫০

৪৭. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৩৪৭ (দারুল কিতাবিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

৪৮. সুরা মুহাম্মাদ : ৮-৯

৪৯. আস-সারিমুল মাসলুল : ৫২২ (আল-হারাসুল অতনি, সৌদিআরব)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ - وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

'মুনাফিকরা আশঙ্কা করে এমন সুরা না আবার অবতীর্ণ হয়ে যায়, যা তাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দেবে। আপনি বলে দিন, তোমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকো। তোমরা যা আশঙ্কা করছ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন। আপনি তাদের প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই তারা বলবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসুলকে বিদ্রূপ করছিলে? ছলনা করো না, তোমরা ইমান আনার পর কুফরি করেছ। তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবো; এ জন্য যে, তারা ছিল অপরাধী।'[৫০]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

وَهَذَا نَصٌّ فِيْ أَنَّ الْاِسْتِهْزَاءَ بِاللهِ وَبِآيَاتِهِ وَبِرَسُوْلِهِ كُفْرٌ فَالسَّبُّ الْمَقْصُوْدُ بِطَرِيْقِ الْأُوْلَى

'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ কুফরি হওয়ার ব্যাপারে এই আয়াতটি সুস্পষ্ট। তাহলে গালি দেওয়ার ব্যাপারটি তো আর বলারই অপেক্ষা রাখে না।'[৫১]

তিনি আরও বলেন :

إِنَّ سَبَّ اللهِ أَوْ سَبَّ رِسُوْلِهِ كُفْرٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَسَوَاءٌ كَانَ السَّابُّ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ أَوْ كَانَ مُسْتَحِلًّا لَهُ أَوْ كَانَ ذَاهِلًا عَنْ اِعْتِقَادِهِ هَذَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ وَسَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ الْقَائِلِيْنَ بِأَنَّ الْإِيْمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ. وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُوْ يَعْقُوْبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ الْمَعْرُوْفُ بِابْنِ رَاهُوْيَهْ وَهُوَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ يَعْدِلُ بِالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ أَنَّ مَنْ سَبَّ اللهَ أَوْ سَبَّ رَسُوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ دَفَعَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ أَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِمَا أَنْزَلَ اللهُ.

'যদি কেউ আল্লাহ বা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গালি দেয়; তাহলে সে ভেতর-বাহির উভয় দিক থেকে কাফির হয়ে যাবে। চাই গালিদাতা এটা হারাম মনে করুক বা হালাল মনে করুক অথবা কোনো ধরনের বিশ্বাসই না রাখুক। এটাই ফুকাহায়ে কিরাম ও আহলুস সুন্নাহর মাজহাব, যারা এ কথার প্রবক্তা যে, ইমান হলো কথা ও কাজের নাম। ইমাম শাফিয়ি রহ. ও ইমাম আহমাদ রহ.-এর সমপর্যায়ভুক্ত প্রখ্যাত ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুইয়া রহ. বলেন, মুসলমানদের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ বা তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গালি দেবে, সে কাফির হয়ে যাবে; যদিও সে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা স্বীকার করে।'[৫২]

আট. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর কাছে প্রার্থনা করা

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নিকট সরাসরি কোনো কিছু প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট শিরক, যা মানুষের ইমান বিনষ্ট করে দেয়। যেমন : পির-আওলিয়ার কাছে সন্তান চাওয়া, কোনো কবরবাসীর কাছে বিপদ থেকে মুক্তি চাওয়া ইত্যাদি।

৫০. সুরা আত-তাওবা : ৬৪-৬৬
৫১. আস-সারিমুল মাসলুল : ৩১ (আল-হারাসুল অতনি, সৌদিআরব)
৫২. আস-সারিমুল মাসলুল : ৫১২ (আল-হারাসুল অতনি, সৌদিআরব)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ - وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও আহ্বান করো না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না। কারণ, এটা করলে তো তুমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোনো কষ্ট আরোপ করেন, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যে তা দূর করবে। আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে এমন কেউ নেই, যে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করবে। তাঁর বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[৫৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا

'আল্লাহর সাথে অপর কাউকে ডেকো না।'[৫৪]

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন :

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ

'সত্যের আহ্বান একমাত্র তাঁরই। আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা তাদের আহ্বানে কোনোই সাড়া প্রদান করে না।'[৫৫]

আল্লামা শাওকানি রহ. বলেন :

وَإِخْلَاصُ التَّوْحِيْدِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يَكُوْنَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لِلّٰهِ وِالنِّدَاءُ، وَالْإِسْتِغَاثَةُ، وَالرَّجَاءُ، وَاسْتِجْلَابُ الْخَيْرِ، وَاسْتِدْفَاعُ الشَّرِّ لَهُ وَمِنْهُ لَا لِغَيْرِهِ وَلَا مِنْ غِيْرِهِ.

'সমস্ত দুআ আল্লাহর জন্য হওয়ার আগ পর্যন্ত তাওহিদ খাঁটি হতে পারে না। আহ্বান, সাহায্য-প্রার্থনা, আশা-আকাঙ্খা, কল্যাণ চাওয়া এবং অকল্যাণ দূর করতে চাওয়া ইত্যাদি আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অন্যের জন্য নয়, অন্যের পক্ষ থেকেও নয়।'[৫৬]

তবে যেসব বিষয়ে আল্লাহ মাখলুককে সক্ষমতা দান করেছেন সেসব ক্ষেত্রে মাখলুককে মাধ্যম মনে করে তার সাহায্য চাওয়াতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন কেউ গর্তে পড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, ভাই, আমাকে বাঁচাও, আমাকে সাহায্য করো। এ ঘটনায় তাকে সাহায্য করার মতো শক্তি ও সামর্থ্য আল্লাহ মাখলুককে দান করেছেন, তাই এখানে অসিলা বা মাধ্যম হিসাবে মাখলুকের কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক হবে না। এভাবে দুনিয়ার অন্যান্য কাজে একে অপরের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া সম্পূর্ণরূপে জায়িজ। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ইজমা রয়েছে।

'আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা'-তে বলা হয়েছে :

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ لِدَفْعِ شَرٍّ، أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ مِمَّا يَمْلِكُهُ الْمَخْلُوقُ تَجُوزُ بِالْمَخْلُوقِينَ مُطْلَقًا، فَيُسْتَغَاثُ بِالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، وَالْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

'উলামায়ে কিরামের এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, মাখলুকের সাধ্যের মধ্যে হলে তার কাছে কোনো অনিষ্ট দূরীকরণ বা কোনো সুবিধা অর্জনের জন্য সাহায্য চাওয়া বৈধ; চাই সে যে মাখলুকই হোক না কেন। অতএব, মুসলিম বা কাফির, ভালো বা মন্দ সব ধরনের লোকের কাছেই সাহায্য চাওয়া যাবে।'[৫৭]

---

৫৩. সুরা ইউনুস : ১০৬-১০৭

৫৪. সুরা আল-জিন : ১৮

৫৫. সুরা আর-রাদ : ১৪

৫৬. আল-ফাতহুর রাব্বানি : ১/৩৩৮ (মাকতাবাতুল জাইলিল জাদিদ, সানআ)

৫৭. আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা : ৪/৩০ (অজারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যা, কুয়েত)

‘ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা’-তে এসেছে :

اَلْاِسْتِعَانَةُ بِالْحَيِّ الْحَاضِرِ الْقَادِرِ فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ جَائِزَةٌ، كَمَنِ اسْتَعَانَ بِشَخْصٍ فَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُقْرِضَهُ نُقُوْدًا أَوِ اسْتَعَانَ بِهِ فِيْ يَدِهِ أَوْ جَاهِهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ لِجَلْبِ حَقٍّ أَوْ دَفْعِ ظُلْمٍ.

‘জীবিত, উপস্থিত ও সক্ষম ব্যক্তির কাছে তার সাধ্যের মধ্যে সাহায্য চাওয়া বৈধ। যেমন, কেউ কোনো লোকের কাছে সহযোগিতার জন্য কিছু টাকা ঋণ চাইল অথবা বাদশার নিকট কোনো অধিকার আদায় বা জুলুম দূর করতে তার শক্তি বা প্রভাবের সাহায্য কামনা করল।’[৫৮]

বুঝা গেল, মাখলুকের কাছে কোনো কিছু চাইলেই তা ইমান বিনষ্টের কারণ হবে না; বরং দেখতে হবে, যা চাওয়া হচ্ছে তা মাখলুকের সাধ্যে আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে তা শিরক হবে না এবং এতে কোনো সমস্যাও হবে না। যেমন লেনদেন, চলাফেরা, উঠাবসাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরে সাহায্য চাওয়া। আর যদি তা বান্দার সাধ্যের বাইরে হয় তাহলে তা হবে শিরক এবং এর কারণে তার ইমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমন সরাসরি পিরের কাছেই সন্তান চাওয়া, মৃত ব্যক্তির কাছে বিপদআপদ থেকে মুক্তি চাওয়া ইত্যাদি।

নয়. আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন করা

যেসব ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিধান ও আইন রয়েছে, সেসব আইনের বিপরীত ভিন্ন কোনো আইন প্রণয়ন করা সুস্পষ্ট কুফরি। কেননা, এটা শরিয়তের সাথে সরাসরি যুদ্ধ ও বিদ্রোহের নামান্তর। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শরিয়তের বিরুদ্ধে এমন সরাসরি অবস্থান পরিষ্কার কুফরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

‘তাদের কি এমন কিছু শরিক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের এমন সব বিধান তৈরি করে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তাহলে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।’[৫৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

وَالْإِنْسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أَوْ بَدَّلَ الشَّرْعَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ كَانَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ

‘মানুষ যখন ঐকমত্যপূর্ণ হারামকে হালাল বানায় অথবা ঐকমত্যপূর্ণ হালালকে হারাম বানায় কিংবা ঐকমত্যপূর্ণ আইন পরিবর্তন করে, তখন সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যায়।’[৬০]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

৫৮. ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়িমা : ১/১৭৪ (রিয়াসাতু ইদারাতিল বুহুসিল ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা, রিয়াদ)
৫৯. সুরা আশ-শুরা : ২১
৬০. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ৩/২৬৭ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

'তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়। অথচ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।'[৬১]

শাইখ মুহাম্মাদ আমিন শানকিতি রহ. তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী ব্যক্তির কুফরি বর্ণনা করে বলেন :

وَمِنْ أَصْرَحِ الْأَدِلَّةِ فِي هَذَا: أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ بَيَّنَ أَنَّ مَنْ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى غَيْرِ مَا شَرَعَهُ اللهُ يَتَعَجَّبُ مِنْ زَعْمِهِمْ أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ دَعْوَاهُمُ الْإِيمَانَ مَعَ إِرَادَةِ التَّحَاكُمِ إِلَى الطَّاغُوتِ بَالِغَةٌ مِنَ الْكَذِبِ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْعَجَبُ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا [النساء: ٦٠]

'এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুস্পষ্ট দলিল হলো, যা আল্লাহ তাআলা সুরা নিসায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যারা আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইনে বিচার প্রার্থনা করে, তারা নিজেদের মুমিন দাবি করায় আল্লাহ তাআলা আশ্চর্যবোধ করেছেন। এটা কেবল এ জন্যই যে, তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করা সত্ত্বেও মৌখিকভাবে তাদের ইমানের দাবি এমন চূড়ান্ত পর্যায়ের মিথ্যাবাদিতা, যাতে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। আর তা রয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে- "তুমি কি তাদের দেখোনি, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়। অথচ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" [সুরা নিসা : ৬০]'[৬২]

আল্লামা সাদি রহ. বলেন :

يَعْجَبُ تَعَالَى عِبَادَهُ مِنْ حَالَةِ الْمُنَافِقِيْنَ. {الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ} مُؤْمِنُوْنَ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ وَبِمَا قَبْلَهُ، وَمَعَ هَذَا {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ} وَهُوَ كُلُّ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ شَرْعِ اللهِ فَهُوَ طَاغُوْتٌ. وَالْحَالُ أَنَّهُمْ {قد أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ هَذَا وَالْإِيْمَانَ؟ فَإِنَّ الْإِيْمَانَ يَقْتَضِي الْاِنْقِيَادَ لِشَرْعِ اللهِ وَتَحْكِيْمَهُ فِيْ كُلِّ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُوْرِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَاخْتَارَ حُكْمَ الطَّاغُوْتِ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَهُوَ كَاذِبٌ فِيْ ذَلِكَ.

'মুনাফিকদের অবস্থা অবলোকনে আল্লাহ তাআলা আশ্চর্যবোধ করেছেন যে, যারা রাসুলের আনীত এবং পূর্ববর্তী নবিদের আনীত কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করে, তবুও তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়! তাগুত হলো, প্রত্যেক ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা বিচার ফয়সালা করে। অথচ তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল তাগুতকে অস্বীকার করার। সুতরাং এটা আর ইমান কীভাবে একত্র হতে পারে? কেননা, ইমানের দাবি হলো, আল্লাহর আইনের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং সকল বিষয়ে আল্লাহকেই বিচারক ও বিধানদাতারূপে মেনে নেওয়া। সুতরাং যে নিজেকে মুমিন বলে দাবি করবে, আবার আল্লাহর হুকুমের ওপর তাগুতের হুকুমকে প্রাধান্য দেবে, সে ইমানের দাবিতে মিথ্যাবাদী।'[৬৩]

দশ. মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাগুতকে সাহায্য করা

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফির ও তাগুতকে সাহায্য-সহযোগিতা করা বা তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করার নামান্তর। আর যে কেউ মুমিনদের বিপরীত তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে ইমান থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে।

---

৬১. সুরা আন-নিসা : ৬০

৬২. আজওয়াউল বায়ান : ৩/২৫৯ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৬৩. তাফসিরুস সাদি : ১/১৮৪ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।'[৬৪]

ইমাম ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া রহ. বলেন :

أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ حَكَمَ - وَلَا أَحْسَنَ مِنْ حُكْمِهِ - أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَهُوَ مِنْهُمْ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١]، فَإِذَا كَانَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنْهُمْ بِنَصِّ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُمْ حُكْمُهُمْ،

'আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিয়েছেন—আর তাঁর চেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী কেউ নেই—যে ব্যক্তি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। (আল্লাহ তাআলা বলেন,) "তোমাদের মধ্য হতে যে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সুরা মায়িদা : ৫১] সুতরাং যখন কুরআনের ভাষ্যানুসারে কাফিরদের বন্ধুরা কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত বলে সাব্যস্ত হলো, তখন তাদের হুকুমও কাফিরদের মতোই হবে।'[৬৫]

শাইখ বিন বাজ রহ. বলেন :

وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ الْكُفَّارَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَسَاعَدَهُمْ عَلَيْهِمْ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ، فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ، كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

'উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের যেকোনো প্রকারে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, সেও তাদের মতো কাফির। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন- "হে ইমানদারগণ, তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।" [সুরা মায়িদা : ৫১] তিনি আরও বলেন- "হে ইমানদারগণ, তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ইমান অপেক্ষা কুফরকে ভালোবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী।" [সুরা আত-তাওবা : ২৩]'[৬৬]

৬৪. সুরা আল-মায়িদা : ৫১

৬৫. আহকামু আহলিজ জিম্মাহ : ১/১৯৫ (রামাদি, দাম্মাম)

৬৬. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি বাজ : ১/২৬৯ (মুহাম্মাদ বিন সাদ আশ-শুওয়াইয়ির কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত)

আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা

কোনো সন্দেহ নেই যে, 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' ইমানের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ ব্যাপারে কারও আকিদা বিশুদ্ধ না থাকলে তার ইমানই বিশুদ্ধ হবে না; তার ইমানের ভেতর কুফরের অনুপ্রবেশ ঘটে তা বিনষ্ট করে দেবে। এটি এমনই একটি আকিদা, যা ইসলামের মৌলিক ভিত্তি তৈরি করে, সঠিক পথ চিহ্নিত করে এবং ইমান ও কুফরের মাঝে চিরস্থায়ী দেয়াল গড়ে তোলে। তাই বলা হয়, যার 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আকিদা ঠিক আছে, তার ইমানও ঠিক আছে; আর যার এ আকিদা নেই বা থাকলেও বিশুদ্ধ নেই, তার ইমানও সঠিক নয়। অতএব কোনো মুমিনের জন্যই এ থেকে উদাসীন থাকার সুযোগ নেই। এটাকে পরিপূর্ণভাবে জেনেবুঝে অন্তরে স্থাপন করতে হবে। কেননা, এর ভিত্তিতেই ইমান থেকে কুফর এবং কুফর থেকে ইমান আলাদা করা হয়। কুরআন-সুন্নাহয় এ ব্যাপারে অসংখ্য নস রয়েছে। কিন্তু অলসতাবশত আমরা এসব থেকে দূরে সরে আছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ.

'তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশক্রুতা থাকবে।'[৬৭]

ইমাম তাবারি রহ. বলেন :

وَقَوْلُهُ: {كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة: ٤] يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مُخْبِرًا عَنْ قِيلِ أَنْبِيَائِهِ لِقَوْمِهِمُ الْكَفَرَةِ: كَفَرْنَا بِكُمْ، أَنْكَرْنَا مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ بِاللهِ وَجَحَدْنَا عِبَادَتَكُمْ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْ تَكُونَ حَقًّا، وَظَهَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا عَلَى كُفْرِكُمْ بِاللهِ، وَعِبَادَتِكُمْ مَا سِوَاهُ، وَلَا صُلْحَ بَيْنَنَا وَلَا هَوَادَةَ، {حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ} [الممتحنة: ٤] يَقُولُ: حَتَّى تُصَدِّقُوا بِاللهِ وَحْدَهُ، فَتُوَحِّدُوهُ، وَتُفْرِدُوهُ بِالْعِبَادَةِ.

'আর আল্লাহর বাণী "আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশক্রুতা থাকবে" আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. কর্তৃক কাফির সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলা কথাটি উল্লেখ করে আল্লাহ বলছেন, আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম, আল্লাহর সাথে তোমাদের কুফরি আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যার উপাসনা করছ, আমরা তা সত্য হওয়াকে অস্বীকৃতি জানালাম। আর তোমাদের আল্লাহকে অস্বীকার করা ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যের ইবাদত করার কারণে আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে চিরশক্রুতা ও বৈরিতা সৃষ্টি হলো। আমাদের মাঝে কোনো আপস ও নমনীয়তা নেই। "তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা পর্যন্ত।" অর্থাৎ তিনি বলছেন, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহকে অন্তর থেকে সত্যায়ন করে তাঁর একত্ববাদ মেনে নেবে এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, ততক্ষণ আমাদের মাঝে এ বৈরিতা ও শক্রুতা থাকবে।'[৬৮]

৬৭. সুরা আল-মুমতাহিনা : ৪

৬৮. তাফসিরুত তাবারি : ২৩/৩১৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

فَصْلٌ: فِي الْوِلَايَةِ وَالْعَدَاوَةِ. فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءُ اللهِ وَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ؛ وَالْكُفَّارُ أَعْدَاءُ اللهِ وَأَعْدَاءُ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَدْ أَوْجَبَ الْمُوَالَاةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِيمَانِ وَنَهَى عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيَّنَ حَالَ الْمُنَافِقِينَ فِي مُوَالَاةِ الْكَافِرِينَ.

'বন্ধুত্ব ও শত্রুতা অধ্যায় : নিশ্চয় মুমিনগণ আল্লাহর বন্ধু এবং তারা নিজেদের মধ্যেও পরস্পর বন্ধু। আর কাফিররা আল্লাহরও শত্রু, মুমিনদেরও শত্রু। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব আবশ্যক করেছেন এবং স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে, এটি ইমানের আবশ্যকীয় শর্ত। আর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুমিনদের মাঝে এটা থাকবে না। অন্যদিকে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব হলো মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ তাআলা সেটাও পরিষ্কার করে দিয়েছেন।'[৬৯]

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ আকিদাটি আজ মুসলিম সমাজে বিলুপ্তপ্রায়। সাধারণরা তো দূরে থাক, বর্তমানের অনেক আলিমও এ সম্বন্ধে ভালো ধারণা রাখে না। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে জড়িয়ে আছে ইমানের মতো মহামূল্যবান সম্পদ থাকা ও না থাকার প্রশ্ন। তাই এ অধ্যায়ে আমরা 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর সামগ্রিক দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আভিধানিক অর্থ

'الولاء (আল-ওয়ালা) শব্দটি وَلِيَ এর মাসদার। এর অর্থ মৈত্রী, বন্ধুত্ব, নৈকট্য, সাহায্য ইত্যাদি। যেমন 'আল-মুনজিদ'-এ বলা হয়েছে :

الوَلَاءُ : اَلْمَحَبَّةُ وَالصَّدَاقَةُ، اَلْقُرْبُ وَالْقَرَابَةُ، اَلنَّصْرَةُ، اَلْمِلْكُ، مِيْرَاثٌ يَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأُ بِسَبَبِ عِتْقِ شَخْصٍ فِيْ مِلْكِهِ أَوْ بِسَبَبِ عَقْدِ الْمُوَالَاةِ.

'الولاء (আল-ওয়ালা) অর্থ : হৃদ্যতা, সততা, নৈকট্য, সাহায্য, মালিকানা, নিজ মালিকানাধীন দাসমুক্তি বা মুওয়ালাত চুক্তির ভিত্তিতে প্রাপ্ত মিরাস।'[৭০]

এটি তিন হরফবিশিষ্ট এমন একটি শব্দ, যা থেকে গঠিত সকল শব্দেই নিকটবর্তিতার অর্থ পাওয়া যায়। যেমন 'মাকায়িসুল লুগাত'-এ বলা হয়েছে :

(وَلِيَ) الْوَاوُ وَاللَّامُ وَالْيَاءُ: أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قُرْبٍ. مِنْ ذَلِكَ الْوَلْيُ: الْقُرْبُ. يُقَالُ: تَبَاعَدَ بَعْدَ وَلْيٍ، أَيْ قُرْبٍ. وَجَلَسَ مِمَّا يَلِينِي، أَيْ يُقَارِبُنِي. وَالْوَلِيُّ: الْمَطَرُ يَجِيءُ بَعْدَ الْوَسْمِيِّ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلِي الْوَسْمِيَّ .وَمِنَ الْبَابِ الْمَوْلَى: الْمُعْتِقُ وَالْمُعْتَقُ، وَالصَّاحِبُ، وَالْحَلِيفُ، وَابْنُ الْعَمِّ، وَالنَّاصِرُ، وَالْجَارُ؛ كُلُّ هَؤُلَاءِ مِنَ الْوَلْيِ وَهُوَ الْقُرْبُ.

'وَلِيَ শব্দটি و (ওয়া), ل (লাম) ও ي (ইয়া) যোগে গঠিত। এটি একটি বিশুদ্ধ উৎস, যা নিকটবর্তিতার অর্থ বুঝায়। এ থেকে একটি শব্দ হলো, الْوَلْيُ যার অর্থ নিকটবর্তী হওয়া। বলা হয়, تَبَاعَدَ بَعْدَ وَلْيٍ অর্থাৎ নিকটবর্তী হওয়ার পর সে দূরে চলে গেছে। جَلَسَ مِمَّا يَلِينِي অর্থাৎ আমার নিকটবর্তী স্থানে সে বসল। الْوَلِيُّ অর্থ বসন্তকালের প্রথম বৃষ্টির পরের বৃষ্টি। এটাকে এ জন্যই الْوَلِيُّ বলা হয় যে, তা বসন্তকালের প্রথম বৃষ্টির পরপরই আসে। এ জাতীয় আরেকটি শব্দ হলো, الْمَوْلَى যার অর্থ : মুক্তকারী মনিব, মুক্ত দাস, সঙ্গী, মৈত্রীবদ্ধ, চাচাতো ভাই, সাহায্যকারী, প্রতিবেশী। এর সবগুলোতেই রয়েছে নিকটবর্তিতার অর্থ।'[৭১]

৬৯. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ২৮/১৯০ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)
৭০. আল-মুনজিদ : ৯১৯ (আল-মাতবাআতুল কাসুলিকিয়্যা, বৈরুত)
৭১. মাকায়িসুল লুগাত : ৬/১৪১ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

আর اَلْبَرَاءُ (আল-বারা) শব্দটির অর্থ হলো, নিষ্কৃতি, দায়মুক্তি, অব্যাহতি, দূরত্ব ইত্যাদি। যেমন 'আল-মুজামুল অসিত'-এ এসেছে :

(برِئ) الْمَرِيْضُ بَرْءً وَبُرُوْءً شَفِي وَتَخَلَّصَ مِمَّا بِهِ وَمِنْ فُلَانٍ بَرَاءَة تبَاعَدَ وَتَخَلَّى عَنْهُ وَمِنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْبِ وَالتُّهْمَةِ خَلَصَ وَخَلا.

'بَرِئَ الْمَرِيْضُ অর্থ : সে সুস্থ হলো, তার আপদ থেকে সে মুক্তি পেল। بَرِئَ مِنْ فُلَانٍ অর্থ : অমুকের থেকে সে দূরে সরে গেল, তার থেকে সে অব্যাহতি পেল। بَرِئَ مِنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْبِ وَالتُّهْمَةِ অর্থ : দ্বীন, দোষ ও অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি ও অব্যাহতি পেল।'[৭২]

ইবনে মানজুর রহ. 'লিসানুল আরব'-এ বলেন :

ابنُ الأَعرابِي: بَرِئَ إِذا تَخَلَّصَ، وبَرِئَ إِذا تَنَزَّهَ وتباعَدَ، وبَرِئَ، إِذا أَعْذَرَ وأَنذَرَ... ابْنُ الأَعرابِي: البَرِيءُ: المُتَفصِّي مِنَ القَبائح، المُتَنَجِّي عَنِ الْبَاطِلِ والكَذِبِ، البعِيدُ مِن التُّهم، النَّقِيُّ القَلْبِ مِنَ الشِّرك.

'ইবনুল আ'রাবি রহ. বলেন, بَرِئَ অর্থ সে মুক্তি বা নিষ্কৃতি পেল। بَرِئَ অর্থ : সে মুক্ত থাকল ও দূরে গেল। بَرِئَ অর্থ : অব্যাহতি দিল ও সতর্ক করল। ...ইবনুল আ'রাবি রহ. বলেন, البَرِيءُ অর্থ : মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজসমূহ থেকে মুক্ত, ভ্রান্তি ও মিথ্যা থেকে নিষ্কৃতি লাভকারী, অপবাদসমূহ থেকে দূরবর্তী, শিরক থেকে পবিত্র হৃদয়।'[৭৩]

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর পারিভাষিক অর্থ

কুরআন ও সুন্নাহর সকল নস সামনে রাখলে প্রতিভাত হয় যে, সামগ্রিকভাবে চারটি জিনিস হলো 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর মূল। যথা : 'আল-ওয়ালা' এর জন্য মূল হলো, হৃদ্যতা ও সাহায্য। আর 'আল-বারা' এর মূল হলো, বিদ্বেষ ও শত্রুতা।

অতএব, 'আল-ওয়ালা' এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে—আল্লাহ, তাঁর রাসুল, তাঁর দ্বীন ও অনুগত মুমিনদের ভালোবাসা এবং আল্লাহ, তাঁর রাসুল, তাঁর দ্বীন ও অনুগত মুমিনদের সাহায্য করা।

আর 'আল-বারা' এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে—সকল প্রকার তাগুতি আদর্শ ও কুফর-শিরকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা এবং বস্তুগত, আদর্শগত ও সত্তাগত সকল তাগুত ও কাফিরের সাথে শত্রুতা রাখা।

এ সংজ্ঞা থেকে আমরা পরোক্ষভাবে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর রুকনসমূহও জানতে পারলাম। সুতরাং 'আল-ওয়ালা' এর রুকন হলো, হৃদ্যতা ও সাহায্য এবং 'আল-বারা' এর রুকন হলো, বিদ্বেষ ও শত্রুতা। এখানে 'হৃদ্যতা ও সাহায্য' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমরা অন্তরে মুমিনদের প্রতি ভালোবাসা ও হৃদ্যতা রাখব, তাদের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক রাখব, কাফিরদের মোকাবেলায় আমরা সবাই মুসলমানদের সাহায্য করাকে আবশ্যক মনে করব এবং দ্বীনের যেকোনো প্রয়োজনে সাধ্যানুসারে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে কর্তব্য মনে করব। আর 'বিদ্বেষ ও শত্রুতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানবরচিত সকল কুফরি আইনের প্রতি চরম বিদ্বেষ রাখব, তাগুতের আদর্শের প্রতি ঘৃণা রাখব, শিরক-কুফরকে সর্বাত্মকভাবে পরিত্যাজ্য মনে করব, সকল কাফির ও তাগুতের সাথে অন্তরে চিরশত্রুতা পোষণ করব এবং তাদের সাথে শরিয়া অনুমোদিত প্রয়োজন ছাড়া সকল সম্পর্ক ছিন্ন করব।

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর প্রায়োগিক প্রকারভেদ

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' সবার সাথে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়; বরং মানুষভেদে এতে তারতম্য হবে। কারও সাথে পূর্ণ 'ওয়ালা', কারও সাথে পূর্ণ 'বারা' আর কারও সাথে উভয়টিই কমবেশ করে থাকবে। এ হিসাবে মানুষকে তিনভাবে ভাগ করা যায়। প্রতিটি মুমিনের জন্য এ তিন শ্রেণির মানুষ চিনে তার সাথে সে অনুপাতে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' বা মিত্রতা ও শত্রুতা রাখা আবশ্যক। এর অন্যথা হলে তার ইমানে সমস্যা সৃষ্টি হবে। তিনটি শ্রেণি হলো :

৭২. আল-মুজামুল অসিত : ১/৪৬ (দারুদ দাওয়াহ, ইসকানদারিয়া)

৭৩. লিসানুল আরব : ১/৩৩ (দারু সাদির, বৈরুত)

এক : নেককার ও সালিহ মুমিনশ্রেণি। সুতরাং এদের সাথে পূর্ণ 'ওয়ালা' রাখতে হবে। অন্তর থেকে তাদের ভালোবাসতে হবে। তাদের প্রতি নমনীয় হতে হবে, তাদের সাথে কোমল আচরণ করতে হবে এবং তাদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করার চেষ্টা করতে হবে।

দুই : তাগুত ও কাফিরসম্প্রদায়। অমুসলিম সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, সে যতই শান্তিপ্রিয় হওয়ার দাবি করুক না কেন, তাদের সাথে মুমিনের চিরশত্রুতা ও বিদ্বেষ রাখতে হবে। দ্বীনি বিষয়ে তাদের প্রতি নমনীয়ভাব দেখানো যাবে না। অন্তরে তাদের জন্য কোনো ভালোবাসা রাখা যাবে না। মুসলমানদের বিপরীতে তাদের ন্যূনতম সাহায্য-সহযোগিতাও করা যাবে না। এক কথায় তাদের সাথে পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তবে ইসলামি রাষ্ট্রে জিজিয়া-কর দিয়ে বসবাসরত অমুসলিমদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা জরুরি, অনুরূপ দারুল কুফরে বসবাসরত কাফিরদের সাথে বৈধ পার্থিব লেনদেন করারও অনুমতি আছে।

তিন : গুনাহগার ও ফাসিক মুমিনশ্রেণি। এদের পাপ ও গুনাহের হিসাবে 'ওয়ালা' ও 'বারা' এর মধ্যে কমবেশ হতে থাকবে। সুতরাং যার গুনাহ অধিক ও জঘন্য হবে তার সাথে 'ওয়ালা' এর তুলনায় 'বারা' অধিক থাকবে। আর যার গুনাহ স্বল্প ও হালকা হবে, তার প্রতি 'বারা' এর পরিমাণও কমে যাবে। যেমন : বিদআত, প্রকাশ্য কাবিরা গুনাহ, ইসলামি শিআর সংশ্লিষ্ট গুনাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে 'বারা' এর পরিমাণ বেশি থাকবে, আর সগিরা গুনাহ, অপ্রকাশ্য কাবিরা গুনাহ বা গুনাহের পর তাওবা করলে 'বারা' এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হবে। আর খালিস দিলে তাওবা করলে তো আর কোনো 'বারা'-ই রাখা যাবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা যেমন কুফর, শিরক থেকে মুমিনদের 'বারা' ঘোষণা দেওয়ার কথা বলেছেন, তেমনই গুনাহ ও ফিসকের প্রতিও মুমিনদের ঘৃণা সৃষ্টির কথা বলেছেন। তাই যারা বলে, 'বারা' শুধু কাফিরদের জন্যই খাস, তাদের কথা ঠিক নয়। বস্তুত গুনাহগারদের জন্যও 'বারা' আছে; যদিও তা কাফির-তাগুতদের 'বারা' এর মতো কঠিন নয়। উভয়ের মাঝে অবস্থাভেদে ও অপরাধের মাত্রা অনুসারে অনেক তারতম্য ও ফারাক রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ.

'তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।'[৭৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

'আর মহান হজের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে যে, নিশ্চয় মুশরিকদের থেকে আল্লাহ দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসুলও। অতএব, তোমরা যদি তাওবা করো, তাহলে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি মুখ ফিরাও, তবে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর কাফিরদের মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও।'[৭৫]

এ দুই আয়াতে কাফির ও তাগুতদের সাথে স্পষ্ট ভাষায় 'বারা' বা সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। তাই প্রতিটি মুমিনের জন্য অবশ্যকর্তব্য হলো, তারাও যেন সব কাফির ও তাগুত থেকে 'বারা' এর ঘোষণা দেয়।

---

৭৪. সুরা আল-মুমতাহিনা : ৪

৭৫. সুরা আত-তাওবা : ০৩

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

'আর তোমরা জেনে রাখো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসুল রয়েছেন। তিনি অনেক বিষয়ে তোমাদের কথা শুনলে তোমরাই কষ্ট পেতে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাছে ইমানকে প্রিয় করেছেন এবং সেটাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন। আর কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত।'[৭৬]

শরিয়তে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' থাকার দলিলসমূহ

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আকিদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমানের সাথে এর রয়েছে গভীর সম্পর্ক। কুরআন-সুন্নাহয় এর পক্ষে অসংখ্য দলিল রয়েছে। যদিও অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে গাফিল। আমরা এখানে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে সামান্য কয়েকটি দলিল উল্লেখ করছি।

এক. কুরআন থেকে দলিল :

'আল-ওয়ালা' এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ- وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনগণ; যাঁরা নামাজ কায়িম করে, জাকাত দেয় এবং বিনম্র হয়। আর যাঁরা আল্লাহ,তাঁর রাসুল ও মুমিনদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাঁরাই আল্লাহর দল এবং তাঁরাই বিজয়ী।'[৭৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, নামাজ কায়িম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। এদের ওপর আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৭৮]

ইমাম তাবারি রহ. বলেন :

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ، وَهُمُ الْمُصَدِّقُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَآيَاتِ كِتَابِهِ، فَإِنَّ صِفَتَهُمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَنْصَارُ بَعْضٍ وَأَعْوَانُهُمْ.

'আল্লাহ তাআলা বলছেন যে, আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীগণ, যারা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পরস্পর সাহায্যকারী ও সহযোগী।'[৭৯]

---

৭৬. সুরা আল-হুজুরাত : ০৭
৭৭. সুরা আল-মায়িদা : ৫৫-৫৬
৭৮. সুরা আত-তাওবা : ৭১
৭৯. তাফসিরুত তাবারি : ১৪/৩৪৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন :

لما ذكر تَعَالَى صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ الذَّمِيمَةَ عَطَفَ بِذِكْرِ صِفَاتِ المؤمنين المحمودة، فقال: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ أَيْ يَتَنَاصَرُونَ وَيَتَعَاضَدُونَ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَفِي الصَّحِيحِ أيضا : مثل الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

'মুনাফিকদের গর্হিত গুণাবলি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রশংসা ও গুণাবলি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "ইমানদার পুরুষেরা ও ইমানদার নারীরা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু।" অর্থাৎ তারা একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। যেমন সহিহ বুখারির হাদিসে এসেছে, "মুমিনগণ পরস্পর একটি প্রাসাদের ন্যায়, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙুলগুলো অপর হাতের আঙুলে প্রবেশ করালেন।" [সহিহুল বুখারি : ৪৮১] বুখারির অন্য একটি বর্ণনায় আরও এসেছে, "পরস্পর মহব্বত, দয়া ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মুমিনদের উদাহরণ একটি দেহের ন্যায়। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার পুরো দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। [সহিহুল বুখারি : ৬০১১]"'[৮০]

আর 'আল-বারা' এর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ

'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টতার আশঙ্কা করো, তাহলে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর (শাস্তি) সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'[৮১]

ইমাম তাবারি রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَمَعْنَى ذَلِكَ: لَا تَتَّخِذُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارَ ظَهْرًا وَأَنْصَارًا، تُوَالُونَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، وَتُظَاهِرُونَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَدُلُّونَهُمْ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ؛ يَعْنِي بِذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ، وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ بِارْتِدَادِهِ عَنْ دِينِهِ، وَدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ

'এর অর্থ হচ্ছে, হে মুমিনগণ, তোমরা কাফিরদের সাহায্য ও সহায়তাকারীরূপে গ্রহণ করো না; এভাবে যে, তোমরা মুমিনদের বাদ দিয়ে তাদেরকে তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ভালোবাসবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে, মুমিনদের দুর্বলতা তাদের নিকট প্রকাশ করবে। কেননা, যে এ ধরনের কাজ করবে, সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ এসব কর্মের কারণে মুরতাদ হয়ে কুফরে প্রবেশ করায় তার সাথে আল্লাহ তাআলার এবং আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।'[৮২]

---

৮০. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/১৫৩-১৫৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

৮১. সুরা আলি ইমরান : ২৮

৮২. তাফসিরুত তাবারি : ৬/৩১৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

দুই. হাদিস থেকে দলিল :

নুমান বিন বাশির রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى

'পরস্পর মহব্বত, দয়া ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে এক দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার পুরো দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে।'[৮৩]

আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

'মুমিনগণ পরস্পর একটি প্রাসাদের ন্যায়, যার একাংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে রাসুলুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙুলসমূহ অপর হাতের আঙুলসমূহে প্রবেশ করালেন।'[৮৪]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না মুমিন হবে। আর তোমরা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন বিষয় বলে দেবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তা হলো, তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাবে।'[৮৫]

আব্দুল্লাহ বিন জারির বাজালি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْتَرِطْ عَلَيَّ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالشَّرْطِ، قَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَنْصَحَ الْمُسْلِمَ، وَتَبْرَأَ مِنَ الْمُشْرِكِ.

'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার জন্য কিছু শর্ত বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করুন। কেননা, আপনিই শর্ত সম্পর্কে অধিক অবগত।" তিনি বললেন, "আমি তোমাকে এ শর্তের ওপর বাইআত করছি যে, আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক না করে তাঁর ইবাদত করবে, ফরজ নামাজ কায়িম করবে, ফরজ জাকাত আদায় করবে, মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করবে এবং মুশরিকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে।"'[৮৬]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 'এবং কাফিরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে।'[৮৭]

৮৩. সহিহুল বুখারি : ৮/১০, হা. নং ৬০১১ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৮৪. সহিহুল বুখারি : ১/১০৩, হা. নং ৪৮১ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
৮৫. সহিহু মুসলিম : ১/৭৪, হা. নং ৫৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
৮৬. মুসনাদু আহমাদ : ৩১/৫৫৯, হা. নং ১৯২৩৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।
৮৭. মুসনাদু আহমাদ : ৩১/৪৯১, হা. নং ১৯১৫৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

তিন. ইজমা থেকে দলিল :

বস্তুত, কুরআন-সুন্নাহয় 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আকিদার ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে এত বেশি দলিল-প্রমাণ এসেছে যে, এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো ফকিহ বা আলিম মতানৈক্য করেননি। উম্মাহর সবাই এক বাক্যে এ আকিদার আবশ্যকীয়তা ও তা ইমানের অংশ হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। কারও থেকে এ ব্যাপারে ভিন্ন কোনো মত পাওয়া যায়নি। তাই বলা যায়, এ বিষয়ে উম্মতের মাঝে প্রকৃত অর্থেই মৌন ইজমা হয়ে গেছে। একাধিক ফকিহের ভাষ্য থেকেও ইজমার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়।

যেমন ইমাম ইবনে হাজাম রহ. বলেন :

> وَصَحَّ أَنَّ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١] إِنَّمَا هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ بِأَنَّهُ كَافِرٌ مِنْ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ فَقَطْ - وَهَذَا حَقٌّ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ اثْنَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
>
> 'আর এটা বিশুদ্ধ কথা যে, আল্লাহ তাআলার বাণী "আর তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই একজন।" [সুরা আল-মায়িদা : ৫১] আয়াতটি তার বাহ্যিক অর্থে এসেছে যে, সে (কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী নামধারী মুসলমান) কাফিরদের মধ্য হতে একজন বলে গণ্য হবে। এটা এমন ধ্রুব সত্য, যাতে দুজন মুসলমান পরস্পর মতভেদ করতে পারে না।'[৮৮]

আর ইজমা হবে না-ই বা কেন, যেখানে আমরা প্রতি নামাজে সুরা ফাতিহার মধ্যে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের পথ ভিন্ন সরল পথের কামনা করি। কেননা, এ সুরায় উল্লিখিত الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ দ্বারা যে ইহুদি-খ্রিষ্টান উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে সকল মুফাসসিরের ইজমা রয়েছে। সুতরাং তাদের সাথে যে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তা সুরা ফাতিহার মধ্যেই পরোক্ষভাবে বলা আছে।

চার. কিয়াস[৮৯] বা যুক্তি থেকে দলিল

সুস্থ বিবেক ও বিশুদ্ধ যুক্তিও এ কথা বলে যে, 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আকিদা রাখা প্রতিটি মুমিনের জন্য ফরজ। কারণ, মানুষ যখন অনেক জিনিসের মাঝে কোনোটি শ্রেষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা বা বিশ্বাস রাখে, তখন সে নিজের জন্য নির্দিষ্ট সে জিনিসটিকেই বেছে নেবে। শুধু তাই নয়; বরং বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদেরও সে সেটিই নেওয়ার জন্য বলবে। কারণ, এখানে তার পূর্ণ বিশ্বাস কাজ করছে। সে জানে যে, এখানে জিনিসগুলোর মধ্যে ভালো-মন্দ আছে। সে নির্ভরযোগ্য কোনো মাধ্যমে যখন এর মধ্য হতে একটির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছে, তখন সে কেবল সেটিই নেওয়ার চিন্তা করবে এবং বাকিগুলো বর্জন করবে। একটিকেই কেবল সে ভালো বলবে, অন্যগুলোকে মন্দ বলবে। তার পরিচিত লোকদেরকেও সে একই আহবান জানাবে। 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপই। মুসলমানরা যখন নিশ্চিত সূত্রে জানতে পেরেছে যে, ইসলামই হলো একমাত্র সঠিক ধর্ম, তখন সে চূড়ান্তভাবে এ কথা বিশ্বাস করে নিয়েছে, ইসলাম ভিন্ন দুনিয়াতে যত ধর্ম বা দর্শন আছে সবই বাতিল। এ বিশ্বাসের আবশ্যকীয় দাবি হলো, এটিকে ভালো বলে প্রচার করবে। এ মতাদর্শীদের সাথে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক রাখবে। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলবে। পাশাপাশি এর বিপরীত সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের লোকদের এ সত্য পথে আসার আহবান করবে। আহ্বানে সাড়া না দিলে তাদের বাতিল ও ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করবে। তাদের বিশ্বাসের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে। আর যারা এ সত্য ও সঠিক বিশ্বাস না মেনে, এর সামনে মাথা নত না করে উল্টো পৃথিবী থেকে তা মূলোৎপাটন করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তাদেরকে সত্য ও কল্যাণের পথে বাধা মনে করে তাদের প্রধান শত্রু জ্ঞান করবে। অতঃপর সর্বাত্মকভাবে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি ব্যয় করে নত হতে তাদের বাধ্য করবে, না হয় নিশ্চিহ্ন করে দেবে। যুক্তির নিরিখে এটাই সঠিক ও বিবেকগ্রাহ্য বলে প্রতিভাত হয়। এতে কোনো বিবেকবান দ্বিমত পোষণ করতে পারে না।

---

৮৮. আল-মুহাল্লা, ইবনু হাজাম : ১২/৩৩ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

৮৯. উল্লেখ্য যে, এখানে শরয়ি কিয়াস উদ্দেশ্য নয়, যা মুজতাহিদ ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন নস সামনে রেখে করে থাকেন; বরং আভিধানিক অর্থে এখানে কিয়াস বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক বিবেক ও সাধারণ যুক্তির আলোকে যা বুঝানো হয়ে থাকে।

এর বিপরীতে কাফিরদের মধ্যে কিছু উদারচিন্তার লোক আছে, যারা ভাবে যে, প্রত্যেকের চিন্তা-দর্শনই স্ব স্ব স্থানে ভালো ও সঠিক। অতএব, শুধু নিজের দর্শনকে বিশুদ্ধ আখ্যা দিয়ে অন্যদের চিন্তা-দর্শন ভুল বলা ঠিক নয়। এতে বরং অন্যের মতাদর্শের প্রতি অসম্মান জানানো হয়, যা ভদ্রতা ও শিষ্টাচার পরিপন্থী। অতএব, পৃথিবীতে সবাইকে সহাবস্থান করে একে অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে শান্তিতে বসবাস করা উচিত। মূলত যারা এমন কথা বলে, তারা উদারচিন্তার নয়; বরং তারা হলো সংশয়বাদী। তাদের কোনো চূড়ান্ত ধর্ম বা বিশ্বাসই নেই। তারা নিজেরাও জানে না যে, সে যে মতটি গ্রহণ করছে বা যে বিশ্বাস লালন করছে, তা আদৌ সঠিক বা চূড়ান্ত কি না। কারণ, তার কাছে তো নিশ্চিত কোনো দলিল নেই। আর তাই সে পৃথিবীর সবাইকে তার মতো করে ভাবতে থাকে। সে চিন্তা করে, আমারটার মতো সবারটাই বুঝি এমন সংশয়পূর্ণ। অন্যান্য সংশয়বাদীরাও তার কথায় সাড়া দেয়। তাদের বাতিল মতাদর্শের মাধ্যমে পৃথিবীতে কল্পিত এক শান্তি আনয়নের দাবি করে, যা কোনোদিনও বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। কীভাবেই বা হবে, তাদের তো নীতিমালা ও সংবিধানই ঠিক নেই! তাদের দর্শন ও চিন্তায় রয়েছে হাজারও ভুল। এ ভুল পথে কোনোদিনও পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না। এর বিপরীতে মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, ইসলামের বিধানই হলো চূড়ান্ত ও সঠিক। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। যখন নির্ভরযোগ্য সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, এটাই চূড়ান্ত পথ, তখন এ পথের পথিকদের অবশ্যই এ অধিকার আছে যে, এর বিপরীত সকল মত ও দর্শনকে বাতিল বলে ঘোষণা দেবে। তাদের এসব ভুল চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এসব মানবরচিত বিধিবিধানের প্রতি পূর্ণ বিদ্বেষ ও ঘৃণা রাখবে। কেননা, তারা এটা নিশ্চিত জানে যে, এগুলো ভুল ও মন্দ এবং মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে ক্ষতিকর। এগুলো সঠিক পথ ও মত প্রতিষ্ঠার পথে বাধা। তাই এসব বাধার বিপরীতে নিজেদের অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতা রাখতে হবে। এগুলো উৎখাত করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করতে হবে। এভাবেই চূড়ান্ত বিশ্বাস ও সংশয়পূর্ণ বিশ্বাসের মাঝে মৌলিক পার্থক্য থাকায় প্রকৃত শান্তিবাদী ও তথাকথিত শান্তিবাদীদের মাঝে অসামান্য পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আমাদের অনেক সাধারণ মুসলিম এ বিষয়গুলো সম্বন্ধে না জানায় কাফিরদের প্রচারিত প্রোপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে সবার সাথে এক নিয়মে চলতে চায়। পৃথিবীর সবাইকে শান্তিবাদী বলে ভাবতে ভালোবাসে। কাফির ও মুসলিম উভয়ের জন্য একই আচরণে বিশ্বাস করে। 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আকিদায় বিশ্বাসী মুসলিমদের গোড়া ও কট্টরপন্থী বলে গালিগালাজ করে। অথচ প্রকৃত সত্য থেকে তারা কত আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে! আল্লাহ তাদের হিদায়াত দিন এবং সঠিক বুঝ দান করুন।

'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ও তার বিধান

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মুমিনদের 'ওয়ালা' (হৃদ্যতা) শুধু মুমিনদের জন্যই, কাফিরদের এতে কোনো অংশ নেই। আর 'বারা' পূর্ণরূপে শুধু কাফিরদের জন্যই, মুমিনদের জন্য কখনো পূর্ণ 'বারা' (সম্পর্কচ্ছেদ) প্রয়োগ করা যাবে না। আর গুনাহগার হলে তার গুনাহের পরিমাণ ও মাত্রানুসারে আংশিক 'ওয়ালা' ও আংশিক 'বারা' রাখা হবে। 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর সাথে যেহেতু ইমানের মতো স্পর্শকাতর বিষয় জড়িত, তাই এর অপব্যবহার হলে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। কখনো তো এতে ইমানই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর কখনো ইমান তো ঠিক থাকবে, কিন্তু তা কাবিরা গুনাহ ও জঘন্য হারাম বলে বিবেচিত হবে। এখানে আমরা এমন তেরোটি বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

এক. কাফিরদের ধর্ম বা মতাদর্শের কারণে তাদের ভালোবাসা ও মিত্র হিসাবে গ্রহণ করা

এটা মূলত কুফরকেই ভালোবাসার নামান্তর। যেমন কেউ শয়তানকে তার শয়তানির কারণে ভালোবাসল বা কোনো তাগুতকে তাদের মানবরচিত কুফরি সংবিধানের কারণে পছন্দ করল অথবা তাদের ইসলামবিরোধী তথাকথিত সন্ত্রাসবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য ভালোবাসল, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করল, জোটবদ্ধ হলো, তাহলে এটা স্পষ্ট কুফর। এর কারণে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

'যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি গোষ্ঠী হয়।'[৯০]

---

৯০. সুরা আল-মুজাদালা : ২২

ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَى آخِرِهَا فِي أَبِي عُبَيْدَةَ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَرَّاحِ حِينَ قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ جُعِلَ الْأَمْرُ شُورَى بَعْدَهُ فِي أُولَئِكَ السِّتَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: وَلَوْ كَانَ أَبُو عبيدة حيا لاستخلفته. وقيل في قوله تعالى: وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ نَزَلَتْ فِي أَبِي عُبَيْدَةَ قَتَلَ أَبَاهُ يَوْمَ بَدْرٍ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ فِي الصِّدِّيقِ هَمَّ يَوْمَئِذٍ بِقَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ إِخْوانَهُمْ فِي مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَتَلَ أَخَاهُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَوْمَئِذٍ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ فِي عُمَرَ قَتَلَ قَرِيبًا لَهُ يَوْمَئِذٍ أَيْضًا، وَفِي حَمْزَةَ وَعَلِيٍّ وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَتَلُوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، فالله أَعْلَمُ.

'সাইদ বিন আব্দুল আজিজ রহ.-সহ প্রমুখের মতে আয়াতটি নাজিল হয়েছে আবু উবাইদা বিন আব্দুল্লাহ বিন জাররাহ রা.-এর ব্যাপারে, বদরের যুদ্ধে যখন তিনি তাঁর পিতাকে হত্যা করলেন। এ জন্যই উমর রা. তাঁর পরবর্তী খলিফা নিয়োগের জন্য ছয়জনের শুরা গঠনকালে বলেছিলেন, যদি আবু উবাইদা রা. বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমি তাঁকে খলিফা নিয়োগ করতাম। আর কারও মতে আল্লাহর বাণী- وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ "যদিও তারা তাদের পিতা হয়" নাজিল হয়েছে আবু উবায়দা রা.-এর ব্যাপারে, যিনি বদর যুদ্ধে তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। أَوْ أَبْنَاءَهُمْ "অথবা তাদের পুত্র হয়" নাজিল হয়েছে আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ব্যাপারে, যিনি সেদিন তাঁর পুত্র আব্দুর রহমানকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিলেন। أَوْ إِخْوَانَهُمْ "অথবা তাদের ভ্রাতা হয়" নাজিল হয়েছে মুসআব বিন উমাইর রা.-এর ব্যাপারে, যিনি সেদিন তাঁর ভাই উবাইদ বিন উমাইরকে হত্যা করেছিলেন। أَوْ عَشِيرَتَهُمْ "অথবা তাদের গোষ্ঠী হয়" নাজিল হয়েছে উমর রা.-এর ব্যাপারে, যিনি সেদিন তাঁর এক আত্মীয়কে হত্যা করেছিলেন এবং হামজা রা., আলি রা. ও উবাইদা বিন হারিস রা.-এর ব্যাপারে, যারা সেদিন উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদ বিন উতবাকে হত্যা করেছিলেন। আর আল্লাহ-ই সর্বজ্ঞ।[৯১]

ইবনে কাসির রহ. আরও বলেন :

قُلْتُ: وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ حِينَ اسْتَشَارَ رسول الله الْمُسْلِمِينَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ، فَأَشَارَ الصِّدِّيقُ بِأَنْ يُفَادُوا فَيَكُونُ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ قُوَّةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيْرَةُ، وَلَعَلَّ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَهْدِيَهُمْ، وَقَالَ عُمَرُ: أَرَى مَا أَرَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ هَل تُمَكِّنُنِيْ مِنْ فُلَانٍ قَرِيبٍ لِعُمَرَ فَأَقْتُلَهُ، وَتُمَكِّنُ عَلَيًّا مِنْ عَقِيلٍ وَتُمَكِّنُ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ لِيَعْلَمَ اللهُ أَنَّهُ لَيْسَتْ فِيْ قُلُوْبِنَا مَوَادَّةً لِلْمُشْرِكِيْن.

'আমার মতে, বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সাথে যে পরামর্শ করেছিলেন, সেই পরামর্শও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তখন আবু বকর রা. মুক্তিপণ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন; যেন সম্পদের মাধ্যমে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। বন্দীরা ছিল তাঁদের ভাই-বেরাদার ও আত্মীয়স্বজন। হতে পারে আল্লাহ তাআলা তাদের হিদায়াত দিয়ে দেবেন। উমর রা. বললেন, আবু বকর রা. যে মত ব্যক্ত করেছেন, এর সাথে আমি একমত নই। আপনি অমুককে (উমর রা.-এর আত্মীয়) আমার হাতে উঠিয়ে দিন, আমি তাকে হত্যা করি। আর আলি রা.-এর হাতে আকিলকে দিন। অমুকের হাতে অমুককে দিন। যাতে আল্লাহ তাআলা জানতে পারেন যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের জন্য কোনো সহানুভূতি নেই।'[৯২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

৯১. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/৮৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
৯২. প্রাগুক্ত

‘হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসুল ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখো। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাকো, তবে কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।’[৯৩]

ইবনে কাসির রহ. বলেন :

كَانَ سَبَبُ نُزُولِ صَدْرِ هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ قِصَّةَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ

‘পবিত্র এ সুরার প্রথমাংশ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল হাতিব বিন আবু বালতাআ রা.-এর ঘটনা।’[৯৪]

ঘটনাটি ইমাম আহমাদ রহ. সহিহ সনদে তাঁর মুসনাদে আলি রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। আলি রা. বলেন :

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا. فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ قُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ. قَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. قُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَقْلِبَنَّ الثِّيَابَ. قَالَ: فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَخَذْنَا الْكِتَابَ، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, জুবাইরকে ও মিকদাদকে পাঠিয়ে বললেন, এখনই রওয়ানা হয়ে রওজায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছে যাও। সেখানে একজন উষ্ট্রারোহী নারীকে পাবে, যার কাছে একটি চিঠি আছে। তার কাছ থেকে তা নিয়ে এসো। আমরা ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বেগে রওয়ানা হলাম এবং রওজায়ে খাখে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে সেই উষ্ট্রারোহী নারীকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, চিঠি বের করো। সে বলল, আমার কাছে কোনো চিঠি নেই। আমরা বললাম, হয় চিঠি বের করো, নয়তো আমরা কাপড় খুলে তল্লাশি করব। আলি রা. বলেন, তখন সে তার মাথার ঝুঁটি থেকে চিঠিটি বের করে দিল। আমরা চিঠি নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ফিরে এলাম। সেই চিঠিতে লেখা ছিল, “হাতিব বিন আবু বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকের প্রতি।” তাতে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিছু সিদ্ধান্তের ব্যাপার তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, হাতিব, এটা কী? তিনি বললেন, আমার ব্যাপারে জলদি কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশের ঘনিষ্ঠ ছিলাম, তবে আসল কুরাইশ ছিলাম না। আপনার সাথে যে সকল মুহাজির আছেন, মক্কায় তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা তাঁদের পরিবার-পরিজনকে সুরক্ষা দেয়। যেহেতু তাদের সাথে আমার কোনো বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাই আমি চাইছিলাম যে, পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর জন্য তাদের সাথে এমন সম্পর্ক করি। আমি কুফরি কিংবা আমার দ্বীন পরিত্যাগ করে এ কাজ করিনি আর ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও করিনি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই সে তোমাদের সত্য বলেছে। উমর রা. বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, এ মুনাফিকের

---

৯৩. সুরা আল-মুমতাহিনা : ০১

৯৪. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/১১১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

গর্দান উড়িয়ে দিই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বদরি সাহাবিদের ব্যাপারে অবগত রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, "তোমরা যা-ই ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"'[৯৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'হে ইমানদারগণ, তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ইমান অপেক্ষা কুফরকে ভালোবাসে, তবে তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করবে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী। বলুন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ করো—এসব তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।'[৯৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জালিমদের পথ প্রদর্শন করেন না।'[৯৭]

ইমাম তাবারি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَمَنْ يَتَوَلَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى دُونَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، يَقُولُ: فَإِنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ وَنَصَرَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ دِينِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا يَتَوَلَّى مُتَوَلٍّ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ بِهِ وَبِدِينِهِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ رَاضٍ، وَإِذَا رَضِيَهُ وَرَضِيَ دِينَهُ فَقَدْ عَادَى مَا خَالَفَهُ وَسَخِطَهُ، وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ

'যে মুসলমানদের বাদ দিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে, সে তাদের দ্বীন ও মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, কেউ কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে না, যতক্ষণ না সে উক্ত ব্যক্তির দ্বীন ও অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট হয়। আর যখন সে তার ওপর ও তার দ্বীনের ওপর সন্তুষ্ট হবে, তখন তার বিপরীত সে সবকিছুর ব্যাপারে বিরোধিতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং তার ওপর তার কাফির বন্ধুর বিধানই প্রযোজ্য হবে।'[৯৮]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

---

৯৫. মুসনাদু আহমাদ : ২/৩৭-৩৮, হা. নং ৬০০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।
৯৬. সুরা আত-তাওবা : ২৩-২৪
৯৭. সুরা আল-মায়িদা : ৫১
৯৮. তাফসিরুত তাবারি : ১০/৪০০, (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

'সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান ও সমস্ত মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হব।'[৯৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

'মুনাফিকদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি, যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয়। তারা কি তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে? অথচ যাবতীয় সম্মানই তো আল্লাহর।'[১০০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

'ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রদর্শিত পথই প্রকৃত পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন ওই জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে আল্লাহর কবল থেকে কেউ আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী থাকবে না।'[১০১]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ

'মুমিনগণ যেন মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টতার আশঙ্কা করো, তাহলে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর (শাস্তি) সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছেন। আর সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'[১০২]

ইমাম তাবারি রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَمَعْنَى ذَلِكَ: لَا تَتَّخِذُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارَ ظَهْرًا وَأَنْصَارًا، تُوَالُونَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ، وَتُظَاهِرُونَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَدُلُّونَهُمْ عَلَى عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ؛ يَعْنِي بِذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ، وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ بِارْتِدَادِهِ عَنْ دِينِهِ، وَدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ

'এর অর্থ হচ্ছে, হে মুমিনগণ, তোমরা কাফিরদের সাহায্য ও সহায়তাকারীরূপে গ্রহণ করো না—এভাবে যে, তোমরা মুমিনদের ব্যতিরেকে তাদেরকে তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ভালোবাসবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করবে, মুমিনদের দুর্বলতা তাদের নিকট প্রকাশ করবে। কেননা, যে এ ধরনের কাজ করবে সে আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ এসব কর্মের কারণে মুরতাদ হয়ে কুফরে প্রবেশ করায় তার সাথে আল্লাহ তাআলার এবং আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।'[১০৩]

---

৯৯. সহিহুল বুখারি : ১/২১, হা. নং ১৫ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
১০০. সুরা আন-নিসা: ১৩৮-১৩৯
১০১. সুরা আল-বাকারা : ১২০
১০২. সুরা আলি ইমরান : ২৮
১০৩. তাফসিরুত তাবারি : ৬/৩১৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাআলার বাণী "তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টতার আশঙ্কা করো, তাহলে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে।" এখান থেকে অনেকেই মনে করে, কাফিরদের পক্ষ থেকে নিজের ওপর কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করলে তাদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করা যাবে এবং তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে করা যাবে। অথচ এটা ভুল চিন্তা। তুকিয়ার অর্থ এ নয় যে, কাফিরদের সাথে তাদের সবকিছু হালাল হয়ে গেছে। বরং তুকিয়ার অর্থ হলো, মৌখিকভাবে তাদের সমর্থনের কথা প্রকাশ করা। কিন্তু কর্মগতভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিপরীতে তাদের কোনোরূপ সাহায্য করা কিছুতেই বৈধ হবে না, যদ্দরুন মুসলমানদের জান-মালের ক্ষতি হয়।

ইমাম ইবনে আবি হাতিম রহ. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করে বলেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً فَالتَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ مَنْ حُمِلَ عَلَى أَمْرٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ لِلّٰهِ فَيَتَكَلَّمَ بِهِ مَخَافَةَ النَّاسِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرَّهُ إِنَّمَا التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ.

'আল্লাহর বাণী "তবে তোমরা যদি তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করো।" এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মুখের মাধ্যমে তুকিয়া হলো, কাউকে আল্লাহর অবাধ্যতা জাতীয় কোনো কথা বলতে বলা হয়েছে, যদ্দরুন সে মানুষের ভয়ে সে কথা বলে ফেলে, কিন্তু তার অন্তর ইমানের ওপর অটল থাকে; তাহলে এতে তার কোনো গুনাহ হবে না। নিশ্চয়ই তুকিয়া শুধু মৌখিকভাবেই হয়ে থাকে।'[১০৪]

ইমাম ইবনে আবি হাতিম রহ. ইকরামা রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন :

عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً مَا لَمْ يَهْرِقْ دَمَ مُسْلِمٍ وَمَا لَمْ يَسْتَحِلَّ مَالَهُ.

'আল্লাহর বাণী "তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করো।" এর ব্যাখ্যায় ইকরামা রহ. বলেন, এ তুকিয়া (ভয় ও আশঙ্কাজনিত কাজের বৈধতা) ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক আছে, যতক্ষণ না সে কোনো মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করবে এবং তার ধন-সম্পদ হালাল করে নেবে।'[১০৫]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন :

وقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً أَيْ إِلَّا مَنْ خَافَ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ أَوِ الْأَوْقَاتِ مِنْ شَرِّهِمْ، فَلَهُ أَنْ يَتَّقِيَهُمْ بِظَاهِرِهِ لَا بِبَاطِنِهِ وَنِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ التَّقِيَّةُ بِالْعَمَلِ إِنَّمَا التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ، وَكَذَا رَوَاهُ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ، وَكَذَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَالضَّحَّاكُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ. وَيُؤَيِّدُ مَا قَالُوهُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ [النَّحْلِ: ١٠٦]. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ الْحَسَنُ: التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

'আল্লাহর বাণী "তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করো।" এর ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তি কোনো শহরে বা কোনো সময়ে কাফিরদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা করে, তাহলে তার জন্য অন্তর দিয়ে নয়; বরং বাহ্যিকভাবে কিছু প্রকাশ করে তাদের থেকে আত্মরক্ষা করার অবকাশ আছে। যেমনটি ইমাম বুখারি রহ. আবু দারদা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমরা কিছু লোকের সাথে দাঁত বের করে হাসি, অথচ আমাদের অন্তর তাদেরকে অভিশাপ দেয়। ইমাম সাওরি রহ. বলেন, ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, তুকিয়া কাজের মাধ্যমে নয়; বরং তা শুধু মুখ দিয়েই করা হয়। এমনিভাবে আওফা রহ. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তুকিয়া শুধু মুখ দিয়েই সংঘটিত হয়। এভাবে আবুল আলিয়া রহ., আবুশ শাসা রহ., জাহহাক রহ., রবি বিন আনাস রহ. এমন মতই ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা আল্লাহর এ বাণী সমর্থন করে, "যাকে (কুফরি করতে) বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার অন্তর ইমানের ওপর অটল থাকে, সে

১০৪. তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম : ২/৬২৯, হা. নং ৩৩৮১ (মাকতাবাতু নাজ্জার মুস্তাফা আল-বাজ, সৌদি আরব)
১০৫. তাফসিরু ইবনি আবি হাতিম : ২/৬২৯, হা. নং ৩৩৮০ (মাকতাবাতু নাজ্জার মুস্তাফা আল-বাজ, সৌদি আরব)

ব্যতীত যে কেউ ইমান আনার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য হৃদয়-মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের ওপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে এবং তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।" [সুরা আন-নাহল : ১০৬] ইমাম বুখারি রহ. বলেন, হাসান বসরি রহ. বলেছেন, তুকিয়ার বৈধতা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।'[১০৬]

মূলত তুকিয়ার করার জন্য উপযুক্ত হলো দুর্বল শ্রেণির মুসলমান, যারা কাফিরদের দেশ থেকে বের হওয়ার সামর্থ্য রাখে না বা এর কোনো উপায়-পদ্ধতি খুঁজে পায় না। এমতাবস্থায় তারা একান্ত বাধ্য হলে তুকিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করবে। অর্থাৎ তারা এ দুর্বল অবস্থায় জিহাদের মাধ্যমে কাফিরদের মূলোৎপাটন করতে সক্ষম না হওয়ায় নিজেদের জান-মাল ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়ে তুকিয়া করবে। এরাই হলো নিম্নে উল্লেখিত আয়াত দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

'কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্য হতে যারা অসহায়, যারা কোনো উপায় বের করতে পারে না এবং পথও জানে না, তাদের কথা ভিন্ন। এদের ব্যাপারে আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।'[১০৭]

তুকিয়া হলো এই ধরনের দুর্বল মুসলমানদের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু যারা কোনো কৌশল অবলম্বন কিংবা হিজরতের কোনো পথ বের করতে সক্ষম, তাদের জন্য যেহেতু কাফিরদের দেশে থাকার বৈধতা নেই, তাই মৌখিকভাবে হলেও তাদের জন্য কোনো কুফরি ও ইসলামবিরোধী কাজে সমর্থন দেওয়া জায়িজ হবে না।

দুই. কাফিরদের ভালো না বাসলেও তাদের ধর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ও তাদেরকে কাফির না বলা

সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ হলো, কাফিররা যে ধর্ম বা মতাদর্শের ওপর আছে, তা পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ঠিক মনে করা। যেমন : কেউ ভাবল যে, তাদের ধর্ম ঠিক আছে বা তারা সঠিক মতাদর্শের ওপর আছে বা ইসলামও সঠিক, অন্যগুলোও সঠিক বা সব ধর্মকে সমান মনে করল বা ধর্মরিপেক্ষতায় বিশ্বাস করল বা মুসলামানকে কাফিরের মতো মনে করল। কাফিরদের ধর্ম বা মতাদর্শের প্রতি এমন মনোভাব ও সন্তোষ থাকা পরিষ্কার কুফরি, যা ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

'নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসা সত্ত্বেও শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তবে (সে জেনে রাখুক,) আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'[১০৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনোই তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[১০৯]

---

১০৬. তাফসিরু ইবনি কাসির : ২/২৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

১০৭. সুরা আন-নিসা : ৯৮-৯৯

১০৮. সুরা আলি ইমরান : ১৯

১০৯. সুরা আলি ইমরান : ৮৫

আল্লাহ তাআলা ইমানের জন্য তাগুতকে অস্বীকারের শর্তারোপ করে বলেন :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'অতএব যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর ওপর ইমান আনবে, সে এমন সুদৃঢ় হাতল ধারণ করল, যা কখনো ভাঙবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।'[১১০]

উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফর। হাতিব বিন আবু বালতাআ রা.-এর ঘটনায়ও এ কথার সমর্থন মেলে, যখন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোপন অভিযানের কথা মক্কার লোকদের জানানোর জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পরে ওহির মাধ্যমে ঘটনা প্রকাশ পেলে হাতিব বিন আবু বালতাআ রা. এ বলে নিজের অপারগতা পেশ করেন :

لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ.

'আমার ব্যাপারে জলদি কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশের ঘনিষ্ঠ ছিলাম, তবে আসল কুরাইশ ছিলাম না। আপনার সাথে যে সকল মুহাজির আছেন, মক্কায় তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা তাঁদের পরিবার-পরিজনকে সুরক্ষা দেয়। যেহেতু তাদের সাথে আমার কোনো বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাই আমি চাইছিলাম যে, পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর জন্য তাদের সাথে এমন সম্পর্ক করি। আমি কুফরি কিংবা আমার দ্বীন পরিত্যাগ করে এ কাজ করিনি আর ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও করিনি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই সে তোমাদের সত্য বলেছে।'[১১১]

এ হাদিসে হাতিব রা.-এর উক্তি "আমি কুফরি কিংবা আমার দ্বীন পরিত্যাগ করে এ কাজ করিনি আর ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও করিনি।"—থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায়, কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফর। সাহাবি হাতিব রা. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, যদিও এমন করাটা আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে, কিন্তু এতে আমার অন্তরে দ্বীনত্যাগ বা কুফরের প্রতি সন্তুষ্টি ছিল না; বরং বিষয়টি পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এরপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ওজর মেনে নেন এবং শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকেন এ জন্য যে, তিনি ছিলেন বদরি সাহাবি, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যে ব্যক্তি ইমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরি করে, তবে সে নয়, যাকে কুফরি করতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার অন্তর ইমানের ওপর অটল থাকে; বরং যে ব্যক্তি কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তার ওপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।'[১১২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

১১০. সুরা আল-বাকারা : ২৫৬
১১১. মুসনাদু আহমাদ : ২/৩৭-৩৮, হা. নং ৬০০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।
১১২. সুরা আন-নাহল : ১০৬

‘আর যারা জুলুম করেছে, তাদের প্রতি তোমরা ঝুঁকে পড়ো না। অন্যথায় তোমাদের আগুন স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু নেই, অতঃপর তোমাদের কোনো সাহায্য করা হবে না।’[১১৩]

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন :

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تَرْكَنُوا) الرُّكُونُ حَقِيقَةٌ الِاسْتِنَادُ وَالِاعْتِمَادُ وَالسُّكُونُ إِلَى الشَّيْءِ وَالرِّضَا بِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: مَعْنَاهُ لَا تَوَدُّوهُمْ وَلَا تُطِيعُوهُمْ. ابْنُ جُرَيْجٍ: لَا تَمِيلُوا إِلَيْهِمْ. أَبُو الْعَالِيَةِ: لَا تَرْضَوْا أَعْمَالَهُمْ، وَكُلُّهُ مُتَقَارِبٌ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: الرُّكُونُ هُنَا الْإِدْهَانُ وَذَلِكَ أَلَّا يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ كُفْرَهُمْ.

‘আল্লাহর বাণী وَلَا تَرْكَنُوا “আর তোমরা ঝুঁকে পড়ো না।” الرُّكُونُ প্রকৃত অর্থে ভরসা করা, আস্থা রাখা, বস্তুর প্রতি নির্ভর করা ও তাতে সন্তুষ্ট থাকা। কাতাদা রহ. বলেন, এর অর্থ হলো, তোমরা তাদের সাথে হৃদ্যতা রেখো না এবং তাদের অনুসরণ করো না। ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, তোমরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না। আবুল আলিয়া রহ. বলেন, তাদের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হয়ো না। বস্তুত, এর সবগুলোই কাছাকাছি কথা। ইবনে জাইদ রহ. বলেন, এখানে الرُّكُونُ অর্থ নমনীয় হওয়া। আর তা হলো তাদের কুফরি অস্বীকার না করা।’[১১৪]

তিন. মুসলমানদের বিপরীতে কাফিরদের সামরিক বা আর্থিকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা

যদি কোনো মুসলিম কাফিরদের সাথে মিলে বা জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ জন্য যুদ্ধ করে যে, তারা মুসলিম কিংবা এ জন্য যে, তারা ইসলামের বিশেষ কোনো বিধান পালন করছে এবং তাদের জেতানোর জন্য সামরিক বা আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

‘যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়াতে অসহায় ছিলাম। তারা প্রত্যুত্তরে বলেন, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও পায় না, আল্লাহ অচিরেই তাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।’[১১৫]

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন :

الْمُرَادُ بِهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا وَأَظْهَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانَ بِهِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامُوا مَعَ قَوْمِهِمْ وَفُتِنَ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ فَافْتُتِنُوا، فَلَمَّا كَانَ أَمْرُ بَدْرٍ خَرَجَ مِنْهُمْ قَوْمٌ مَعَ الْكُفَّارِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ.

‘এখানে উদ্দেশ্য মক্কার ওই সব লোক, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ইমানও এনেছিল। অতঃপর যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করলেন, তখন তারা নিজেদের গোত্রের লোকদের সাথে রয়ে গেল। এদের মধ্যে অনেককে পরীক্ষায় ফেলা হলে তারা

---

১১৩. সুরা হুদ : ১১৩
১১৪. তাফসিরুল কুরতুবি : ৯/১০৮ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, বৈরুত)
১১৫. সুরা আন-নিসা : ৯৭-৯৯

ফিতনায় পড়ে গিয়েছিল। এরপর যখন বদর যুদ্ধের সময় হলো, তাদের মধ্য হতে একদল লোক কাফিরদের সাথে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করার জন্য) বের হলো। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।'[১১৬]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

'হে ইমানদারগণ, তোমরা মুসলমানদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি এমনটি করে আল্লাহর কাছে নিজেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য দলিল স্থাপন করতে চাও?'[১১৭]

ইমাম তাবারি রহ. উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

يَقُولُ لَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، لَا تُوَالُوا الْكُفَّارَ فَتُؤَازِرُوهُمْ مِنْ دُونِ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ وَدِينِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَكُونُوا كَمَنْ أَوْجَبَ لَهُ النَّارَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ.

'আল্লাহ তাআলা তাদের বলছেন, ওহে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনয়নকারী লোকসকল, তোমরা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তোমাদের স্বজাতি ও দ্বীনি ভাই মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করো না। যদি করো, তবে মুনাফিকদের মতো তোমাদের জন্যও জাহান্নাম অবধারিত হবে।"'[১১৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ.

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদের পথপ্রদর্শন করেন না। বস্তুত, যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, আপনি তাদের দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন; ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে। মুমিনগণ বলবে, এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।'[১১৯]

ইমাম তাবারি রহ. বলেন :

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا أَنْ يَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَنْصَارًا وَحُلَفَاءَ عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَنِ اتَّخَذَهُمْ نَصِيرًا وَحَلِيفًا وَوَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فِي التَّحَزُّبِ عَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْهُ بَرِيئَانِ.

'আমাদের মতে, এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সমস্ত মুমিনকে নিষেধ করেছেন, তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনয়নকারীদের বিরুদ্ধে গিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সাহায্যকারী ও মিত্র

১১৬. তাফসিরুল কুরতুবি : ৫/৩৪৫ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)

১১৭. সুরা আন-নিসা: ১৪৪

১১৮. তাফসিরুত তাবারি : ৯/৩৩৬ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

১১৯. সুরা আল-মায়িদা : ৫১-৫৩

না বানায়। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসুল ও মুমিনদের বাদ দিয়ে তাদেরকে মিত্র ও সাহায্যকারী বানাবে—সে আল্লাহ, রাসুল ও মুমিনদের বিরোধী শিবিরের লোক। আর আল্লাহ ও রাসুল তার থেকে মুক্ত।'[১২০]

ইবনে কাসির রহ. বলেন :

وقوله تعالى: فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَيْ شَكٌّ وَرَيْبٌ وَنِفَاقٌ، يُسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ، أَيْ يُبَادِرُوْنَ إِلَى مُوَالَاتِهِمْ وَمَوَدَّتِهِمْ فِي الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، يَقُولُونَ نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ أَيْ يَتَأَوَّلُونَ فِي مَوَدَّتِهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ أَنَّهُمْ يَخْشَوْنَ أَنْ يَقَعَ أَمْرٌ مِنْ ظَفْرِ الْكَافِرِيْنَ بِالْمُسْلِمِينَ، فَتَكُونُ لَهُمْ أَيَادٍ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَيَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ.

'আল্লাহর বাণী فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ "যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তাদের আপনি দেখবেন।" অর্থাৎ (যাদের অন্তরে) সন্দেহ, সংশয় ও কপটতা রয়েছে। يُسَارِعُونَ فِيهِمْ "দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে।" অর্থাৎ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে তাদের বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতার জন্য দৌড়ঝাঁপ করে। يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ "তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই।" অর্থাৎ তাদের বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতার কারণ ব্যাখ্যা করে বলে, তারা ভয় করছে যে, কাফিররা যদি মুসলমানদের ওপর বিজয় লাভ করে, তখন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাছে তাদের একটা অবস্থান হওয়ায় উপকৃত হবে।'[১২১]

আল্লাহ তাআলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.

'আপনি তাদের অনেককে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন। কতই না নিকৃষ্ট তাদের কৃতকর্ম। যে কারণে তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল শাস্তি পেতে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও নবির প্রতি এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত; তবে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।'[১২২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ- وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'যাঁরা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যাঁরা তাঁদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তাঁরা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ইমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তোমাদের জন্য তাদের অভিভাবকত্বের কোনো দায়িত্ব নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। অবশ্য যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নয়। বস্তুত, তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সেসবই দেখেন। আর যারা কাফির তারা একে অপরের বন্ধু। তোমরা যদি উক্ত ব্যবস্থা কার্যকর না করো,

১২০. তাফসিরুত তাবারি : ১০/৩৯৮ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)
১২১. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৩/১২০-১২১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
১২২. সুরা আল-মায়িদা : ৮০-৮১

তবে ফিতনা বিস্তার লাভ করবে এবং বড়ই বিপর্যয় দেখা দেবে। আর যাঁরা ইমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যাঁরা তাঁদের আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই হলো প্রকৃত মুমিন। তাঁদের জন্য রয়েছে, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। আর যাঁরা ইমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে মিলে জিহাদ করেছে, তাঁরাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে অবগত।'[১২৩]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন :

يَقُوْلُ تَعَالَى وَإِنِ اسْتَنْصَرَكُمْ هَؤُلَاءِ الْأَعْرَابُ، الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا فِي قِتَالٍ دِينِيٍّ عَلَى عَدُوٍّ لَهُمْ فَانْصُرُوهُمْ، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عليكم نَصْرُهُمْ، لِأَنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَنْصِرُوكُمْ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْكُفَّارِ، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَيْ مُهَادَنَةٌ إِلَى مُدَّةٍ، فَلَا تَخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَلَا تَنْقُضُوا أَيْمَانَكُمْ مَعَ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه.

'আল্লাহ তাআলা বলেন, وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ "তারা যদি তোমাদের সহায়তা কামনা করে।" যেসব লোক হিজরত করে কাফিরদের সঙ্গ নিয়ে যুদ্ধ করতে যায়নি, তারা যদি সাহায্য কামনা করে, তাদের সাহায্য করো। তাদের সাহায্য করা ওয়াজিব। কারণ, তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। তবে তারা যদি এমন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য চায়, যাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তখন তোমরা তোমাদের দায় ও চুক্তি ভঙ্গ করবে না। এটি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত।'[১২৪]

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন :

(وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ) يُرِيدُ إِنْ دَعَوْا هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ عَوْنَكُمْ بِنَفِيرٍ أَوْ مَالٍ لِاسْتِنْقَاذِهِمْ فَأَعِينُوهُمْ، فَذَلِكَ فَرْضٌ عَلَيْكُمْ فَلَا تخذلوهم. إِلَّا أَنْ يَسْتَنْصِرُوكُمْ عَلَى قَوْمٍ كُفَّارٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَلَا تَنْصُرُوهُمْ عَلَيْهِمْ، وَلَا تَنْقُضُوا الْعَهْدَ حَتَّى تَتِمَّ مُدَّتُهُ. ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أُسَرَاءَ مُسْتَضْعَفِينَ فَإِنَّ الْوَلَايَةَ مَعَهُمْ قَائِمَةٌ وَالنُّصْرَةَ لَهُمْ وَاجِبَةٌ، حَتَّى لَا تَبْقَى مِنَّا عَيْنٌ تَطْرِفُ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى اسْتِنْقَاذِهِمْ إِنْ كَانَ عَدَدُنَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ، أَوْ نَبْذُلُ جَمِيعَ أَمْوَالِنَا فِي اسْتِخْرَاجِهِمْ حَتَّى لَا يَبْقَى لِأَحَدٍ دِرْهَمٌ. كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَجَمِيعُ الْعُلَمَاءِ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، عَلَى مَا حَلَّ بِالْخَلْقِ فِي تَرْكِهِمْ إِخْوَانَهُمْ فِي أَسْرِ الْعَدُوِّ وَبِأَيْدِيهِمْ خَزَائِنُ الْأَمْوَالِ، وَفُضُولُ الْأَحْوَالِ وَالْقُدْرَةُ وَالْعَدَدُ وَالْقُوَّةُ وَالْجَلَدُ.

'আল্লাহর বাণী وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ "যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দারুল হারব থেকে হিজরত করতে অক্ষম মুমিনরা যদি তোমাদের কাছে সৈন্যপ্রেরণ বা সম্পদ সাহায্য চায়, তাহলে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। এটি তোমাদের ওপর ফরজ। অতএব, তোমরা তাদের নিরাশ করবে না। তবে তারা যদি এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করে, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি আছে, তখন সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবে এবং চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি ভঙ্গ করবে না। ইবনুল আরাবি রহ. বলেন, কিন্তু তারা (সাহায্য প্রার্থনাকারী মুমিনরা) যদি দুর্বল বন্দী হয় (তাহলে কাফিরদের সাথে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও বন্দীদের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা যাবে না)। কেননা, মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব অটুট রাখা এবং তাদের সাহায্য করা ওয়াজিব। এমনকি অভিযান চালিয়ে তাদের মুক্ত করার সম্ভাবনা থাকলে, তাদের মুক্ত করার জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে বা তাদের মুক্ত করতে টাকার প্রয়োজন হলে সব টাকা খরচ করে হলেও তাদের মুক্ত করতে হবে। এমনকি এর জন্য মুমিনদের কাছে আর এক দিরহামও যেন অবশিষ্ট না থাকে। ইমাম মালিক রহ. ও সমস্ত আলিম এমনই বলেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! কত নীচু তাদের চরিত্র, যাদের ভাইয়েরা দুশমনের কারাগারে বন্দী; অথচ তাদের হাতে

১২৩. সুরা আল-আনফাল : ৭২-৭৫
১২৪. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/৮৫-৮৬ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

রয়েছে সম্পদের খাজানা, তাদের রয়েছে শক্তি-সামর্থ্য, তারা সংখ্যায় যথেষ্ট, তাদের সেনাবাহিনী রয়েছে, রয়েছে অস্ত্র-শস্ত্র।'[১২৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, নামাজ কায়িম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। এদের ওপরই আল্লাহ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[১২৬]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন :

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى صِفَاتِ الْمُنَافِقِينَ الذَّمِيمَةَ عَطَفَ بِذِكْرِ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمَحْمُوْدَةِ، فَقَالَ: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ أَيْ يَتَنَاصَرُونَ وَيَتَعَاضَدُونَ كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا : مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ.

'মুনাফিকদের গর্হিত গুণাবলি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রশংসা ও গুণাবলি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, "ইমানদার পুরুষরা ও ইমানদার নারীরা পরস্পরে একে অপরের বন্ধু" অর্থাৎ একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। যেমন সহিহ বুখারির হাদিসে এসেছে, "মুমিনগণ পরস্পর একটি প্রাসাদের ন্যায়, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙুলগুলো অপর হাতের আঙুলে প্রবেশ করালেন।" [সহিহুল বুখারি : ৪৮১] বুখারির অন্য একটি বর্ণনায় আরও এসেছে, "পরস্পর মহব্বত, দয়া ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মুমিনদের উদাহরণ একটি দেহের ন্যায়। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার পুরো দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে।"' [সহিহুল বুখারি : ৬০১১][১২৭]

ইমাম ইবনে হাজাম রহ. বলেন :

مَنْ لَحِقَ بِدَارِ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ مُخْتَارًا مُحَارِبًا لِمَنْ يَلِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ بِهَذَا الْفِعْلِ مُرْتَدٌّ لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ كُلُّهَا: مِنْ وُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، مَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ، وَمِنْ إِبَاحَةِ مَالِهِ، وَانْفِسَاخِ نِكَاحِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

'যে ব্যক্তি নিকটবর্তী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে স্বেচ্ছায় দারুল কুফরে যোদ্ধা হিসেবে চলে যায়, সে তার এই অপরাধের কারণে মুরতাদ হয়ে যায়। তার ওপর মুরতাদের সব হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন, গ্রেফতার করতে সক্ষম হলে তাকে হত্যা করা, তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, বিয়ে ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি।'[১২৮]

চার. কাফিরদের নিঃশর্ত আনুগত্য করা

এর ব্যাখ্যা হলো, তারা তাকে যা করতে বলে, সে তা-ই করে। প্রতিটি আদেশই সে মান্য করে চলে; এমনকি কুফরি হলেও সে কোনো পরোয়া করে না। যার অবস্থা এমন হবে, সে নিশ্চিতই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কেননা, কাফির মাত্রই তাকে কুফরির আদেশ করবে। আর বাস্তবে এমন কোনো আদেশ না করলেও সে তা মানার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকাই তার কুফরির জন্য যথেষ্ট।

---

১২৫. তাফসিরুল কুরতুবি : ৮/৫৭ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)

১২৬. সুরা আত-তাওবা : ৭১

১২৭. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/১৫৩-১৫৪ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

১২৮. আল-মুহাল্লা, ইবনু হাজাম : ১২/১২৫-১২৬ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

'হে নবি, আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[১২৯]

আল্লামা সাদি রহ. বলেন :

فَلَا تُطِعْ كُلَّ كَافِرٍ، قَدْ أَظْهَرَ الْعَدَاوَةَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَلَا مُنَافِقٍ، قَدِ اسْتَبْطَنَ التَّكْذِيْبَ وِالْكُفْرَ، وَأَظْهَرَ ضِدَّهُ. فَهَؤُلَاءِ هُمُ الْأَعْدَاءُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ، فَلَا تُطِعْهُمْ فِيْ بَعْضِ الْأُمُوْرِ، الَّتِيْ تَنْقُضُ التَّقْوَى، وَتُنَاقِضُهَا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، فَيَضِلُّوْكَ عَنِ الصَّوَابِ.

'অতএব, আপনি কোনো কাফিরেরই অনুসরণ করবেন না, যে কিনা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে শত্রুতা প্রকাশ করে। আর অনুসরণ করবেন না কোনো মুনাফিকের, যে কিনা তার অস্বীকৃতি ও কুফর গোপন রেখে তার বিপরীতটা প্রকাশ করে। এরাই প্রকৃত দুশমন। সুতরাং ওই সব বিষয়ে তাদের অনুসরণ করবেন না, যা তাকওয়া বিনষ্ট করে দেয় এবং তার পরিপন্থী হয়; যদ্দরুন তারা আপনাকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে।'[১৩০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ

'হে মুমিনগণ, যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য করো, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে; ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।'[১৩১]

ইমাম তাবারি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

يَعْنِي بِذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ، فِي وَعْدِ اللهِ وَوَعِيدِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ {إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا} [آل عمران: ١٤٩] ، يَعْنِي: الَّذِينَ جَحَدُوا نُبُوَّةَ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فِيمَا يَأْمُرُونَكُمْ بِهِ، وَفِيمَا يَنْهَوْنَكُمْ عَنْهُ، فَتَقْبَلُوا رَأْيَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَتَنْتَصِحُوهُمْ فِيمَا تَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ لَكُمْ فِيهِ نَاصِحُونَ، {يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} [آل عمران: ١٤٩] يَقُولُ: يَحْمِلُوكُمْ عَلَى الرِّدَّةِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ بِاللهِ وَآيَاتِهِ وَبِرَسُولِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، {فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} [آل عمران: ١٤٩] يَقُولُ: فَتَرْجِعُوا عَنْ إِيمَانِكُمْ وَدِينِكُمُ الَّذِي هَدَاكُمُ اللهُ لَهُ خَاسِرِينَ، يَعْنِي: هَالِكِينَ، قَدْ خَسِرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ، وَضَلَلْتُمْ عَنْ دِينِكُمْ، وَذَهَبَتْ دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتُكُمْ، يَنْهَى بِذَلِكَ أَهْلَ الْإِيمَانِ بِاللهِ أَنْ يُطِيعُوا أَهْلَ الْكُفْرِ فِي آرَائِهِمْ، وَيَنْتَصِحُوهُمْ فِي أَدْيَانِهِمْ.

'আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, হে ওই সকল লোক, যারা আল্লাহর ওয়াদা ও ভীতিপ্রদর্শন, তাঁর আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সত্যায়ন করে, তোমরা যদি কাফিরদের অনুসরণ করো অর্থাৎ ওই সব লোকের, যারা তোমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়াত অস্বীকার করেছে, যেমন ইহুদি-খ্রিষ্টানরা, তাদের কৃত আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে যদি তোমরা তাদের কথা মেনে চলো এবং তাদেরকে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ভেবে তাদের উপদেশ গ্রহণ করো, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা তোমাদের ইমান আনার পর মুরতাদ হয়ে যেতে এবং ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর আয়াতসমূহ অস্বীকার করতে প্ররোচিত করবে। যদ্দরুন

১২৯. সুরা আল-আহজাব : ০১
১৩০. তাফসিরুস সাদি : পৃ. নং ৬৫৭ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)
১৩১. সুরা আলি ইমরান : ১৪৯

তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এতে করে আল্লাহ তোমাদের যে দ্বীন ও ইমানের পথ প্রদর্শন করেছিলেন, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। "ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে" অর্থ ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা নিজেদের ক্ষতির মধ্যে ফেলেছ, তোমাদের দ্বীন থেকে সরে পড়েছ এবং তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি ধ্বংস হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ মুমিনদেরকে কাফিরদের মতামত মানা এবং ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের উপদেশ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।'[১৩২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ- فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের নিকট সঠিক পথ স্পষ্ট হওয়ার পর তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্য তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এ জন্য যে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে, তারা তাদের বলে, "আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের কথা মান্য করব।" আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্বন্ধে অবগত আছেন। ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের কেমন দশা হবে? এটা এ জন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে; ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন।'[১৩৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে, তাতে তারা ইমান এনেছে, তারপরও তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়? অথচ সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।'[১৩৪]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন :

هَذَا إِنْكَارٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَدَّعِي الْإِيمَانَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُرِيدُ أَنْ يَتَحَاكَمَ فِيْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، كَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهَا فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ تَخَاصَمَا، فَجَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُحَمَّدٌ، وَذَاكَ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ، وَقِيلَ: فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِمَّنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ، أَرَادُوا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى حُكَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْآيَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنَّهَا ذَامَّةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَتَحَاكَمُوا إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِلِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هَاهُنَا، وَلِهَذَا قَالَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

'এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওই ব্যক্তির কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে, যে দাবি করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ও পূর্বের সকল নবির ওপর যা নাজিল করেছেন, সে তাতে বিশ্বাস রাখে, এতদসত্ত্বেও সে

১৩২. তাফসিরুত তাবারি : ৭/২৭৬ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)
১৩৩. সুরা মুহাম্মাদ : ২২-৩১
১৩৪. সুরা আন-নিসা : ৬০

বিবাদের ফয়সালার জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহ ব্যতিরেকে অন্য কোথাও যেতে চায়। যেমন আয়াতটির শানে নুজুলের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন আনসারি ও ইহুদির মাঝে বিবাদ চলছিল। ইহুদি বলতে লাগল, "আমার ও তোমার মাঝে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচারক।" আর সে বলছিল, "আমার ও তোমার মাঝে কাব বিন আশরাফ বিচারক।" কারও মতে আয়াতটি এক দল মুনাফিকের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, যারা ব্যাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করত। তারা জাহিলিয়াতের যুগের বিচারকদের নিকট বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা করেছিল। এ ছাড়াও (শানে নুজুলের ব্যাপারে) আরও মত রয়েছে। আয়াতটি এসব ঘটনার চেয়ে ব্যাপকতা বোঝায়। কেননা, আয়াতটি প্রত্যেক ওই ব্যক্তির নিন্দা করেছে, যে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য বাতিলের নিকট বিচার প্রার্থনা করেছে। এখানে তাগুত বলতে এটাই উদ্দেশ্য। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়।"[১৩৫]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

فَمَنْ اسْتَكْبَرَ عَنْ بَعْضِ عِبَادَتِهِ سَامِعًا مُطِيعًا فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِ؛ لَمْ يُحَقِّقْ قَوْلَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا - حَيْثُ أَطَاعُوهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ وَتَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللهُ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) : أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ بَدَّلُوا دِينَ اللهِ فَيَتْبَعُونَهُمْ عَلَى التَّبْدِيلِ فَيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَتَحْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللهُ اتِّبَاعًا لِرُؤَسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا دِينَ الرُّسُلِ فَهَذَا كُفْرٌ وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكًا - وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُمْ - فَكَانَ مَنْ اتَّبَعَ غَيْرَهُ فِي خِلَافِ الدِّينِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ خِلَافُ الدِّينِ وَاعْتَقَدَ مَا قَالَهُ ذَلِكَ دُونَ مَا قَالَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ؛ مُشْرِكًا مِثْلَ هَؤُلَاءِ. وَ (الثَّانِي) : أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيمَانُهُمْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَتَحْلِيلِ الْحَرَامِ ثَابِتًا لَكِنَّهُمْ أَطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُسْلِمُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أَنَّهَا مَعَاصٍ؛ فَهَؤُلَاءِ لَهُمْ حُكْمُ أَمْثَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ

'অতএব, যে ব্যক্তি অহংকারবশত অন্যের কথা মেনে আল্লাহর কিছু ইবাদত থেকে বিরত থাকল সে এ ক্ষেত্রে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর বক্তব্য বাস্তবায়ন করল না। এরাই ওই সকল লোক, যারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে; এ কারণে যে, আল্লাহর হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করার ক্ষেত্রে তারা তাদের আনুগত্য করেছে। এরা দুধরনের লোক। এক. যারা এ কথা জানবে যে, কাফিররা আল্লাহর দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে আর তারা এ পরিবর্তন মেনে নিয়েই তাদের অনুসরণ করছে; যদ্দরুন তাদের নেতাদের অনুসরণে তারা আল্লাহর হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম বলে বিশ্বাস করছে; অথচ তারা জানে যে, তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত দ্বীনের বিরোধিতা করেছে, তাহলে এটা হবে কুফর, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল শিরক বলে অভিহিত করেছেন। যদিও তারা তাদের উদ্দেশ্যে সালাত বা সিজদা করে না। অতএব যে ব্যক্তি দ্বীনের বিপরীতে জেনেশুনে অন্য কারও অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পরিবর্তে তার কথা শুনবে, সে তাদের মতোই মুশরিক হয়ে যাবে। দুই. আল্লাহর হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম[১৩৬] বলে যাদের বিশ্বাস ঠিক থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তারা তাদের অনুসরণ করে, যেমন কোনো মুসলিম গুনাহকে গুনাহ বিশ্বাস করেই গুনাহ করে থাকে, তাহলে তাদের বিধান অন্যান্য গুনাহগারদের মতোই হবে।'[১৩৭]

পাঁচ. কাফিরদের কাছে মুসলমানদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া

কাফিরদের কাছে মুসলমানদের গোপন তথ্য ও দুর্বল কোনো দিক ফাঁস করা স্পষ্ট কুফর। কেননা, এতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া হয়, যার কারণে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। তবে যদি কেউ মুসলামানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয়; বরং পার্থিব কোনো স্বার্থ বা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এমনটা করে, তবে তা কুফর হবে না ঠিক, তবে এতে মারাত্মক কাবিরা গুনাহ হবে।

---

১৩৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ২/৩০৫ (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্য, বৈরুত)

১৩৬. এখানে আরবি ভাষ্যে লিপিকারদের থেকে শব্দগত কিছু ভুল হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'হালাল' এর জায়গায় 'হারাম' আর 'হারাম' এর জায়গায় 'হালাল' চলে এসেছে। অনেক মুহাক্কিক এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। তাই অনুবাদের মধ্যে আমরা সঠিক অনুবাদটিই করে দিয়েছি।

১৩৭. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ৭/৭০ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ক্রটি করবে না। তারা তা-ই কামনা করে, যা তোমাদের বিপন্ন করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে, তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন করো।'[১৩৮]

ইমাম কুরতুবি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَالْبِطَانَةُ مَصْدَرٌ، يُسَمَّى بِهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ. وَبِطَانَةُ الرَّجُلِ خَاصَّتُهُ الَّذِينَ يَسْتَبْطِنُونَ أَمْرَهُ،... نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَهُودِ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ دُخَلَاءَ وَوُلَجَاءَ، يُفَاوِضُونَهُمْ فِي الْآرَاءِ، وَيُسْنِدُونَ إِلَيْهِمْ أُمُورَهُمْ. وَيُقَالُ: كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِكَ وَدِينِكَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُحَادِثَهُ. قَالَ الشَّاعِرُ:
عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ * فَكُلُّ قَرِيْنٍ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِيْ.

اَلْبِطَانَةُ শব্দটি মাসদার। একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্যই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। بِطَانَةُ الرَّجُلِ এর অর্থ হলো, মানুষের এমন সব ঘনিষ্ঠজন, যারা তার কথা গোপন রাখে। ...আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে মুমিনদের নিষেধ করেছেন কাফির, ইহুদি ও প্রবৃত্তিপূজারিদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুপ্রবেশকারী বানানো থেকে, যাদের ওপর তারা (মুসলমানরা) নিজেদের সিদ্ধান্তের ভার সোপর্দ করে এবং নিজেদের সকল বিষয় তাদের প্রতিই নির্ভর করে। বলা হয়, যে ব্যক্তি তোমার দ্বীন ও নীতিবিরোধী তার সাথে কোনো কথা শেয়ার করতে নেই। কবি বলেন, "ব্যক্তি সম্পর্কে নয়; বরং তার বন্ধু সম্পর্কে শোধাও। কেননা, প্রত্যেক বন্ধু তার সঙ্গীরই অনুগামী হয়।"'[১৩৯]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

'মানুষ তার বন্ধুর নীতির ওপর থাকে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ করে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।'[১৪০]

এরপর ইমাম কুরতুবি রহ. তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

ثُمَّ بَيَّنَ تَعَالَى الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ نَهَى عَنِ الْمُوَاصَلَةِ فَقَالَ: (لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا) يَقُولُ فَسَادًا. يَعْنِي لَا يَتْرُكُونَ الْجُهْدَ فِي فَسَادِكُمْ، يَعْنِي أَنَّهُمْ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الظَّاهِرِ فَإِنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَ الْجُهْدَ فِي الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ،

'এরপর তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বলার কারণ আল্লাহ তাআলা এভাবে বর্ণনা করছেন, لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا "তারা তোমাদের অকল্যাণ সাধনে কোনো ক্রটি করবে না।" অর্থাৎ তোমাদেরকে তারা ফাসাদে না ফেলে ছাড়বে না। তারা বাহ্যত যদিও তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, তোমাদেরকে ধোঁকা-প্রতারণায় ফেলতে চেষ্টার কমতি করবে না।'[১৪১]

---

১৩৮. সুরা আলি ইমরান : ১১৮

১৩৯. তাফসিরুল কুরতুবি : ৪/১৭৮ (আল-মাকতাবাতুল মিসরিয়্যা, কায়রো)

১৪০. সুনানু আবি দাউদ : ৪/২৫৯, হা. নং ৪৮৩৩ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি হাসান।

১৪১. তাফসিরুল কুরতুবি : ৪/১৭৯ (আল-মাকতাবাতুল মিসরিয়্যা, কায়রো)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসুলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখো। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়ে থাকো, তবে কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো, তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।'[১৪২]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন :

كَانَ سَبَبُ نُزُولِ صَدْرِ هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ قِصَّةَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ

'পবিত্র এ সুরার প্রথমাংশ অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল হাতিব বিন আবু বালতাআ রা.-এর ঘটনা।'[১৪৩]

ঘটনাটি ইমাম আহমাদ রহ. তাঁর মুসনাদে সহিহ সনদে আলি রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। আলি রা. বলেন :

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا. فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ قُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ. قَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. قُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَقْلِبَنَّ الثِّيَابَ. قَالَ: فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَخَذْنَا الْكِتَابَ، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, জুবাইরকে ও মিকদাদকে কোথাও পাঠানোর উদ্দেশে বললেন, এখনই রওয়ানা হয়ে রওজায়ে খাখ নামক স্থানে পৌঁছে যাও। সেখানে একজন উষ্ট্রারোহী নারীকে পাবে, যার কাছে একটি চিঠি আছে। তার কাছ থেকে তা নিয়ে এসো। আমরা ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বেগে রওয়ানা হলাম এবং রওজায়ে খাখে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে সেই উষ্ট্রারোহী নারীকে পেয়ে গেলাম। আমরা বললাম, "চিঠি বের করো।" সে বলল, "আমার কাছে কোনো চিঠি নেই।" আমরা বললাম, "হয় চিঠি বের করো, নয়তো আমরা কাপড় খুলে তল্লাশি করব।" আলি রা. বলেন, "তখন সে তার মাথার ঝুঁটি থেকে চিঠিটি বের করে দিল। আমরা চিঠি নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ফিরে এলাম। সেই চিঠিতে লেখা ছিল, "হাতিব বিন আবু বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কয়েকজন মুশরিকের প্রতি।" তাতে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিছু সিদ্ধান্তের কথা তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, "হাতিব, এটা কী?" তিনি বললেন, "আমার ব্যাপারে জলদি

---

১৪২. সুরা আল-মুমতাহিনা : ০১

১৪৩. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৮/১১১ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশের ঘনিষ্ঠ ছিলাম, তবে আসল কুরাইশ ছিলাম না। আপনার সাথে যে সকল মুহাজির আছেন, মক্কায় তাঁদের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা তাঁদের পরিবার-পরিজনকে সুরক্ষা দেয়। যেহেতু তাদের সাথে আমার কোনো বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাই আমি চাইছিলাম যে, পরিবার-পরিজনকে বাঁচানোর জন্য তাদের সাথে এমন সম্পর্ক করি। আমি কুফরি কিংবা আমার দ্বীন পরিত্যাগ করে এ কাজ করিনি আর ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও করিনি।" তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "নিশ্চয়ই সে তোমাদের সত্য বলেছে।" উমর রা. বললেন, "আমাকে অনুমতি দিন, এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "নিশ্চয়ই সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরি সাহাবিদের ব্যাপারে অবগত রয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন, "তোমরা যা-ই ইচ্ছা করো। কারণ, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।"'[১৪৪]

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কাফিরদের কাছে মুসলমানদের গোপন সংবাদ সরবরাহ করা কুফরি। তবে পার্থিব উদ্দেশ্যে হলে তা কুফরি হবে না; বরং তা হবে কাবিরা গুনাহ। এ জন্যই হাতিব বিন আবু বালতাআ রা.-এর ওপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফরির হুকুম আরোপ করেননি। যেহেতু তিনি পার্থিব একটি উদ্দেশ্যে কাজটি করেছিলেন। আর তাঁর এ উদ্দেশ্যের সত্যতার ব্যাপারে তিনি স্বীকৃতিও দিলেন। উমর রা. ভেবেছিলেন, তিনি মুসলমানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এমনটা করেছেন; এ জন্য তিনি তাঁকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এ জন্য শান্ত করলেন যে, পার্থিব উদ্দেশ্যে এমন করায় কাজটি কুফরি হয়ে সে মুরতাদ হয়ে যায়নি যে, তাকে হত্যা করতে হবে। এটা কাবিরা গুনাহ হলেও হাতিব রা. যেহেতু বদরি সাহাবি, তাই আল্লাহর ঘোষণা অনুসারে তার এ গুনাহও মাফ হয়ে গেছে। অর্থাৎ এ ঘটনায় হাতিব রা. বদরি সাহাবি হওয়ায় ক্ষমা পেয়ে গেছেন। নইলে এর জন্য ইসলামি শরিয়তে আলাদা শাস্তির বিধান আছে, যা রাষ্ট্রপ্রধান অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। মোটকথা, প্রমাণ হলো যে, মুসলমানদের ক্ষতির উদ্দেশ্যে বা কাফিরদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বা ইসলামের পরাজয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে কাফিরদের নিকট মুসলমানদের গোপন তথ্য সরবরাহ করা কুফর। আর শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যে হলে তা কাবিরা গুনাহ বলে বিবেচিত হবে।

ছয়. কাফির ও তাগুতদের কাছে বিচার চাওয়া

মানবরচিত আইন প্রণয়নকারী ও প্রয়োগকারী তাগুতদের কাছে বিচার চাওয়া এবং এ বিচারব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার নজরে দেখা শরিয়তে মুহাম্মাদির প্রতি স্পষ্ট অবমাননা ও অস্বীকৃতির নামান্তর। সাধারণ অবস্থায় এ পদ্ধতিতে বিচারকারী ও বিচারপ্রার্থী উভয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে। বিচারকারীর মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি তো পরিষ্কার। কেননা, সে এটাকে শ্রদ্ধাযোগ্য মনে করে এবং সকল আইনের বিপরীতে একমাত্র সঠিক ও আমলযোগ্য বলে বিশ্বাস করে। বিচারপ্রার্থীও যদি এমন বিশ্বাস রাখে, তাহলে সেও মুরতাদ। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ এ ব্যবস্থাকে ভুল বলে স্বীকার করে, অন্তরে এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শরিয়তের আইনকেই সঠিক ও একমাত্র আমলযোগ্য মনে করে, তাহলে এসব মানবরচিত আইনের আশ্রয় নেওয়া কুফরি হবে না; বরং হারাম ও কাবিরা গুনাহ হবে। কোথাও ইসলামি শরিয়ত না থাকলে সেক্ষেত্রে যথাসম্ভব আলিমদের নিকট থেকে শরয়ি ফয়সালা নিয়ে আমল করতে হবে, অন্যথায় সবর করতে হবে। তবে কতিপয় উলামায়ে কিরাম তিনটি শর্তে তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনা করার অনুমোদন দিয়েছেন। যথা : একান্ত জরুরত ও বাধ্য হওয়া, অন্তরে এ আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ বিদ্বেষ ও ঘৃণা রাখা এবং শরিয়া অনুসারে ন্যায্য অধিকারের অতিরিক্ত কোনো কিছু গ্রহণ না করা। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাদের কাছে বিচারপ্রার্থী না হয়ে সবর করার মধ্যেই রয়েছে আজিমত; যদিও এতে তার পার্থিব ক্ষতি হোক।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে, তাতে তারা ইমান এনেছে, তারপরও তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়? অথচ

১৪৪. মুসনাদু আহমাদ : ২/৩৭-৩৮, হা. নং ৬০০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

সেটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।'[১৪৫]

ইমাম বাগাবি রহ. এ আয়াতটির শানে নুজুল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يُقَالُ لَهُ بِشْرٌ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِيٍّ خُصُومَةٌ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: نَنْطَلِقُ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَقَالَ الْمُنَافِقُ: بَلْ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ اللهُ الطَّاغُوتَ، فَأَبَى الْيَهُودِيُّ أَنْ يُخَاصِمَهُ إِلَّا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى الْمُنَافِقُ ذَلِكَ أَتَى مَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُودِيِّ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ لَزِمَهُ الْمُنَافِقُ، وَقَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَتَيَا عُمَرَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: اخْتَصَمْتُ أَنَا وَهَذَا إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَضَى لِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَرْضَ بِقَضَائِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ يُخَاصِمُ إِلَيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلْمُنَافِقِ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُمَا رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكُمَا فَدَخَلَ عُمَرُ الْبَيْتَ وَأَخَذَ السَّيْفَ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ فَضَرَبَ بِهِ الْمُنَافِقَ حَتَّى بَرُدَ، وَقَالَ: هَكَذَا أَقْضِي بَيْنَ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَضَاءِ رَسُولِهِ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. وَقَالَ جِبْرِيلُ: إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فَسُمِّيَ الْفَارُوقُ

'ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, এ আয়াতটি নাজিল হয়েছে বিশর নামক এক মুনাফিকের ব্যাপারে। তার মাঝে ও এক ইহুদির মাঝে কোনো বিষয়ে বিবাদ ছিল। ইহুদি লোকটি বলল, "আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যাব।" আর মুনাফিক বলল, "বরং আমরা কাব বিন আশরাফের কাছে যাব।" সে-ই ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাগুত বলে নাম দিয়েছেন। কিন্তু ইহুদি লোকটি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কারও কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাল। মুনাফিক লোকটি যখন তার অস্বীকৃতি দেখতে পেল, বাধ্য হয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদির পক্ষে ফয়সালা করলেন। তাঁর নিকট থেকে দুজনে যখন বের হলো, মুনাফিক তাকে (ইহুদি লোকটিকে) ধরে বলল, "আমাকে উমর রা.-এর কাছে নিয়ে চলো।" অতঃপর তারা উমর রা.-এর কাছে এল। ইহুদি বলল, "আমি এবং এ লোকটি একটি বিবাদ নিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি তার বিপরীতে আমার পক্ষে ফয়সালা করলেন। কিন্তু সে এতে সন্তুষ্ট নয়। সে ভাবছে, আপনার কাছে এর বিচার দায়ের করবে।" তখন উমর রা. মুনাফিক লোকটিকে বললেন, "ঘটনা কি এমনই?" মুনাফিক বলল, "হ্যাঁ।" উমর রা. তাদের বললেন, "তোমরা দাঁড়াও, আমি আসছি।" অতঃপর উমর রা. ঘরে প্রবেশ করে হাতে তলোয়ার পেঁচিয়ে নিলেন। এরপর ঘর থেকে বের হয়ে এসে মুনাফিক লোকটিকে আঘাত করলে লোকটি নিথর হয়ে গেল। উমর রা. বললেন, "যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিচারে সন্তুষ্ট হয় না, তার বিচার আমি এভাবেই করি।" এরপর এ আয়াতটি নাজিল হলো এবং জিবরাইল আ. বললেন, "উমর রা. সত্য ও মিথ্যার মাঝে প্রভেদ সৃষ্টি করেছেন।" এ থেকেই তার নাম হয় ফারুক (হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী)।'[১৪৬]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন :

هَذَا إِنْكَارٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَدَّعِي الْإِيمَانَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُرِيدُ أَنْ يَتَحَاكَمَ فِيْ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، كَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهَا فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ تَخَاصَمَا، فَجَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُحَمَّدٌ، وَذَاكَ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ، وَقِيلَ: فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِمَّنْ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ، أَرَادُوا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى حُكَّامِ

১৪৫. সুরা আন-নিসা : ৬০
১৪৬. তাফসিরুল বাগাবি : ১/৬৫৫-৬৫৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

الْجَاهِلِيَّةِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَالْآيَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، فَإِنَّهَا ذَامَّةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَتَحَاكَمُوا إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِلِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هَاهُنَا، وَلِهَذَا قَالَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

'এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওই ব্যক্তির কথাকে খণ্ডন করা হয়েছে, যে দাবি করে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ও পূর্বের সকল নবির ওপর যা নাজিল করেছেন, সে তাতে বিশ্বাস রাখে, এতদসত্ত্বেও সে বিবাদের ফয়সালার জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহ ব্যতিরেকে অন্য কোথাও যেতে চায়। যেমন আয়াতটির শানে নুজুলের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, এক আনসারি ও ইহুদির মাঝে বিবাদ চলছিল। ইহুদি বলতে লাগল, "আমার ও তোমার মাঝে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচারক।" আর সে বলছিল, "আমার ও তোমার মাঝে কাব বিন আশরাফ বিচারক।" কারও মতে আয়াতটি এক দল মুনাফিকের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, যারা ব্যাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করত। তারা জাহিলিয়াতের যুগের বিচারকদের নিকট বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা করেছিল। এ ছাড়াও (শানে নুজুলের ব্যাপারে) আরও মত রয়েছে। আয়াতটি এসব ঘটনার চেয়ে ব্যাপকতা বুঝায়। কেননা, আয়াতটি প্রত্যেক ওই ব্যক্তির নিন্দা করেছে, যে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে বাতিলের নিকট বিচার প্রার্থনা করেছে। এখানে তাগুত বলতে এটাই উদ্দেশ্য। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছে, "তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়।"'[১৪৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তারা কি জাহিলিয়াতের বিধিবিধান কামনা করে? আর দৃঢ়বিশ্বাসী লোকদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে?'[১৪৮]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন :

يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللهِ الْمُحْكَمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، النَّاهِي عَنْ كُلِّ شَرٍّ وَعَدَلَ إِلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ وَالِاصْطِلَاحَاتِ الَّتِي وَضَعَهَا الرِّجَالُ بِلَا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ، كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْكُمُونَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ مِمَّا يَضَعُونَهَا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ، وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جِنْكِزْخَانَ الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ الياسق، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ مَجْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قد اقتبسها من شَرَائِعَ شَتَّى: مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وغيرها، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نَظَرِهِ وَهَوَاهُ، فَصَارَتْ فِي بَيْنِهِ شَرْعًا مُتَّبَعًا يُقَدِّمُونَهُ عَلَى الْحُكْمِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللهَ وَرَسُوْلِهِ، فَلَا يَحْكُمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ.

'আল্লাহ তাআলা ওই সব লোকদের প্রত্যাখ্যান করেছেন, যারা সকল কল্যাণের আধার ও সব অকল্যাণ থেকে বাধাদানকারী আল্লাহর সুদৃঢ় আইন অমান্য করে মানবরচিত চিন্তাধারা, খেয়ালখুশি ও রীতিনীতির দিকে ফিরে যায়, যা শরিয়ার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়নি; যেমনটি জাহিলি যুগের লোকেরা তাদের খেয়াল ও প্রবৃত্তির ভিত্তিতে রচিত আইনের দ্বারা বিভিন্ন ভ্রান্ত ও জাহালাতপূর্ণ বিচার-আচার করত এবং যেরকমভাবে মোঙ্গলীয় শাসকরা চেঙ্গিস খানের প্রণীত রাষ্ট্রনীতি দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে, যা তাদের নেতা চেঙ্গিস খানের 'ইয়াসিক' নামক সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে। 'ইয়াসিক' এটা এমন একটি আইনগ্রন্থ, যা বিভিন্ন ধর্ম তথা ইহুদি, খ্রিষ্টান, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত। সেখানে তার নিজস্ব খেয়ালখুশি ও চিন্তাধারারও অনেক আইন সন্নিবেশিত ছিল। এভাবেই এটা তাদের মাঝে অনুসরণীয় একটি সংবিধানরূপে স্বীকৃতি পায়। তারা আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহর ওপর এটাকে প্রাধান্য দেয়। অতএব

১৪৭. তাফসিরু ইবনি কাসির : ২/৩০৫ (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত)
১৪৮. সুরা আল-মায়িদা : ৫০

যে কেউ এমনটা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। তার বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করতে হবে, যতক্ষণ না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের দিকে ফিরে আসে, অতঃপর কমবেশি কোনো ক্ষেত্রেই শরিয়ার বিধান ছাড়া ফয়সালা করবে না।'[১৪৯]

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ

'আল্লাহর তাআলার নিকটে তিন শ্রেণির মানুষ সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এক. হারাম শরিফে অন্যায় ও অপকর্মকারী। দুই. ইসলামি যুগে জাহিলি যুগের আইন-কানুন অন্বেষণকারী। তিন. ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া কারও রক্তপাত দাবিকারী।'[১৫০]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

'তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র ইসাকেও। অথচ এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যে শরিক করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।'[১৫১]

ইমাম তাবারি রহ. বলেন :

عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: قِيلَ لِحُذَيْفَةَ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ} [التوبة: ٣١] قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَصُومُونَ لَهُمْ، وَلَا يُصَلُّونَ لَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحِلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحَلَّهُ اللهُ لَهُمْ حَرَّمُوهُ، فَتِلْكَ كَانَتْ رُبُوبِيَّتَهُمْ

'আবুল বুখতারি রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজাইফা রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর বাণী اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ এর ব্যাপারে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, "মনে রেখো, তারা (ইহুদিরা) তাদের (পণ্ডিতদের) উদ্দেশ্যে রোজাও রাখত না এবং তাদের উদ্দেশ্যে নামাজও পড়ত না। কিন্তু তারা (পণ্ডিতরা) যখন তাদের জন্য কোনো জিনিস হালাল করে দিত, তারা তা হালাল বলে মেনে নিত এবং যখন তারা আল্লাহর কোনো হালালকে হারাম করত, তখন তারাও তা হারাম বলে মেনে নিত। আর এটাই ছিল তাদের রব বানানোর স্বরূপ।'[১৫২]

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন :

فَمَنْ تَرَكَ الشَّرْعَ الْمُحْكَمَ الْمُنَزَّلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَتَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ الْمَنْسُوخَةِ كَفَرَ، فَكَيْفَ بِمَنْ تحاكم إلى الياساق وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ؟ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَفَرَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

'যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবতীর্ণ সুদৃঢ় শরিয়ত বাদ দিয়ে পূর্বের রহিত শরিয়তমতে বিচার কামনা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। তাহলে যে ব্যক্তি 'ইয়াসাক' (চেঙ্গিস খানের বানানো সংবিধান) অনুসারে বিচার কামনা করে এবং এটাকে শরিয়তের ওপর প্রাধান্য দেয়, তার অবস্থা কী হবে? যে এমনটি করবে, সে মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে কাফির হয়ে যাবে।'[১৫৩]

---

১৪৯. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৩/১১৯ (দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত)
১৫০. সহিহুল বুখারি : ৯/৬, হা. নং ৬৮৮২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)
১৫১. সুরা আত-তাওবা : ৩১
১৫২. তাফসিরুত তাবারি : ১৪/২০৯ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)
১৫৩. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৩/১১৯ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

সাত. দ্বীনের ব্যাপারে কাফিরদের সাথে নমনীয়তা দেখানো

এখানে নমনীয়তার অর্থ, সৌজন্যবশত কাফিরদের ভ্রান্ত ও ভুল কোনো কাজের ব্যাপারে নীরব থাকা বা সাপোর্ট করা এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্যভাব প্রকাশ করে নমনীয়তা দেখানো। সুতরাং সে কাজটি যদি কুফরি হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানোও কুফরি হবে। যেহেতু কুফরির প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরির অন্তর্ভুক্ত। আর যদি কাজটি কুফরি না হয়ে নাজায়িজ কিছু হয়, তাহলে নমনীয়তা দেখানো নাজায়িজ হবে। মোটকথা, কাফিরের কাজের ধরন অনুসারে মুসলমানের নমনীয়তার ওপর হুকুম আরোপিত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

'তারা চায়, যদি আপনি নমনীয় হোন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।'[১৫৪]

ইমাম তাবারি রহ. বলেন :

وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ : مَعْنَى ذَلِكَ : وَدَّ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ يَا مُحَمَّدُ لَوْ تَلِينُ لَهُمْ فِي دِينِكَ بِإِجَابَتِكَ إِيَّاهُمْ إِلَى الرُّكُونِ إِلَى آلِهَتِهِمْ، فَيَلِينُونَ لَكَ فِي عِبَادَتِكَ إِلَهَكَ، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : {وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} [الإسراء: ٧٥] وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الدُّهْنِ شَبَّهَ التَّلْيِينَ فِي الْقَوْلِ بِتَلْيِينِ الدُّهْنِ.

'দুটি মত হতে অধিক বিশুদ্ধ মত হলো, যারা বলেন, "আয়াতটির অর্থ হলো, ওই সকল মুশরিক কামনা করে, হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি তাদের মাবুদদের প্রতি নরম হয়ে তাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার মাধ্যমে আপনার দ্বীনের বিষয়ে একটু নমনীয়তা দেখান, তাহলে তারাও আপনার মাবুদের ইবাদতের ব্যাপারে নমনীয়তা দেখাবে।" যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর যদি আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখতাম, আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। তখন অবশ্যই আমি আপনাকে ইহজীবনে দ্বিগুন ও পরজীবনে দ্বিগুন শাস্তি আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার বিপরীতে কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।" [সুরা বনি ইসরাইল : ৭৪-৭৫] تُدْهِنُ শব্দটি الدُّهْنِ (তেল) থেকে নির্গত হয়েছে। কথার নমনীয়তাকে তেলের তরলতার সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে।'[১৫৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। আর তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।'[১৫৬]

ইমাম তাবারি রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَأَتْبَاعُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ مَعَهُ عَلَى دِينِهِ، أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، غَلِيظَةٌ عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ، قَلِيلَةٌ بِهِمْ رَحْمَتُهُمْ {رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} يَقُولُ: رَقِيقَةٌ قُلُوبُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، لِينَةٌ أَنْفُسُهُمْ لَهُمْ، هَيِّنَةٌ عَلَيْهِمْ لَهُمْ

'আল্লাহ তাআলা বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহর রাসুল। আর অনুসারী সঙ্গীগণ, যারা তাঁর সাথে তাঁর দ্বীনের ওপর আছেন—তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর, তাদের ব্যাপারে তাঁদের অন্তর শক্ত ও দয়ার পরিমাণ সীমিত। "নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের অন্তর একে অপরের জন্য নরম, কোমল ও সহজ।'[১৫৭]

---

১৫৪. সুরা আল-কলাম : ০৯

১৫৫. তাফসিরুত তাবারি : ২৩/৫৩৪ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

১৫৬. সুরা আল-ফাতহ : ২৯

১৫৭. তাফসিরুত তাবারি : ২২/২৬১ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

এখানে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে যে, মুমিনগণ নিজেদের মধ্যে তো খুবই সহনশীল ও নরমদিল হবে, একে অপরের প্রতি সহায়তাপরায়ণ হবে এবং নিজেদের মধ্যে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা রাখবে। কিন্তু কাফিরদের ব্যাপারে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো হবে। তাদের সাথে কোনো বিষয়ে নরমি ও ছাড় দেওয়ার মানসিকতা রাখা যাবে না। বিশেষত দ্বীনের বিষয়ে ছাড় দেওয়া বা নমনীয়ভাব দেখানোর ন্যূনতম কোনো সুযোগ নেই।

আট. দ্বীন নিয়ে হাসিঠাট্টা ও বিরোধিতার মজলিসে অংশগ্রহণ করা

দ্বীন নিয়ে ঠাট্টার মজলিস বলতে সাধারণ মজলিসও হতে পারে, অনুরূপ তাগুতদের আইনসভা বা সংসদও হতে পারে, যেখানে আল্লাহর দ্বীন নিয়ে মশকরা করা হয়, ইসলামের বিধানের ব্যাপারে কটূক্তি করা হয় এবং শরিয়তের হুকুমের বিরোধিতা করা হয়। এসব মজলিসে অংশগ্রহণ করে দ্বীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রুপ বা বিরোধিতা করতে দেখলে অবশ্যই তার প্রতিবাদ করতে হবে এবং স্থান ত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় তাদের কথায় মৌন সমর্থন থাকায় তাদের মতো সে-ও কাফির হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

‘কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি নাজিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রুপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে কথা শুরু করে, তোমরা তাদের সাথে বসবে না। নয়তো তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফির সবাইকে জাহান্নামে একত্র করবেন।’[১৫৮]

ইমাম বাগাবি রহ. বলেন :

إِنْ قَعَدْتُمْ عِنْدَهُمْ وَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَسْتَهْزِئُونَ وَرَضِيتُمْ بِهِ فَأَنْتُمْ كُفَّارٌ مِثْلُهُمْ، وَإِنْ خَاضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِالْقُعُودِ مَعَهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ،

‘যদি তোমরা কাফিরদের সাথে বসো, যে সময়ে তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে অশালীন কথাবার্তা ও বিদ্রুপ করছে এবং তোমরা তাতে সন্তুষ্ট থাকো, তাহলে তোমরাও তাদের মতো কাফির বলে গণ্য হবে। আর যদি তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের সাথে বসা অনুত্তম হলেও এতে কোনো সমস্যা নেই।’[১৫৯]

নয়. প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাফিরদের নিয়োগ দেওয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

‘আর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোনো পথ রাখবেন না।’[১৬০]

আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ لِعُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ لِي كَاتِبًا نَصْرَانِيًّا. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَاتَلَكَ اللهُ! أَمَا سَمِعْتَ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}؟ أَلَا اتَّخَذْتَ حَنِيفًا؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لِي كِتَابَتُهُ وَلَهُ دِينُهُ. قَالَ: لَا أُكْرِمُهُمْ إِذْ أَهَانَهُمُ اللهُ، وَلَا أُعِزُّهُمْ إِذْ أَذَلَّهُمْ، وَلَا أُدْنِيهِمْ إِذْ أَقْصَاهُمُ اللهُ.

১৫৮. সুরা আন-নিসা : ১৪০
১৫৯. তাফসিরুল বাগাবি : ১/৭১৪ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)
১৬০. সুরা আন-নিসা : ১৪১

‘আমি উমর রা.-কে বললাম, আমার একজন খ্রিষ্টান কেরানি আছে। উমর রা. বললেন, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! এ তুমি কী করেছ? তুমি কি এ আয়াত শুনোনি? আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। তারা পরস্পর একে অপরের বন্ধু।” [সুরা আল-মায়িদা : ৫১] তুমি কি তাকে একনিষ্ঠ কর্মী বানাওনি? আমি বললাম, আমিরুল মুমিনিন, তার লেখা আমার দরকার আর তার ধর্ম তার থাকবে! তিনি বললেন, আল্লাহ যখন তাদের অপমানিত করেছেন, আমি তাদের সম্মান দেবো না। আল্লাহ যখন তাদের লাঞ্ছিত করেছেন, আমি তাদের মর্যাদা দেবো না। আল্লাহ যখন তাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন, আমি তাদের কাছে টানব না।’[১৬১]

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন :

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا تَسْتَعْمِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ الرِّشَا، وَاسْتَعِينُوا عَلَى أُمُورِكُمْ وَعَلَى رَعِيَّتِكُمْ بِالَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ تَعَالَى. وَقِيلَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا مِنْ نَصَارَى الْحِيرَةِ لَا أَحَدَ أَكْتَبُ مِنْهُ وَلَا أَخَطُّ بِقَلَمٍ أَفَلَا يَكْتُبُ عَنْكَ؟ فَقَالَ: لَا آخُذُ بِطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَا يَجُوزُ اسْتِكْتَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالِاسْتِنَابَةِ إِلَيْهِمْ. قُلْتُ: وَقَدِ انْقَلَبَتِ الْأَحْوَالُ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ بِاتِّخَاذِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَتَبَةً وَأُمَنَاءَ وَتَسَوَّدُوا بِذَلِكَ عِنْدَ الْجَهَلَةِ الْأَغْبِيَاءِ مِنَ الْوُلَاةِ وَالْأُمَرَاءِ.

‘উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো আহলে কিতাবকে (ইহুদি-খ্রিষ্টানকে) সরকারি পদে নিয়োগ দেবে না। কারণ, তারা ঘুষ বৈধ মনে করে। তোমরা নিজেদের ও জনগণের কাজের জন্য এমন লোকদের থেকে সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করো, যারা আল্লাহকে ভয় করে। উমর রা-কে বলা হলো, এখানে হীরার জনৈক খ্রিষ্টান আছে, যে লেখালেখি ও কলম চালনায় বেশ পারঙ্গম। সে কি আপনার লেখার কাজ করতে পারে না? তিনি বললেন, আমি অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করব না। সুতরাং বুঝা গেল, জিম্মিকে কেরানি পদে নিয়োগ দেওয়া কিংবা ব্যবসার পরিচালক ও অফিসার পদে নিয়োগ দেওয়া জায়িজ নেই। আমি বলি, এ যুগে অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। এখন আহলে কিতাবকে (ইহুদি-খ্রিষ্টানকে) রেজিস্টার ও আমানতদার বানানো হচ্ছে। এ কারণে একদল মূর্খ গবেটের নিকট তারা নেতৃত্বদানকারী ও অভিভাবকে পরিণত হচ্ছে।’[১৬২]

আল্লামা ইবনে কাইয়িম রহ. বলেন :

حُكْمُ تَوْلِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضَ شُئُونِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ : وَلَمَّا كَانَتِ التَّوْلِيَةُ شَقِيقَةَ الْوِلَايَةِ كَانَتْ تَوْلِيَتُهُمْ نَوْعًا مِنْ تَوَلِّيهِمْ، وَقَدْ حَكَمَ تَعَالَى بِأَنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وَلَا يَتِمُّ الْإِيمَانُ إِلَّا بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ، وَالْوَلَايَةُ تُنَافِي الْبَرَاءَةَ، فَلَا تَجْتَمِعُ الْبَرَاءَةُ وَالْوَلَايَةُ أَبَدًا، وَالْوَلَايَةُ إِعْزَازٌ، فَلَا تَجْتَمِعُ هِيَ وَإِذْلَالُ الْكُفْرِ أَبَدًا، وَالْوَلَايَةُ صِلَةٌ، فَلَا تُجَامِعُ مُعَادَاةَ الْكَافِرِ أَبَدًا.

‘ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে জিম্মি কাফিরদের নিয়োগ দেওয়ার বিধান : কাউকে কোনো পদে নিয়োগদান যেহেতু ক্ষমতা প্রদানেরই নামান্তর, বিধায় জিম্মিদের নিয়োগদান মানে তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা রাখা। অথচ আল্লাহ তাআলা ফয়সালা দিয়েছেন যে, যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়াও কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে কারও ইমান পূর্ণ হবে না। আর কাউকে ক্ষমতা প্রদান তো সম্পর্কচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব, সম্পর্কচ্ছেদ ও ক্ষমতা প্রদান কখনো একসাথে হতে পারে না। এ ছাড়াও ক্ষমতা প্রদান বস্তুত মর্যাদাদান বুঝায়। অতএব, কুফরির লাঞ্ছনার সাথে এটা কোনোদিন একত্রিত হতে পারে না। অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান তো সম্পর্ক স্থাপন বুঝায়। অতএব, কাফিরদের শত্রুতার সাথে তা কখনো একত্রিত হতে পারে না।’[১৬৩]

---

১৬১. আহকামু আহলিল মিলাল ওয়ার-রিদ্দাহ : পৃ. নং ১১৭, হা. নং ৩২৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি হাসান।

১৬২. তাফসিরুল কুরতুবি : ৪/১৭৯ (দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো)

১৬৩. আহকামু আহলিজ জিম্মাহ : ১/৪৯৯ (রামাদি, দাম্মাম)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

وَلَا يُسْتَعَانُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي عِمَالَةٍ وَلَا كِتَابَةٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ مَفاسِدُ أَوْ يُفْضِي إِلَيْهَا وَسُئِلَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي مِثْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ لَا يُسْتَعَانُ بِهِمْ فِي شَيْءٍ... فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَهِدَ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ أَحَدًا وَإِنْ عَادَ إِلَى الْإِسْلَامِ لِمَا يَخَافُ مِنْ فَسَادِ دِيَانَتِهِمْ.

'আর জিম্মিদের থেকে প্রশাসনিক বা দাপ্তরিক কোনো কাজে সাহায্য নেওয়া যাবে না। কেননা, এতে অনেক গোলযোগ ও অনিষ্ট দেখা দেবে বা এর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আবু তালিব রহ.-এর বর্ণনায় এসেছে, ইমাম আহমাদ রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, খারাজ উসুল করার মতো কোনো দায়িত্বে কি জিম্মিকে বসানো যাবে? তিনি বললেন, না। কোনো ব্যাপারেই তাদের মদদ নেওয়া যাবে না। ...আবু বকর রা. অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি কোনো মুরতাদকে সরকারি পদে নিয়োগ দেবেন না; যদিও তারা ইসলামে ফিরে আসুক। কারণ, তাদের দ্বীনদারি বিনষ্ট হওয়া নিয়ে আশঙ্কা আছে।'[১৬৪]

দশ. পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন ও কৃষ্টি-কালচারে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখা

কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করার ক্ষেত্রে বিধান তিন ধরনের। এক. তাদের ধর্মীয় বিষয়ে সাদৃশ্য অবলম্বন করা এবং তা সম্মানের চোখে দেখা। সন্দেহ নেই যে, এটা পরিষ্কার কুফর। দুই. বৈধ পার্থিব বিষয়ে তাদের অনুসরণের উদ্দেশ্যে বা তাদের সাথে মিল রাখার নিয়তে সাদৃশ্য অবলম্বন করা। এটা মাকরুহ বা নাজায়িজ। তিন. বৈধ পার্থিব বিষয়ে তাদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া, কিন্তু অন্তরে তাদের সাথে মিল রাখার কোনোরূপ চিন্তা থাকবে না; বরং দুনিয়াবি প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা উদ্দেশ্য হবে। এটা জায়িজ ও মুবাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

'নিশ্চয় যারা তাদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এ জন্য যে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে, তারা তাদের বলে, "আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদের কথা মান্য করব।" আর আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্বন্ধে অবগত আছেন।'[১৬৫]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জালিমদের পথ প্রদর্শন করেন না।'[১৬৬]

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

---

১৬৪. আল-ফাতাওয়াল কুবরা : ৫/৫৩৯-৫৪০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)
১৬৫. সুরা মুহাম্মাদ: ২৫-২৬
১৬৬. সুরা আল-মায়িদা : ৫১

‘যে অন্য কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করল, সে তাদেরই একজন।’[১৬৭]

মুল্লা আলি কারি রহ. বলেন :

(مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ) : أَيْ مَنْ شَبَّهَ نَفْسَهُ بِالْكُفَّارِ مَثَلًا فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ، أَوْ بِالْفُسَّاقِ أَوِ الْفُجَّارِ أَوْ بِأَهْلِ التَّصَوُّفِ وَالصُّلَحَاءِ الْأَبْرَارِ. (فَهُوَ مِنْهُمْ) : أَيْ فِي الْإِثْمِ وَالْخَيْرِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا عَامٌّ فِي الْخَلْقِ وَالْخُلُقِ وَالشِّعَارِ، وَلِمَا كَانَ الشِّعَارُ أَظْهَرُ فِي التَّشَبُّهِ ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ. قُلْتُ: بَلِ الشِّعَارُ هُوَ الْمُرَادُ بِالتَّشَبُّهِ لَا غَيْرُ، فَإِنَّ الْخُلُقَ الصُّورِيَّ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ التَّشَبُّهُ، وَالْخُلُقَ الْمَعْنَوِيَّ لَا يُقَالُ فِيهِ التَّشَبُّهُ، بَلْ هُوَ التَّخَلُّقُ.

‘“যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে” অর্থাৎ যে ব্যক্তি পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কাফিরদের সাথে নিজেকে সাদৃশ্যপূর্ণ করবে, অথবা ফাসিক-ফুজ্জার কিংবা বুজুর্গ ও নেক বান্দাদের সাথে, “তাহলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।” অর্থাৎ গুনাহ ও সাওয়াবের ক্ষেত্রে। আল্লামা তিবি রহ. বলেন, এটা আকৃতি, স্বভাব ও ধর্মীয় প্রতীক সবগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর ধর্মীয় প্রতীকটা সাদৃশ্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে অধিক স্পষ্ট হওয়ায় হাদিসটি এ অধ্যায়ে আনা হয়েছে। (মুল্লা আলি কারি রহ. বলেন,) আমি বলব, বরং এখানে শুধু প্রতীকই উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নয়। কেননা, আকৃতিগত রূপে সাদৃশ্য অবলম্বন অসম্ভব। আর অভ্যন্তরীণ স্বভাব-চরিত্রের ক্ষেত্রে তো সাদৃশ্য অবলম্বন বলা হয় না; বরং বলা হয় স্বভাব গ্রহণ।”’[১৬৮]

আল্লামা মুনাবি রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন :

أَيْ تَزَيَّا فِيْ ظَاهِرِهِ بِزِيِّهِمْ وَفِيْ تَعَرُّفِهِ بِفِعْلِهِمْ وَفِيْ تَخَلُّقِهِ بِخُلُقِهِمْ وَسَارَ بِسِيْرَتِهِمْ وَهَدْيِهِمْ فِيْ مَلْبَسِهِمْ وَبَعْضِ أَفْعَالِهِمْ.

‘অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে তাদের ফ্যাশনের মতো, চলাফেরায় তাদের কর্মের মতো ও স্বভাব-চরিত্রে তাদের আচার-আচরণের মতো সাজ গ্রহণ করে। আর বেশ-ভূষা ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের আদর্শ-কালচার অনুসরণ করে।’[১৬৯]

শাইখিজাদা দামাদে আফিন্দি রহ. বলেন :

وَيَكْفُرُ بِوَضْعِ قَلَنْسُوَةِ الْمَجُوسِ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَّا لِتَخْلِيصِ الْأَسِيرِ أَوْ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَقِيلَ إِنْ قَصَدَ بِهِ التَّشْبِيهَ يَكْفُرُ وَكَذَا شَدُّ الزُّنَّارِ فِي وَسَطِهِ.

‘বিশুদ্ধ মতানুসারে অগ্নিপূজারিদের টুপি মাথায় পরিধান করার দ্বারা কাফির হয়ে যাবে। তবে বন্দীকে মুক্ত করার জন্য বা কারও মতে গরম-ঠান্ডা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে হলে সমস্যা নেই। আর কারও মতে এতে যদি কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপ কোমরে জুন্নার (বিজাতিদের ধর্মীয় বিশেষ ফিতা) বাঁধলেও কাফির হয়ে যাবে।’[১৭০]

ইমাম নববি রহ. বলেন :

وَلَوْ شَدَّ الزُّنَّارَ عَلَى وَسَطِهِ، كَفَرَ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ وَضَعَ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ عَلَى رَأْسِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكْفُرُ، وَلَوْ شَدَّ عَلَى وَسَطِهِ حَبْلًا، فَسُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَا زُنَّارٌ، فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ، وَلَوْ شَدَّ عَلَى وَسَطِهِ زُنَّارًا، وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ لِلتِّجَارَةِ، كَفَرَ، وَإِنْ دَخَلَ لِتَخْلِيصِ الْأُسَارَى، لَمْ يَكْفُرْ.

‘কোমরে জুন্নার (বিজাতিদের ধর্মীয় ফিতা) বাঁধলে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি মাথায় অগ্নিপূজারিদের টুপি পরিধান করবে, তার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরাম মতভেদ করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোমরে কোনো ফিতা বাঁধে, অতঃপর তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সে উত্তরে বলল,

১৬৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪/৪৪, হা. নং ৪০৩১ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।
১৬৮. মিরকাতুল মাফাতিহ : ৭/২৭৮২, হা. নং ৪৩৪৭ সংশ্লিষ্ট আলোচনা (দারুল ফিকর, বৈরুত)
১৬৯. ফাইজুল কাদির : ৬/১০৪ (আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাতিল কুবরা, মিশর)
১৭০. মাজমাউল আনহুর : ১/৬৯৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

এটা জুন্নার; তাহলে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোমরে জুন্নার বেঁধে সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে দারুল হারবে প্রবেশ করে, তবুও সে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি বন্দীদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যায়, তাহলে কাফির হবে না।'[১৭১]

এগারো. কাফিরদের দেশে শরয়ি কোনো প্রয়োজন বা অনুমোদন ছাড়া বসবাস বা সফর করা

কাফিরদের দেশে যদি পরিপূর্ণভাবে ইসলাম পালনের সুযোগ না থাকে, ইসলামের সব শিআর প্রকাশের অনুমোদন না থাকে, তাহলে স্বেচ্ছায় সে দেশে মুসলমানদের জন্য বসবাস করা হারাম। আর যদি পুরোপুরিভাবে ইসলাম পালন ও শিআর প্রকাশের সুযোগ থাকে, তাহলে কাফিরদের প্রতি অন্তরে পূর্ণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ রেখে বসবাস করা জায়িজ হলেও তা নিরাপদ ও উত্তম নয়। তবে শরয়ি কোনো কল্যাণের উদ্দেশ্য থাকলে সে ক্ষেত্রে থাকাটাই বরং উত্তম। যেমন : অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া, দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া বা ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি। আর ওই সব দেশে সফর করার ক্ষেত্রে নীতি হলো, প্রয়োজন ছাড়া বিনোদন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের দেশে যাওয়াও নাজায়িজ। কেননা, এতে কোনো প্রয়োজন ছাড়াই নিজের দ্বীন ও চরিত্রকে আশঙ্কার মুখে ফেলা হয়। তবে দ্বীনি বা পার্থিব বৈধ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবে। যেমন : চিকিৎসা, ব্যবসা, বৈধ শিক্ষা, দ্বীনের দাওয়াত ইত্যাদি। তবে এর বৈধতার জন্য তিনটি শর্ত আছে। এক. তার দ্বীনের ব্যাপারে এতটুকু জ্ঞান থাকতে হবে, যদ্দরুন সে দ্বীনের ব্যাপারে সংশয়ে পড়া থেকে বাঁচতে পারে। দুই. তার এতটুকু চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে সে সকল অশ্লীলতা ও নোংরামি থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে। তিন. সে দেশে পূর্ণভাবে দ্বীন পালন করার স্বাধীনতা থাকতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا.

'যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা দুনিয়াতে অসহায় ছিলাম। তারা প্রত্যুত্তরে বলেন, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাস! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথও খুঁজে পায় না, আল্লাহ অচিরেই তাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।'[১৭২]

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ

'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতির ওপর আজাব অবতীর্ণ করেন, তাদের মধ্যে যারাই আছে, সবাইকে সেই আজাব গ্রাস করে। অতঃপর তাদের (ভালোমন্দ) আমলের ভিত্তিতে তাদের পুনরুত্থান করা হবে।'[১৭৩]

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন :

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا مَشْرُوعِيَّةُ الْهَرَبِ مِنَ الْكُفَّارِ وَمِنَ الظَّلَمَةِ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ مَعَهُمْ مِنْ إِلْقَاءِ النَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ هَذَا إِذَا لَمْ يُعِنْهُمْ وَلَمْ يَرْضَ بِأَفْعَالِهِمْ فَإِنْ أَعَانَ أَوْ رَضِيَ فَهُوَ مِنْهُمْ وَيُؤَيِّدُهُ أَمْرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْرَاعِ فِي الْخُرُوجِ مِنْ دِيَارِ ثَمُودَ

'এ হাদিস থেকে কাফির ও জালিমদের কাছ থেকে পালানোর শরয়ি অনুমোদন বুঝা যায়। কারণ, তাদের সাথে বসবাস করা নিজেকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করার নামান্তর। এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন সে

১৭১. রাওজাতুত তালিবিন : ১০/৬৯ (আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত)
১৭২. সুরা আন-নিসা : ৯৭-৯৯
১৭৩. সহিহুল বুখারি : ৯/৫৬, হা. নং ৭১০৮ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

তাদের সাহায্য করবে না এবং তাদের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট হবে না। কিন্তু যদি সে তাদের সাহায্য করে অথবা তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তবে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। সামুদের জনপদ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান এ কথারই সমর্থন করে।'[১৭৪]

জারির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

'আমি প্রত্যেক ওই মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে।'[১৭৫]

ইমাম আবু মুহাম্মাদ বিন হাজাম রহ. এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

فَصَحَّ بِهَذَا أَنَّ مَنْ لَحِقَ بِدَارِ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ مُخْتَارًا مُحَارِبًا لِمَنْ يَلِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ بِهَذَا الْفِعْلِ مُرْتَدٌّ لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ كُلُّهَا: مِنْ وُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، مَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ، وَمِنْ إبَاحَةِ مَالِهِ، وَانْفِسَاخِ نِكَاحِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَبْرَأْ مِنْ مُسْلِمٍ .وَأَمَّا مَنْ فَرَّ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ لِظُلْمٍ خَافَهُ، وَلَمْ يُحَارِبْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا أَعَانَهُمْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَجِدْ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُجِيرُهُ، فَهَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ مُكْرَهٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ: كَانَ عَازِمًا عَلَى أَنَّهُ إنْ مَاتَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ، لِأَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ نَذَرَ دَمَهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَهُوَ كَانَ الْوَالِي بَعْدَ هِشَامٍ فَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ مَعْذُورٌ. وَكَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ بِأَرْضِ الْهِنْدِ، وَالسِّنْدِ، وَالصِّينِ، وَالتُّرْكِ، وَالسُّودَانِ وَالرُّومِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ هُنَالِكَ لِثِقَلِ ظَهْرٍ، أَوْ لِقِلَّةِ مَالٍ، أَوْ لِضَعْفِ جِسْمٍ، أَوْ لِامْتِنَاعِ طَرِيقٍ، فَهُوَ مَعْذُورٌ. فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ مُعِينًا لِلْكُفَّارِ بِخِدْمَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ: فَهُوَ كَافِرٌ - وَإِنْ كَانَ إنَّمَا يُقِيمُ هُنَالِكَ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، وَهُوَ كَالذِّمِّيِّ لَهُمْ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اللِّحَاقِ بِجُمْهَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْضِهِمْ، فَمَا يَبْعُدُ عَنْ الْكُفْرِ، وَمَا نَرَى لَهُ عُذْرًا - وَنَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ فِي طَاعَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ مِنْ الْغَالِيَةِ؛ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، لِأَنَّ أَرْضَ مِصْرَ وَالْقَيْرَوَانِ، وَغَيْرَهُمَا، فَالْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ، وَوُلَاتُهُمْ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ لَا يُجَاهِرُونَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ الْإِسْلَامِ، بَلْ إلَى الْإِسْلَامِ يَنْتَمُونَ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهِمْ كُفَّارًا. وَأَمَّا مَنْ سَكَنَ فِي أَرْضِ الْقَرَامِطَةِ مُخْتَارًا فَكَافِرٌ بِلَا شَكٍّ، لِأَنَّهُمْ مُعْلِنُونَ بِالْكُفْرِ وَتَرْكِ الْإِسْلَامِ - وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا مَنْ سَكَنَ فِي بَلَدٍ تَظْهَرُ فِيهِ بَعْضُ الْأَهْوَاءِ الْمُخْرِجَةِ إلَى الْكُفْرِ، فَهُوَ لَيْسَ بِكَافِرٍ، لِأَنَّ اسْمَ الْإِسْلَامِ هُوَ الظَّاهِرُ هُنَالِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مِنْ التَّوْحِيدِ، وَالْإِقْرَارِ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَسَائِرِ الشَّرَائِعِ الَّتِي هِيَ الْإِسْلَامُ وَالْإِيمَانُ - وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَقَامَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» يُبَيِّنُ مَا قُلْنَاهُ، وَأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ دَارَ الْحَرْبِ، وَإِلَّا فَقَدْ اسْتَعْمَلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عُمَّالَهُ عَلَى خَيْبَرَ، وَهُمْ كُلُّهُمْ يَهُودُ. وَإِذَا كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ فِي مَدَائِنِهِمْ لَا يُمَازِجُهُمْ غَيْرُهُمْ فَلَا يُسَمَّى السَّاكِنُ فِيهِمْ - لِإِمَارَةٍ عَلَيْهِمْ، أَوْ لِتِجَارَةٍ - بَيْنَهُمْ: كَافِرًا، وَلَا مُسِيئًا، بَلْ هُوَ مُسْلِمٌ حَسَنٌ، وَدَارُهُمْ دَارُ إسْلَامٍ، لَا دَارُ شِرْكٍ، لِأَنَّ الدَّارَ إنَّمَا تُنْسَبُ لِلْغَالِبِ عَلَيْهَا، وَالْحَاكِمِ فِيهَا، وَالْمَالِكِ لَهَا. وَلَوْ أَنَّ كَافِرًا مُجَاهِرًا غَلَبَ عَلَى دَارٍ مِنْ دُورِ الْإِسْلَامِ، وَأَقَرَّ الْمُسْلِمِينَ بِهَا عَلَى حَالِهِمْ، إلَّا أَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ لَهَا، الْمُنْفَرِدُ بِنَفْسِهِ فِي ضَبْطِهَا، وَهُوَ مُعْلِنٌ بِدِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ لَكَفَرَ بِالْبَقَاءِ مَعَهُ كُلُّ مَنْ عَاوَنَهُ، وَأَقَامَ مَعَهُ - وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ مُسْلِمٌ - لِمَا ذَكَرْنَا.

---

১৭৪. ফাতহুল বারি : ১৩/৬১, (দারুল মারিফা, বৈরুত)

১৭৫. সুনানু আবি দাউদ : ৩/৪৫, হা. নং ২৬৪৫ (আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

'সুতরাং এ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ হয় যে, যে ব্যক্তি নিকটবর্তী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে স্বেচ্ছায় দারুল কুফরে যোদ্ধা হিসেবে চলে যায়, সে তার এই অপরাধের কারণে মুরতাদ হয়ে যায়। তার ওপর মুরতাদের সব হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন : গ্রেফতার করতে সক্ষম হলে তাকে হত্যা করা, তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, বিয়ে ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো মুসলমান থেকে দায়িত্বমুক্তির ঘোষণা করেননি। আর যে ব্যক্তি নিজের ওপর জুলুমের আশঙ্কায় কোনো দারুল হারবে পলায়ন করে, আর সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে না, তাদের বিপরীতে কাফিরদের সাহায্যও করে না এবং মুসলমানদের মধ্যে এমন কাউকে পায় না, যে তাকে আশ্রয় দেবে, তাহলে এতে তার কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, সে অপারগ ও বাধ্য। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম জুহরি রহ. এ সংকল্প করেছিলেন যে, খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক মারা গেলে তিনি রোমে চলে যাবেন। কেননা, ওলিদ বিন ইয়াজিদ ক্ষমতা পেলে তাঁকে হত্যা করার মান্নত করেছিল। আর হিশামের পর সেই ছিল (নির্ধারিত) খলিফা। অতএব যার অবস্থা এমন হবে, তাকে মাজুর বা ক্ষমাযোগ্য ধরা হবে। তেমনই যেসব মুসলমান ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, তুরস্ক, সুদান, ইতালি ইত্যাদি রাষ্ট্রে বসবাস করে, সে যদি বার্ধক্য, দারিদ্র্য, অসুস্থতা বা দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির কারণে চলে আসতে সক্ষম না হয়, তাকে মাজুর হিসাবে গণ্য করা হবে। সে যদি সেখানে কাফিরদের খিদমত, লেখালেখি ইত্যাদির মাধ্যমে মদদ দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাহলে সেও কাফির বলে গণ্য হবে। আর যদি সে দারুল হারবে দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে আসে এবং তাদের কাছে জিম্মির মতো হয়ে থাকে; অথচ সে মুসলিম সমাজ বা দেশে চলে আসতে সক্ষম, তাহলে সে কুফর থেকে দূরে নয় এবং আমরা তার কোনো ওজর আছে বলে মনে করি না। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি। তবে কুফরকারী শাসক তথা সীমালঙ্ঘনকারী ও এ জাতীয় শাসকদের আনুগত্যে যারা বসবাস করবে, তারা তাদের (কাফিরদের কুফরি রাষ্ট্রে বসবাসকারীদের) মতো নয়। কেননা, মিশর, কাইরাওয়ান প্রমুখ অঞ্চলে ইসলামই বিজয়ী এবং সবকিছুর পরও এসব দেশের শাসকরা প্রকাশ্যে ইসলাম থেকে বারাআতের ঘোষণা দেয়নি; বরং ইসলামের সাথেই সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি করে। যদিও তাদের কর্মের বাস্তবতায় তারা কাফির। তবে যারা স্বেচ্ছায় কারামতিদের[১৭৬] দেশে বসবাস করবে, তারা নিঃসন্দেহে কাফির। কেননা, তারা প্রকাশ্যে কুফর ও ইসলাম পরিত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহর কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর যে ব্যক্তি এমন দেশে বসবাস করবে, যেখানে কুফরি পর্যায়ের কিছু প্রবৃত্তিপূজা প্রকাশ পায়, তাহলে সে (বসবাসকারী) কাফির হবে না। কেননা, সর্বাবস্থায় সেখানে তাওহিদের অস্তিত্ব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রিসালাতের স্বীকৃতি, ইসলাম ভিন্ন অন্য সব ধর্ম থেকে মুক্ত ঘোষণা, নামাজ প্রতিষ্ঠা, রমজানের রোজা রাখা এবং ইসলাম ও শরিয়তের সকল বিষয় থাকার ভিত্তিতে ইসলামই বিজয়ী। আর সকল প্রশংসা সারা জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী "আমি প্রত্যেক ওই মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে" আমাদের কথাকে স্পষ্ট করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদ্বারা এখানে দারুল হারব উদ্দেশ্য নিয়েছেন। নইলে তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারে তাঁর দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছেন; অথচ ওখানকার সব অধিবাসীই ইহুদি ছিল। যখন জিম্মিগণ তাদের শহরে থাকব এবং তাদের সাথে অন্যরা মেলামেশা করবে না, তাহলে মুসলামানদের কর্তৃত্ব ও পারস্পরিক ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণে তথায় বসবাসকারী (মুসলিম) ব্যক্তিকে কাফিরও বলা যাবে না, গুনাহগারও বলা যাবে না; বরং সে একজন উত্তম মুসলমান। তাদের বসবাসের স্থানকে দারুল ইসলাম বলা হবে, দারুশ শিরক (দারুল হারব) নয়। কেননা, কোনো দেশের বিজয়ী, শাসক ও মালিকের ভিত্তিতেই (দারুল ইসলাম বা দারুল হারব বলে) দেশের নাম নির্ধারিত হয়। কোনো প্রকাশ্য কাফির যদি দারুল ইসলামের কোনো এলাকা দখল করে নেয় এবং মুসলমানদেরকে তাদের আপন অবস্থায় বহাল রাখে, সে উক্ত এলাকার একচ্ছত্র অধিপতি বনে বসে এবং নিজেকে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করে, তাহলে তাতে অবস্থানকারী যে-ই তাকে সাহায্য করবে এবং তার সাথে থাকবে, সে কাফির হিসেবে গণ্য হবে; যদিও সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করুক।'[১৭৭]

১৭৬. শিয়াদের মধ্যে অত্যন্ত উগ্র ও নিকৃষ্ট একটি দলের নাম কারামতি। এদের নেতা আবু তাহির কারামতি সে-ই নরাধম, যে ৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় আক্রমণ করে এবং অসংখ্য হাজিদের হত্যা করে হাজরে আসওয়াদ পাথর চুরি করে নিয়ে যায়। প্রায় বাইশ বছর পর তা পুনরায় যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়।

১৭৭. আল-মুহাল্লা, ইবনু হাজাম : ১২/১২৫-১২৬ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

বারো. কাফিরদের উৎসবে শরিক হওয়া, সাহায্য করা এবং এ উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানানো

কাফিরদের ধর্মীয় বা আনন্দ উৎসবে মুসলমানদের শরিক হওয়া বা একে অপরকে অভিনন্দন জানানো কিছুতেই জায়িজ নয়। সুতরাং কাফিরদের শিআর ও শিরকি কর্মকাণ্ডের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে শরিক হওয়া স্পষ্ট কুফর। আর মনে ঘৃণা রেখে এমনিই কৌতূহলবশত শরিক হওয়া হারাম।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

'আর যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং অসার কার্যকলাপের সম্মুখীন হলে আপন মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে।'[১৭৮]

তাবিয়িনে কিরামের অনেকেই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুশরিকদের ধর্মীয় দিবস ও আনন্দ উৎসবে না যাওয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ এটি মুমিনদের একটি বৈশিষ্ট্য যে, তারা মুশরিকদের উৎসবে যোগদান করবে না।

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ صِفَاتِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، قِيلَ: هُوَ الشِّرْكُ وَعِبَادَةُ الْأَصْنَامِ، وَقِيلَ الْكَذِبُ وَالْفِسْقُ وَالْكُفْرُ وَاللَّغْوُ وَالْبَاطِلُ، وَقَالَ محمدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ اللَّغْوُ وَالْغِنَاءُ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَطَاوُسٌ وَابْنُ سِيرِينَ وَالضَّحَّاكُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُمْ: هِيَ أَعْيَادُ الْمُشْرِكِينَ.. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، هِيَ مَجَالِسُ السُّوءِ وَالْخَنَا. وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: شُرْبُ الْخَمْرِ لَا يَحْضُرُونَهُ وَلَا يَرْغَبُونَ فِيهِ.

'এটাও রহমানের বান্দাদের একটি গুণ যে, তারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না। কারও মতে এখানে الزُّورَ এর অর্থ শিরক ও মূর্তিপূজা। কারও মতে এর অর্থ মিথ্যা, পাপাচার, কুফর, বেহুদা ও বাতিল কর্মকাণ্ড। মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়া রহ. বলেন, এর অর্থ অসার কাজ ও গানবাজনা। আবুল আলিয়া রহ., তাউস রহ., ইবনে সিরিন রহ., জাহহাক রহ., রবি বিন আনাস রহ.-সহ অনেকেই বলেছেন, এর অর্থ মুশরিকদের ধর্মীয় দিবস ও আনন্দ উৎসব। আমর বিন কাইস রহ.-এর মতে, এর অর্থ অশ্লীল ও মন্দ মজলিস। মালিক রহ. জুহরি রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন, এর অর্থ মদপান। তারা এতে উপস্থিত হতো না এবং এতে আকর্ষণবোধও করত না।[১৭৯]

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

مَنْ بَنَى بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি অনারব তথা অমুসলিম দেশে বাসস্থান নির্মাণ করে এবং তাদের নওরোজ ও মেহেরজান[১৮০] উৎসব পালন করে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, অতঃপর এ অবস্থার ওপরই তার মৃত্যু হয়, তাহলে ওই সব কাফিরদের সাথেই তার হাশর হবে।'[১৮১]

তাদের সাথে ধর্মীয় ও আনন্দ উৎসবে যোগদান মানে তাদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা, তাদের কর্মকে সাপোর্ট করা; অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে বারণ করেছেন।

১৭৮. সুরা আল-ফুরকান : ৭২

১৭৯. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৬/১১৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

১৮০. নওরোজ ও মেহেরজান ইরানের অগ্নিপূজারীদের বিশেষ দুটি উৎসব দিবস ছিল। এতে বিভিন্ন শিরকি ও কুফরি কর্মকাণ্ড থাকার পাশাপাশি তা বিজাতীয় ঐতিহ্য হওয়ায় মুসলমানদের জন্য তা পালন করা ও তাতে অংশগ্রহণ করার নিষিদ্ধ।

১৮১. আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৯/৩৯২, হা. নং ১৮৮৬৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ.

‘হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করেছে। তারা রাসুলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখো।’[১৮২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

‘যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস করে তাদের আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি গোষ্ঠী হয়।’[১৮৩]

এ ছাড়াও এতে শরিক হওয়ার দ্বারা তাদের কুফরি ও মন্দ কাজে সহযোগিতা পাওয়া যায়। অথচ কুরআনে আল্লাহর অবাধ্যতা ও মন্দ কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ

‘আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো এবং পাপ সীমালঙ্ঘনে এক অপরকে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শাস্তিদানে কঠোর।’[১৮৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন :

يَأْمُرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَهُوَ الْبِرُّ، وَتَرْكِ الْمُنْكِرَاتِ وَهُوَ التَّقْوَى وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَّنَاصُرِ عَلَى الْبَاطِلِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْمَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ

‘আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে উত্তম তথা সৎকর্ম করার এবং অসৎকর্ম পরিত্যাগ তথা তাকওয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর ভ্রান্ত কাজে পরস্পরকে সাহায্য এবং পাপ ও হারাম কাজে একে অপরকে সহায়তা করতে নিষেধ করছেন।’[১৮৫]

তেরো. কাফিরদের জন্য রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করা

কাফিরদের জন্য রহমত ও ক্ষমার প্রার্থনা করা হারাম। মৃত কাফির হলে তো বিষয়টি পরিষ্কার। আর জীবিত হলে তার জন্য শুধু হিদায়াতের দুআ করা যাবে। তবে মাগফিরাত বা রহমতের দুআ করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হলো, হিদায়াতের অর্থে মাগফিরাত বা রহমতের দুআও করা যেতে পারে, সরাসরি মাগফিরাত বা রহমতের অর্থে নয়। অর্থাৎ জীবিত কোনো কাফিরের ব্যাপারে যখন এ দুআ করা হবে যে, “হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করো, তাকে রহম করো” তখন এর অর্থ হবে, হিদায়াত দিয়ে তাকে ক্ষমা করো এবং রহম করো। এমন অর্থ উদ্দেশ্য না নিয়ে সরাসরি ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা জায়িজ হবে না।

---

১৮২. সুরা আল-মুমতাহিনা : ০১

১৮৩. সুরা আল-মুজাদালা : ২২

১৮৪. সুরা আল-মায়িদা : ০২

১৮৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৩/১০ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত)

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

'আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবি ও মুমিনদের জন্য সংগত নয়, যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামের অধিবাসী।'[১৮৬]

আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নাসির সাদি রহ. বলেন :

يَعْنِيْ: مَا يَلِيْقُ وَلَا يَحْسُنُ لِلنَّبِيِّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ بِهِ {أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} أَيْ: لِمَنْ كَفَرَ بِهِ، وَعَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ {وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} فَإِنَّ الْاِسْتِغْفَارَ لَهُمْ فِيْ هَذِهِ الْحَالِ غَلَطٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ، فَلَا يَلِيْقُ بِالنَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، لِأَنَّهُمْ إِذَا مَاتُوْا عَلَى الشِّرْكِ، أَوْ عُلِمَ أَنَّهُمْ يَمُوْتُوْنَ عَلَيْهِ، فَقَدْ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، وَوَجَبَ عَلَيهِمُ الْخُلُوْدُ فِي النَّارِ، وَلَمْ تَنْفَعُ فَيْهِمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنِ، وَلَا اسْتِغْفَارُ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ. وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ، عَلَيْهِمْ أَنْ يُوَافِقُوْا رَبَّهُمْ فِي رِضَاهُ وَغَضَبِهِ، وَيُوَالُوْا مَنْ وَالَاهُ اللهُ، وَيُعَادُوْا مَنْ عَادَاهُ اللهُ، وَالْاِسْتِغْفَارُ مِنْهُمْ لِمَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ مُنَافٍ لِذَلِكَ، مُنَاقِضٌ لَهُ.

'অর্থাৎ নবি ও মুমিনদের জন্য সমীচীন নয় যে, "মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।" যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সাথে অন্যেরও উপাসনা করেছে। "আত্মীয়-স্বজন হলেও নয়, যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহান্নামের অধিবাসী।" কেননা, এ অবস্থায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার দ্বারা কোনো লাভ নেই। অতএব, নবি ও মুমিনদের জন্য এমনটা করা উচিত হবে না। কেননা, তারা যখন শিরকের ওপর মারা গেছে কিংবা কোনোভাবে জানা গেছে যে, তারা শিরকের ওপরই মরবে, তখন তাদের জন্য আল্লাহর আজাব অবধারিত হয়ে যাবে। তাদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে গেছে। সুপারিশকারীদের সুপারিশ ও ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা প্রার্থনা তাদের কোনো উপকারে আসবে না। এ ছাড়াও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনগণের ওপর আবশ্যকীয় করণীয় হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারে স্বীয় রবের সিদ্ধান্তে সম্মতি জানানো, আল্লাহ যাকে বন্ধু বানিয়েছেন তাকে বন্ধু বানানো এবং আল্লাহ যাকে শত্রু ঘোষণা করেছেন তাকে শত্রু জ্ঞান করা। আর কারও জাহান্নামি হয়ে যাওয়া স্পষ্ট হওয়ার পরও তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এর (আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার) সাথে সাংঘর্ষিক ও বিপরীত।''[১৮৭]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো জীবিত কাফিরদের জন্যও অনুগ্রহ ও ক্ষমার দুআ করেননি; বরং তাদের হিদায়াতের দুআ করেছেন। অতএব, মৃত কাফিরদের জন্য দুআ করার কোনোই অবকাশ নেই। আবু মুসা আশআরি রা. বলেন :

كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَيَقُولُ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.

'ইহুদিরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে এসে হাঁচি দিত এবং এ আশা করত যে, তিনি তাদের হাঁচির জবাবে বলবেন, "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন)। কিন্তু তিনি বলতেন, "ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম" (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের হিদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন)।[১৮৮]

---

১৮৬. সুরা আত-তাওবা : ১১৩

১৮৭. তাফসিরুস সাদি : ৩৫৩ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

১৮৮. সুনানুত তিরমিজি : ৪/৩৭৯, হা. নং ২৭৩৯ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) হাদিসটি সহিহ।

ইমাম নববি রহ. বলেন :

(وَأَمَّا) الصَّلَاةُ عَلَى الْكَافِرِ وَالدُّعَاءُ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ فَحَرَامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْإِجْمَاعِ

'আর কাফিরের জানাজার নামাজ পড়া এবং তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করা কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য ও ইজমার ভিত্তিতে হারাম।'[১৮৯]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ لِلْكُفَّارِ لَا يَجُوزُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ

'কেননা, কাফিরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার ভিত্তিতে নাজায়িজ।'[১৯০]

হাফিজ বদরুদ্দির আইনি রহ. বলেন :

فَإِنْ قُلْتَ: جَاءَ فِيْ حَدِيْثٍ آخَرَ: اِغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ. قُلْتُ: مَعْنَاهُ: اِهْدِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ الَّذِيْ تَصِحُّ مَعَهُ الْمَغْفِرَةُ، لِأَنَّ ذَنْبَ الْكُفْرِ لَا يُغْفَرُ، أَوْ يَكُوْنَ الْمَعْنَى: اغْفِرْ لَهُمْ إِن أَسْلَمُوْا.

'যদি প্রশ্ন করা হয়, এক হাদিসে তো এভাবে এসেছে, "হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা করুন। কেননা, তারা জানে না।" তাহলে উত্তরে বলব, এর অর্থ হলো, তাদেরকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করুন, যদ্দরুন তাদের মাগফিরাত করা যায়। যেহেতু কুফরের গুনাহ তো মাফ করা হয় না। অথবা এর অর্থ এমন হবে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের ক্ষমা করুন।'[১৯১]

১৮৯. আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব : ৫/১৪৪ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

১৯০. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়া : ১২/৪৮৯ (মাজমাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা)

১৯১. উমদাতুল কারি : ২৩/১৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

‘আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা’ এর সারকথা

০১. কাফিরদের সাথে অন্তরঙ্গ বা বন্ধুত্বমূলক কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না। চাই দ্বীনি বিষয়ে হোক বা পার্থিব বিষয়ে। তবে হ্যাঁ, পার্থিব জরুরত ও লেনদেন ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাদের সাথে প্রয়োজনমাফিক উঠাবসা করা যাবে।

০২. কাফিরদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ লালন করতে হবে। তাদেরকে আল্লাহ, রাসুল, দ্বীন ও মুসলমানদের শত্রু জ্ঞান করতে হবে। দ্বীনি বিষয়ে তাদের প্রতি সামান্য নমনীয়তাও দেখানো যাবে না।

০৩. মুসলমানদের বিপরীতে কাফিরদের কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করা যাবে না। আর্থিক, সামরিক, আদর্শিক কোনোভাবেই না।

০৪. দ্বীন নিয়ে কাফিরদের হাসি-ঠাট্টা ও বিরোধিতার বৈঠকে অংশগ্রহণ করা যাবে না। এমন মজলিস, হলরুম বা সংসদ অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

০৫. কাফিরদের নিঃশর্ত অনুসরণ করা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হবে।

০৬. কাফিরদেরকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ, উল্লেখযোগ্য বা সম্মানযোগ্য কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

০৭. একান্ত দ্বীনি বা পার্থিব প্রয়োজন ছাড়া কাফিরদের দেশে বসবাস বা সফর করা যাবে না।

০৮. কাফিরদের ধর্মীয় পোশাক-আশাক, কালচার ও চলাফেরার সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

০৯. কাফিরদের ধর্মীয় বা কোনো আনন্দ উৎসবে যোগ দেওয়া যাবে না এবং এ উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানানো যাবে না।

১০. কাফির থাকাবস্থায় তাদের জন্য রহমত ও ক্ষমার দুআও করা যাবে না। মারা গেলে একেবারেই না। আর জীবিত থাকলে শুধু হিদায়াতের দুআ করা যাবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আকিদা শব্দের অর্থ কী? আকিদার সংজ্ঞা দাও।

২. তাওহিদের আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থ কী? তাওহিদুল উলুহিয়্যার অপর নাম কী?

৩. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইবাদতের সংজ্ঞায় কী বলেছেন?

৪. তাওহিদুল হাকিমিয়্যা দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

৫. 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?

৬. প্রকৃত অর্থে তুকিয়া দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

৭. কাফিরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার হুকুম কী?

৮. আল-ওয়ালা ওয়াল বারা'র সারকথা সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

৯. (أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ) এ হাদিসে কী বোঝানো হয়েছে?

১০. প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাফিরদের নিয়োগ দেওয়ার হুকুম কী?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ইসলামের ছয়টি মৌলিক আকিদা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। প্রতিটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি আয়াত মুখস্থ বলো।

২. তাওহিদের প্রকারভেদ কী কী? প্রত্যেক প্রকারের বিবরণ দাও।

৩. তাওহিদ বা ইমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ আলোচনা করো।

৪. 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর প্রায়োগিক প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫. কুরআন ও হাদিস থেকে 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র দুটি করে দলিল উল্লেখ করো।

৬. 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' এর ক্ষেত্রে উল্লেখিত তেরোটি বিচ্যুতি ও তার বিধান সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৭. (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারি রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করো।

৮. (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)-এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রা., ইকরামা রহ. ও ইবনে কাসির রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করো।

৯. যে ব্যক্তি নিকটবর্তী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে স্বেচ্ছায় দারুল কুফরে যোদ্ধা হিসেবে চলে যায়, তার ব্যাপারে ইমাম ইবনে হাজাম রহ.-এর বক্তব্য কী?

১০. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তবারি রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করো।

১১. (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ...) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করো।

১২. (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ...) এ আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে ইমাম বাগাবি রহ. ও ইবনে কাসির রহ.-এর বর্ণনা উল্লেখ করো।

১৩. (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ...) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারি রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করো।

১৪. ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে জিম্মি কাফিরদের নিয়োগ দেওয়ার বিধান সম্পর্কে ইবনে কাইয়িম রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করো।

১৫. অমুসলিম দেশে বাসস্থান নির্মাণ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ বিন আমর রা.-এর উক্তিটি বর্ণনা করো।